বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

দ্বিতীয় খন্ড

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

দ্বিতীয় খন্ড

শওকত হোসেন

দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল ব্রায়ানের হাতে, রসার বুঝল সময় উপস্থিত। জ্বলন্ত কাঠিটা দপ করে নিভে গেল আবার, ওটা মাটি ছোঁয়ার আগেই পিস্তল উঠে এল রসারের হাতে। আচমকা মোচড় খেলো ব্রায়ান। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে চাপ দিল রসার। ওর মাথার টুপি উড়িয়ে নিল ব্রায়ানের বুলেট। আবার একসঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের পিস্তল, যেন একটা পিস্তলেরই ট্রিগার টানা হয়েছে।

তারপর নেমে এল অসহ্য নীরবতা। মূর্তির মত জায়গায় জমে গেল ব্রায়ান মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে আছড়ে পড়ল হুড়মুড় করে, আর নড়ল না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

ওয়েস্টার্ন ১০৮

হানাদার

দ্বিতীয় পর্ব

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8108-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রণবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HANADAR
Part II
By Saokot Hossain

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

হানাদার
দ্বিতীয় পর্ব

ওয়েস্টার্ন

হানাদার ২য় খন্ড

শওকত হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

ফজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

রাতের গাঢ় ধূসর পর্দা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ক্ষীণ প্রায় অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা দেখা দিয়েছে অন্ধকার আকাশের এক প্রান্তে। এমনি সময়ে বার-এম আউটফিটে পৌঁছুল জন রসার। বার্নের দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল ওকে কয়েকজন, ওদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে। হাত নেড়ে ওদের শুভেচ্ছা জানাল রসার। ওকে চিনতে পারল রাইফেলধারীরা, সন্তুষ্ট হয়ে আবার ফিরে গেল ভেতরে। কয়েকজন রাইডারকে দেখা গেল কোরালে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে তারা, সঙ্গে সঙ্গে জিন খসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। স্যাডল খসানোর পর ঘাড় ফিরিয়ে রসারের দিকে তাকাল ওরা, প্রত্যেকের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ওদের উদ্দেশেও হাত নাড়ল রসার। মৃদু হাত নেড়ে ওর শুভেচ্ছার জবাব দিল কয়েকজন, কেউ কেউ নিজস্ব কায়দায় স্যালুটের ভঙ্গি করল, তারপর ঘুরে যার যার পথ ধরল ওরা। এবার র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল রসার। দালানের এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। অচিরেই র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল ও। পেছন-দরজার কাছে ঘোড়ার রাশ টানল, নামল স্যাডল থেকে। হঠাৎ ডেকে উঠল অ্যাগি, ওটার দিকে তাকাল রসার। পেছন-দরজা খুলে গেল এই সময়, চট করে ঘোড়ার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল

ও দরজার দিকে।

বিল ম্যাকডোনাল্ড। এত গম্ভীর চেহারায় আর কখনও দেখেনি রসার র‍্যাঞ্চারকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রেগে আগুন হয়ে আছে এখন বুড়ো। থপ্থপ্ পা ফেলে বাড়ির বাইরে এল বুড়ো। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে, রসার বুঝল ওকে স্বাগত জানিয়েছে র‍্যাঞ্চার। দরজাটা দড়াম করে আটকে দিল সে। তার দুচোখে ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করল রসার, হাঁটার ভঙ্গিতেও অবসাদের লক্ষণ। বোঝা যাচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্রামের সুযোগ পায়নি বার-এম মালিক।

'কোনটা চাও?' বাজখাঁই গলায় রসারকে জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড, 'গরম কফি-টফি কিছু দিতে বলব?'

'আপাতত ওসব কিছু লাগবে না, ধন্যবাদ,' জবাব দিল রসার। গানবেল্ট ঝুলে পড়েছিল, টেনে আবার জায়গামত বসাল ও, একটু সামনের দিকে সরিয়ে আনল হোলস্টারটা। 'শেষ পর্যন্ত তাহলে তোমার ওপরও একদফা হামলা চালানোর মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারল ব্যাটারা! ওয়েব বোধ হয় চারশো গরু গায়েব হবার সংবাদ দিয়েছিল আমাকে। আসলেও তাই, বিল?'

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় চারশো আটটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে, শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল তার দুঠোঁট।

'হুম, দারুণ খেল দেখিয়েছে! কেউ কোরবানি হয়নি তো?'

'না।'

'বাঁচা গেছে! কোথায় ঘটেছে ব্যাপারটা?'

'আমার আর ফ্র্যাংকের রেঞ্জ যেখানে একসঙ্গে মিলেছে!'

'আচ্ছা,' বলল রসার। অকুস্থলের অবস্থানটা মাথায় গেঁথে নিল।

'পিছু নিয়েছিলে ওদের?'

'হামলার পরপরই সম্ভব হয়নি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আসলে আমার মাত্র তিনজন রাইডার গরু পাহারার দায়িত্বে ছিল ওখানে। ভূতের মত আচমকা হানা দিয়েছে রেইডারের বাচ্চারা। কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে ওরা, উত্তরে সরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল, ভেবেছিল ওদের ধাওয়া করে আসবে রেইডাররা। কিন্তু, কপাল আর কি, তেড়ে আসেনি শয়তানরা। আমার পাঞ্চাররা তারপর আর ওখানে সময় নষ্ট করেনি, সোজা এখানে এসে আমাদের খবর দিয়েছে। আমরা ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলার পর ঘোড়া তৈরি করতে সামান্য যেটুকু সময় লেগেছে সেই ফাঁকেই হাওয়া হয়ে গেছে হানাদারের বাচ্চারা, সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে আমার চারশোটা গরু!'

'আচ্ছা, লুকাস আউটফিটটা তোমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চের মাঝে অনেকটা কীলকের মত সেঁধিয়ে আছে, তাই না?' জানতে চাইল রসার।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'তাই বলে আমরা সোজা ওর র‍্যাঞ্চে হাজির হয়ে গরু চুরির জন্যে তাকে দোষারোপ করতে যাইনি, যেতে পারিও না, কারণ একটাই: আমাদের ওপর হামলাকারী দলে প্রায় দশজনের মত লোক ছিল, লুকাসের রাইডারের সংখ্যা কিছুতেই এত বেশি হতে পারে না!'

মাথা দোলাল রসার, যুক্তিটা বুঝতে পেরেছে।

'হুম,' বলল ও, 'বোধ হয় সীমান্তের ওপার থেকেই এসেছিল ব্যাটারা! তবে, অচিরেই, লুকাসের পছন্দ হোক বা না হোক, ওর ওখানে একবার ঢুঁ মারব আমি। আজকাল মাত্রাতিরিক্ত ঝামেলা হচ্ছে এদিকটায়, আক্রান্ত হচ্ছে সবাই, অথচ লোকটা সম্পর্কে আমাদের কারও

কোন ধারণাই নেই বলতে গেলে।'

'লুকাসের গুলি মারো!' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখন আমরা কি করব সেটাই বলো! গরুগুলো আমি ফেরত চাই, যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনতে হবে!'

'ঠিক।'

'বেশ,' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'এবার বলো, তোমার পরামর্শ?'

'মাত্র একটা,' চট করে জবাব দিল রসার, 'ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, কোন্ দিকে যাব?'

'দক্ষিণে।'

'দক্ষিণে মানে, ওদিকে তো মেক্সিকো!'

'আমি জানি সেটা,' শান্ত কণ্ঠে বলল রসার।

'হুম, এখন তাহলে রাসলারদের খোঁজে কদ্দূর যাব আমরা?'

'যদ্দূর প্রয়োজন।'

পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ ঘেঁষে দ্রুত পা চালাল। ওকে অনুসরণ করল রসার। একটু পরেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার, দুহাত মুখের সামনে তুলে চোঙের মত করে ধরল, ডাক ছাড়ল তারপর:

'এডি!'

বার্ন থেকে উঁকি দিল একজন।

'কি, বস্?'

'সবাইকে ডাকো!' চেঁচিয়ে তাকে নির্দেশ দিল ম্যাকডোনাল্ড, ভারি-

কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'এখুনি আবার বেরুতে হবে!'

'আচ্ছা!'

র‍্যাঞ্চহাউসের দোতলার একটা জানালার পাল্লা খুলে গেল হঠাৎ, এলোমেলো চুলঅলা একটা মাথা দেখা গেল সেখানে।

'বাবা, দোহাই লাগে!' চিৎকার করে বলল একটা তরুণী-কণ্ঠ, 'তোমার ঘুমের দরকার না থাকতে পারে, তাই বলে মনে কোরো না অন্যদেরও ঘুমের দরকার নেই!'

হাসল রসার। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল, গজগজ করছে ম্যাকডোনাল্ড।

'হায়রে মেয়েমানুষ!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'ওদের কিছু বোঝানো আমার সাধ্যের বাইরে। মাত্র চারশোটা গরু হারিয়ে গেছে, তাতে কি, মাত্র হাজার কয়েক ডলার হবে না হয় ওগুলোর দাম, বুঝতেই পারছ, ওর কথা হলো এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত ঝামেলা করার কি আছে! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওদের যদি কিছু হারিয়ে যায়, সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, এই যেমন ধরো, একজনের একটা জামা হয়তো ভুলে আরেকজনের ক্লোজিটে চলে গেছে কিন্তু মনে করতে পারছে না, তখন এমন হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে যেন একটা প্যাসি বাহিনী বের করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে! একটা জামার খোঁজে আশপাশের এলাকা চষে ফেলতে চাইবে, কিন্তু কয়েকশো গরু—ছো! হারিয়ে গেছে, বেশ, আবার কিনে নিলেই তো মিটে যায়। চেঁচামেচি করার কোনই দরকার নেই!'

আবার হাসল রসার। দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। একসঙ্গে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল দুজন। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন থেকে একটা জোরাল প্রতিবাদী ডাক ভেসে এল হঠাৎ। রসার তাকে ফেলে চলে

যাচ্ছে ভেবে প্রায় ঝড়ের বেগে ছুটে এল অ্যাগি, তীক্ষ্ণ নাকি শব্দে মনিবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে সে। মহা ঝামেলা বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়ারটার দিকে তাকাল রসার। মাথা দিয়ে রসারের কাঁধে ধাক্কা দিল ঘোড়াটা; হাত তুলে ওটার মাথায় আদর করে দিল ও; খুশিতে এবার গলে গেল অ্যাগি, নাচতে নাচতে এগোল ওর পাশাপাশি। বার্নের কাছে পৌঁছে গেল ওরা, এমনি সময় দেখল জিন চাপানো ঘোড়াসহ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে রাইডাররা। কোরালের কাছে এসে থামল দুজন। রসার লক্ষ্য করল একটু আগে ও যাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখেছিল তারাও তরতাজা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে আবার তৈরি হয়েছে রেইডারদের ধাওয়া করতে যাবে বলে। ওদের স্যাডলবুট, লক্ষ্য করল রসার, খালি।

'সঙ্গে রাইফেল নেয়ার কথা ভুলে যেয়ো না!' বলল রসার।

স্যাৎ করে আবার খুলে গেল কোরাল গেট। তীর বেগে বেরিয়ে এল একজন রাইডার, বাংকহাউসের দিকে দৌড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল: 'অ্যাই, টিম, আমাদের রাইফেলও নিয়ে এসো!' একটা অতিরিক্ত ঘোড়াসহ গেটের দিকে এগিয়ে এল আরেকজন। আস্তে আস্তে এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে এখনও গেটটা, ওটার দিকে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, ঠেলে বারের সঙ্গে ঠেসে দিল। বেরিয়ে এল ঘোড়সওয়ার, ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে থামল।

'এই ধরো, বস্, তোমার ঘোড়া,' বলল সে, সামনে ঝুঁকে পড়ল; সঙ্গে করে নিয়ে আসা অতিরিক্ত ঘোড়ার লাগাম ম্যাকডোনাল্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

লাগাম হাতে তুলে নিল র‍্যাঞ্চার, প্রায় গর্জে উঠে নিজেকে টেনে তুলল ঘোড়াটার পিঠে, নড়েচড়ে জুত করে বসল স্যাডলে। ইশারা করল

রসার, অধীর হয়ে ছিল অ্যাগি, বিনা আপত্তিতে এগিয়ে এল ওর কাছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রসার। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওদের দুজনের চারপাশে জমায়েত হলো বার-এম রাইডাররা। তাজা ঘোড়াগুলো অধৈর্য ভঙ্গিতে বারবার মাটিতে পা ঠুকে চলেছে। যে লোকটা রাইফেল আনতে গিয়েছিল অস্ত্রসহ ফিরে এল সে। ঘুরে ঘুরে ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে রাইফেল বিলি করতে শুরু করল; সামনে ঝুঁকে যার যার রাইফেল বেছে নিল রাইডাররা; শেষে কেবল তার নিজের রাইফেলটাই থাকল হাতে, কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে ওটা, তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল কোরালের দিকে। মিনিটখানেক বাদে একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে এল আবার। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডের কাছে অপেক্ষমাণ রাইডারদের সঙ্গে মিলিত হলো।

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড। একসঙ্গে মাথা দুলিয়ে সায় দিল প্রত্যেকে। এবার রসারের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'দশজন লোক নিলে চলবে? এখানে দু-একজনকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে যেতে চাই। অ্যাক্সিডেন্টের কথা তো বলা যায় না! তাছাড়া আমাদের কতক্ষণ বাইরে থাকতে হবে জানার উপায় নেই!'

'আটজনেই চলবে আমাদের,' জবাব দিল রসার। 'আমাদের দু'জনকে ধরলে তো দশজনই হচ্ছে, যদি কোন বিপদে পড়িও অনায়াসে সামাল দিতে পারব।'

'বেশ,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, তারপর তাকাল রাইডারের দিকে, 'ঠিক আছে, ফেলারস, আমাদের সঙ্গে আটজন গেলেই চলবে। বাকিরা ঘর পাহারা দাও এখানে। সবার চোখ-কান যেন খোলা থাকে! বোঝা গেছে আমার কথা?'

বৃত্তের প্রান্ত থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিল চারজন রাইডার, আবার

কোরালে ফিরে গেল তারা। বাকি ঘোড়সওয়াররা এবার ম্যাকডোনাল্ড আর রসারের পেছন পেছন সামনে বাড়াল তাদের ঘোড়া। রসারের ঘোড়ার পাশে থাকল র‍্যাঞ্চারের ঘোড়াটা।

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'সোজা দক্ষিণেই যাবে?'

'নাহ্,' জবাব দিল রসার, 'আমার মনে হয় হামলাটা যেখানে হয়েছিল সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করা উচিত আমাদের।'

'তাহলে বরং এদিকে চলো,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, রসারের সামনে চলে এল সে ঘোড়া নিয়ে, তারপর স্যাডলের ওপর পাক খেয়ে পেছনে তাকিয়ে রাইডারদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলল: 'ঘোড়া ঘুরিয়ে আমাদের পিছন পিছন আসো তোমরা!'

নির্দেশ পেয়েই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রাইডাররা। বার-এম-এর বিস্তীর্ণ রেঞ্জের ওপর দিয়ে খুরের ছন্দোময় শব্দ তুলে এগিয়ে চলল।

আকাশের দিকে তাকাল রসার। এখন আরও পরিষ্কার হয়ে এসেছে, আলোর রেখাটা এখন আরও স্পষ্ট। অন্ধকারের ভীতিকর ভৌতিক বেঢপ ছায়াগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, ফলে প্রত্যেকটা জিনিস তাদের আসল রূপ ফিরে পাচ্ছে, মেটে পটভূমিতে ভয়াবহ মনে হচ্ছে না আর। সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে না উঠলেও শীতল ভোরে স্পষ্ট আর বাস্তব মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস। প্রকৃতির রুক্ষতা, কর্কশ চেহারা এখনও ফুটে ওঠেনি। পাথরগুলোকে ভোরের ম্লান আলোয় হালকা বাদামী-ধূসর দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে; ঘাস বিছানো জমির বিস্তারে ভেজা একটা ভাব রয়েছে; রোদ পড়ে লালচে দেখায় এমনিতে ঝোপঝাড়গুলো, তবে এখন হালকা লাল বলে মনে হচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মানো খুদে বুনো ফুলের সুবাস চারপাশের বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে, পুরোপুরি সজীব-জাগ্রত

দেখাচ্ছে ওগুলোকে—রঙিন আর অসম্ভব সুন্দর। ঘাস এখনও ভিজে আছে শিশিরে, নুয়ে পড়েছে যেন। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঢেউ খেলছে মাঠের ঘাসে। কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে। দ্রুত সামনে বাড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো, অস্বস্তির সঙ্গে সামনের পথ খোঁজার প্রয়াস পাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘোড়া হাঁকানোর পর বার-এম আর ফ্র্যাংক কনেলের রেঞ্জের সীমানা নির্দেশকারী কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কনেলের র‍্যাঞ্চটা বার-এম-এর তুলনায় বেশ ছোট বলেই জানে সবাই, তবে রসারের মনে হলো ওটা বার-এম-এর মতই সমৃদ্ধ। কনেলের সার্কল-সি আউটফিটের বিস্তীর্ণ চারণভূমি পুরু তাজা ঘাসে ঢাকা, দূরের পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেছে সমতল প্রান্তর, ঘাসের গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। এই দুই র‍্যাঞ্চার নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর জন্যে কেন লড়াই করতে পিছপা হয় না বুঝতে কষ্ট হলো না রসারের। বুদ্ধি খরচ করে নিজের পছন্দসই জায়গা বেছে নিতে পেরেছে ওরা আগে আসার সুবাদে; ওদের পরে যারা এসেছে এখানে তাদের কেনার জন্যে বা হোমস্টিডের জন্যে নিচুমানের জমি পড়ে ছিল কেবল।

কাঁটাতারের বেড়া বরাবর ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল ম্যাকডোনাল্ড। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টানল সে, গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। তার পেছনেই লাইন ধরে এগোচ্ছিল বাকি সবাই, র‍্যাঞ্চারের দেখাদেখি তারাও গতি কমাল। স্যাডলে ঘুরে পেছনে তাকিয়ে ইশারা করল র‍্যাঞ্চার। হাঁটু দিয়ে অ্যাগিকে খোঁচা দিল রসার, মেয়ারটা সাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে, দীর্ঘ হলো ওটার পদক্ষেপ, ম্যাকডোনাল্ডের ঘোড়ার পাশে চলে এল।

'এখানে, দেখতে পাচ্ছ, জন?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। ভেজা

ঘাসের ওপর খুরের ছাপ দেখাল রসারকে। 'দিনের আলোর মত পরিষ্কার। দ্বিখণ্ডিত খুরের ছাপ, একটুও সন্দেহ নেই, আমার গরুর খুরের ঘায়েই তৈরি হয়েছে!'

মাথা দোলাল রসার।

'ঠিক,' এক মুহূর্ত জরিপ করার পর বলল ও, 'ঘোড়ার খুরের ছাপও মিশে আছে ওগুলোর সঙ্গে। তোমার রাইডার কিংবা রাসলারদের ঘোড়ার খুরের ছাপ হতে পারে।'

'দুটোই হবার সম্ভাবনা সমান।'

সীমানা বরাবর আরও খানিকক্ষণ এগোল ওরা, ট্র্যাক অনুসরণ করছে।

'কোথায় শেষ হয়েছে?' খানিক পর জানতে চাইল রসার। 'ঠিক কোন্ জায়গায় তোমার রেঞ্জ ছেড়ে গেছে ওরা?'

'জানতে পারিনি,' জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওই জায়গাটা মনে হয় এখনও বেশ দূরে; তবে, বেশিক্ষণ লাগবে না, শিগগিরই পৌঁছে যাব আমরা, তখন-ই বোঝা যাবে কোন দিকে পালিয়েছে বজ্জাতগুলো!'

'ওধারে এখনও কনেলেরই রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে ওটা?' বেড়ার উল্টোদিকের জমির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার। 'কতদূরে গেছে এরকম?'

'আমার রেঞ্জের শেষ সীমা পর্যন্ত,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখনও অনেক বাকি আছে ওই পর্যন্ত যেতে। শোনো, আমরা দুজন বড় দুই রাস্তার ওপর র‍্যাঞ্চ করেছি। আর ওদিকে বোকা লুকাস লোকটার আউটফিট একটা ত্রিভূজের মত পড়ে আছে আমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চের মাঝখানে, ওর র‍্যাঞ্চটা পড়েছে ভ্যালি রোডের ওপর। ঠিক উপত্যকা নয় ওটা, তবু এরকম নাম দেয়ার কারণ এখান থেকে একটু একটু ঢালু হয়ে

লুকাসের রেঞ্জের ওপর দিয়ে রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে জমিটা। তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে ব্যাপারটা?'

'বোধ হয়,' বলল রসার। 'ট্র্যাকের দিকে খেয়াল করো, বিল।'

'আমি কি করছি বলে তোমার ধারণা?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, আড়চোখে রসারের দিকে তাকাল। 'কি বোঝানোর কোশেশ করছ তুমি জানতে পারি? আমার নজরে পড়েনি এমন কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'ট্র্যাকগুলো কি রকম বেড়ার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে দেখেছ?'

'আরে, তাই নাকি?' হতভম্ব দেখাল ম্যাকডোনাল্ডকে, ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ট্র্যাকের দিকে তাকাল সে, বেড়ার অবস্থান দেখল, আবার নজর ফেরাল মাটির দিকে। দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে নিচের ঘাস। 'শালা!'

'বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'আলবৎ! বেড়া থেকে আস্তে আস্তে সরে গেছে ট্র্যাকগুলো!'

'সেজন্যেই তো দেখালাম তোমাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ থেকে কি বুঝলে তুমি?'

'জানি না, বিল। দেখাই যাক সামনে কি আছে!'

ট্র্যাক অনুসরণ করে এগিয়ে চলল অশ্বারোহী দলটা। খানিকক্ষণের মধ্যে খুরের ছাপ বেড়ার কাছ থেকে সরে যাবার আলামত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেড়ার প্রায় একশো ফুটের মত দূরে সরে আসতে হলো ওদের। এবং দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। ম্যাকডোনাল্ডের দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, আপনমনে বিড়বিড় করছে সে।

'কি আছে ওদিকে?' পশ্চিমে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার।

মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার, রসারের তর্জনী অনুসরণ করল তার

দৃষ্টি।

'ওদিকে?' পুনরাবৃত্তি করল সে, 'দক্ষিণ-পশ্চিমে তো ও-ডট, হ্যাংকের র‍্যাঞ্চ।'

কোন মন্তব্য করল না রসার।

'কেন জিজ্ঞেস করলে?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'এমনি একটা কথা ভাবছিলাম,' অনেকটা আপনমনেই বলল যেন রসার। 'বার-এম স্টক খুঁজতে গিয়ে ও-ডট-এর এলাকায় গিয়ে যদি হাজির হই আমরা, বড় অদ্ভুত হবে ব্যাপারটা।'

'আরে দাঁড়াও!' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'রাসলিংয়ের পেছনে ও-ডটের কারও হাত আছে বলতে চাও নাকি?'

'না,' বলল রসার, 'আমার সেরকম কিছু মনেই হয় না।'

মুখ বিকৃত করল র‍্যাঞ্চার।

'ঠিক আছে,' সংক্ষেপে বলল সে, 'ঘাট মানছি—স্বীকার যাচ্ছি আমি বুঝতে পারছি না কি ছাই মনে হচ্ছে তোমার, এবার দয়া করে একটু বুঝিয়ে দাও! বুঝিয়ে বললেই তো আর বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল করতে হয় না আমার!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, ও-ডট র‍্যাঞ্চটা একেবারে সীমান্তের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে,' বলল ও, 'সীমান্ত ঘেঁষে ওটার অবস্থান—'

'তাতে কি হয়েছে?'

'এখন এ তল্লাটের সবচেয়ে দুর্বল আউটফিট ওটা—অনেক প্রাণহানি ঘটায় ঠিকমত পাহারা দেয়ার লোক নেই ওখানে,' ব্যাখ্যা করল রসার, 'এমনও হতে পারে, বিশেষত ট্র্যাকগুলো যখন ও-ডট-এর দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, রাসলাররা চোরাই গরু নিয়ে ও-ডট-এর ওপর

দিয়েই সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। সম্ভাবনা খুবই বেশি। হয়তো আগাগোড়াই এভাবে কাজ সারছে ওরা।'

'এভাবে সোজা মেক্সিকোতে চলে গেছে ওরা—ধরাছোঁয়ার বাইরে, এই তো বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। আমরা যখন আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছি ওদের খোঁজে সেই সুযোগে ও-ডট-এর ওপর দিয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ওরা। ও-ডট-এ রাসলারদের খোঁজ করার কথা আমাদের কল্পনাতেও আসার কথা নয়!'

'তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত!'

'ধন্যবাদ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রসার।

আরও সামনে এগোল ওরা। ব্যাপারটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল ম্যাকডোনাল্ড। প্রতি মুহূর্তে, যতই এগোচ্ছে ততই ও-ডট আউটফিটের কাছে চলে যাচ্ছে ওরা।

'একটা কথা কি জানো, জন?' ঝাড়া এক মিনিট চুপচাপ চিন্তার করার পর আবার মুখ খুলল র‍্যাঞ্চার, 'একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে এখানে, তাতে লুকাস আউটফিটকে দায়ী করার আর কোন যুক্তি থাকছে না।'

কোন মন্তব্য করল না রসার। ওকে আবার ভুল বুঝল র‍্যাঞ্চার, সঙ্গীর নীরবতাকে তার সঙ্গে একমত হওয়ার ইঙ্গিত ধরে নিল।

'হ্যাঁ,' আবার বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখন মনে হচ্ছে এতদিন খামোকা ওর প্রতি অবিচার করেছি আমরা। লোকটার কাছে সেজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কারও সঙ্গে মেশে না বলে দোষ না দিয়ে বরং আমাদেরই উচিত ছিল প্রতিবেশী হিসাবে ওদের পেয়ে খুশি হওয়া, কারণ ওরা অন্যের ব্যাপারে অযথা নাক না গলিয়ে নিজের কাজ নিয়ে

ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। এখানকার প্রত্যেকটা অঘটনের জন্যে লুকাসকে দায়ী করেছি আমরা ওদের সম্পর্কে কোন কিছু না জেনেই, কেন না, কাউকে না কাউকে তো দোষ দিতে হবে! আসলে লুকাসদের প্রশংসা করা উচিত, ওদের মত মানুষ কজন পাওয়া যায় আজকাল!'

'ওদের প্রতি তোমার দরদ দেখে মোহ ভেঙে দিতে খারাপই লাগছে আমার,' বলল রসার, 'কিন্তু ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখো, বিল। লুকাসরা যদি সত্যিই চতুর হয়ে থাকে, আমার কাছে সেরকমই মনে হয়, তাহলে অন্যের জমির ওপর দিয়ে চোরাই গরু পাচার করাই কি ওদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ কাভার-আপ হবে না? এরচেয়ে ভাল কায়দা আর কি হতে পারে?'

ওর দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'ওদের ওপর কোন কারণে বোধ হয় খেপে আছ তুমি,' চূড়ান্ত রায় ঘোষণার ঢঙে বলল র‍্যাঞ্চার, 'সেজন্যে ওদের মাঝে কোন ভাল গুণ থাকার কথা স্বীকার করতে পারছ না। বুঝতে পেরেছি!'

'তাই মনে হয় তোমার, বিল?'

'আলবৎ,' হাত নেড়ে বলল র‍্যাঞ্চার, 'তোমার চেহারা দেখেই তো বোঝা যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রসার।

'বেশ,' বলল ও, 'লুকাসদের প্রসঙ্গ থাক এখন, তবে শিগগিরই—'

'তা তো বটেই,' বাধা দিয়ে বলে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'আমাকে দেখিয়ে দেবে ওরা কত বদ! বেশ, আমি অপেক্ষা করব। তবে বেশি দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখো না যেন আবার। চিরকাল এখানে থাকতে পারব এমন কোন গ্যারান্টি পাইনি আমি ওপরঅলার কাছ থেকে, বুঝতেই পারছ!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার, বুড়ো র‍্যাঞ্চারও হাসল প্রত্যুত্তরে।

'মনে হয় আর কথা খুঁজে পাচ্ছ না!' আবার বলল র‍্যাঞ্চার।

সামনে ঝুঁকে রসারের পিঠে একটা চাপড় দিল সে। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাগি। রসারের দিকে তাকাল এক পলক, জরিপ করল ম্যাকডোনাল্ডকে। উল্টে চোখ রাঙিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'কিরে?' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল সে, 'লাগতে চাস নাকি আমার সঙ্গে?'

নাক ঝাড়ল অ্যাগি। গম্ভীর চেহারায় বিজবিজ করল র‍্যাঞ্চার।

'বেশি বাড়াবাড়ি করবি না, বুঝলি?' বলল সে, স্যাডলে নড়েচড়ে আরাম করে বসল, তারপর আবার যোগ করল: 'আরে ভাগ! তুই মাদী ঘোড়া, কথাটা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আবার লাথি মেরে বসতে পারি! পালা আমার সামনে থেকে!'

চট করে র‍্যাঞ্চারের নাগালের বাইরে চলে এল অ্যাগি, এগিয়ে চলল। খানিক পর পর আড় চোখে র‍্যাঞ্চারকে দেখতে লাগল সে। তাকে আমল না দেয়ার ভান করল ম্যাকডোনাল্ড। এক নাগাড়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়াররা। হঠাৎ এক সময় বুঝতে পারল ও-ডট আউটফিটের দূরপ্রান্তের বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। আচমকা ঘোড়া দাঁড় করাল রসার। রাশ টানল ম্যাকডোনাল্ডও, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রসারের দিকে।

'ব্যাপার কি, জন?' জানতে চাইল বুড়ো, 'আবার কি নজরে পড়ল?'

'এদিকে এসো,' বলল রসার। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে এগোল ও, ওকে অনুসরণ করল ম্যাকডোনাল্ড। পাঞ্চারের দল কাছাকাছি থামল, এগোনোর সুযোগ দিল রসারদের। কাঁটাতারের বেড়ার একটা ফোকরের দিকে ইঙ্গিত করল রসার। অন্ধকার হয়ে গেল

ম্যাকডোনাল্ডের চেহারা।

'হুম,' বলল সে, 'আমার চারশো গরু ওদিকেই হাওয়া হয়ে গেছে!'

'সেরকমই মনে হচ্ছে বটে,' বলল রসার, 'তবে আমাদের ভুলও হতে পারে!'

'না, পারে না! বাজি ধরতে রাজি আছি আমি,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড। 'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এদিক দিয়ে গেছে ট্র্যাক, ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে, ঠিক কিনা? তার ওপর কাঁটাতারের বেড়াও কাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায়! চলো, এগোই!'

ঘোড়া পিছু হটাল ওরা, মাটিতে পড়ে থাকা একটা কাঁটাতারের বিচ্ছিন্ন প্রান্ত এড়ানোর চেষ্টা করল অ্যাগি, নিরাপদ দূরত্বে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল সাপের মত পড়ে থাকা তারটা। সাঁই করে নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে কাঁটাতারের ফোকর গলে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল ম্যাকডোনাল্ড, কিন্তু রসারকে স্যাডল থেকে নামতে দেখে লাগাম টেনে ধরল আবার, ঘুরে বসল স্যাডলে। সামান্য ঝুঁকে পড়ে কাঁটাতারের ছিন্ন প্রান্ত পরখ করছে রসার, লক্ষ্য করল। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল ওকে জরিপ করছে বুড়ো র‍্যাঞ্চার।

'তো?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওটা কবে কাটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

'বেশি আগে না,' জবাব দিল রসার। 'মরচে পড়ার কোন আলামত নেই, কেবল তুষারে ভিজেছে।'

'এবার সন্তুষ্ট?'

কাঁধ ঝাঁকাল রসার, অ্যাগির কাছে এসে আবার উঠে বসল স্যাডলে, ফোকর গলে ও-ডট রেঞ্জে ঢুকল। লাইন বেঁধে পাঞ্চারের দল ওদের

অনুসরণ করল। ও-ডট-এর ঘাসের ওপরও ঘোড়া আর গরুর খুরের ছাপ দেখা গেল। এক পলক ওগুলো পরখ করে গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ড। রসারও খেয়াল করেছে ছাপগুলো, কিন্তু কিছু বলল না ও। বেড়া বরাবর এগিয়ে চলল ওরা, ও-ডট-এর কাউকে দেখা গেল না চলার পথে। অবশেষে রাস্তার কাছে এসে পড়ল ওরা, আবার ঘোড়ার গতি কমাল। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল পাঞ্চাররা। রসার আর ম্যাকডোনাল্ড একটু দূরে সরে এসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল, নিচু স্বরে।

'এবার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'কি করা? বুনো হাঁসের পিছু ধাওয়া করতে থাকব এভাবে?'

'তোমার গরু ফেরত চাই, তাই না?'

'অবশ্যই চাই!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'আমি এতটা পথ কি বেড়ানোর জন্যে এসেছি নাকি?'

হাসল রসার। অধৈর্য ভঙ্গিতে নড়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তা পার হলো, তারপর ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। রসার আর পাঞ্চাররা তাকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিট চলার পর আবার সমতল জমিতে পৌঁছুল ঘোড়সওয়াররা। পায়ের নিচে উর্বর ঘেসো জমি, কিন্তু যতদূর চোখ যায়, দেখা গেল এখানকার জমিতে কারও হাত পড়েনি এখনও। দুপাশে তাকিয়ে আপনমনে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার।

'দেখো কাণ্ড, এখানে কি দারুণ জায়গা পড়ে আছে,' গজগজ করল সে, 'এত সুন্দর জমি আর হয়! কিন্তু এখানে কি কাজটা করেছে ওরা? ঘণ্টা! আজতক হাতই লাগায়নি!'

'এখানে অনায়াসে অনেক গরু পোষা সম্ভব,' ওদের পিছন পিছন

আগত এক পাঞ্চার মন্তব্য করল।

একথার কোন জবাব দিল না বার-এম মালিক। ঘোড়ার একপাশে বুটের গোড়ালি দিয়ে চাপ দিল, দ্রুত চালে দক্ষিণে এগোতে শুরু করল আবার। বাকিরাও যার যার ঘোড়ার পিঠে চাবুক হানল, দুলকি চালে অনুসরণ করতে লাগল র‍্যাঞ্চারকে। পুরু ঘাসের গালিচা খুরের আওয়াজ চাপা দিল। দিক নির্দেশ পেয়ে যাওয়ায় ঘোড়াগুলো এখন খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে তুফান বেগে এগোতে শুরু করেছে! এক মাইল দূরত্ব পেরিয়ে এল ওরা, আরও এক মাইল, আরেক মাইল; তারপর এক সময় আর দূরত্বের হিসাব রাখার কথা কারও মনে থাকল না। অবশেষে চলার পথের ডান দিকে ডালপালার ছাউনি দেয়া একগুচ্ছ 'ডোবে হাট' আর বোর্ডের ছাদঅলা কতগুলো ছাপরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড। রসারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, ইশারায় ঘরগুলো ওকে দেখাল সে। মাথা দোলাল রসার। রাইডাররা ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এল। ম্যাকডোনাল্ডকে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে দেখে অন্যরাও অনুসরণ করল তাকে। ম্যাকডোনাল্ডের পাশে চলে এল রসার।

'ওই গ্রামটা,' বলল সে, মাথা দুলিয়ে ছাপরাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওখানে কি অপেক্ষা করে আছে জানার উপায় নেই, সুতরাং সাবধানে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভাল হবে আমাদের জন্যে। সরাসরি ওখানে ঢুকে পড়লে বিপদ হতে পারে, কি বলো?'

মুখ দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করল ম্যাকডোনাল্ড।

'আমরা দুদলে ভাগ হয়ে যাই, ঠিক আছে?' প্রস্তাব দিল রসার, 'তুমি অর্ধেক লোক নিয়ে একপাশ থেকে এগিয়ে যাও গ্রামটার দিকে, বাকিদের নিয়ে অন্য পাশ থেকে এগোব আমি। তাহলে ওখানকার

অবস্থাটা আঁচ করার একটা সুযোগ মিলে যাবে। তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিকই বলেছ,' বলল র‍্যাঞ্চার।

পিছিয়ে পড়ল রসার, ঘুরে সহযাত্রী পাঞ্চারদের দিকে চোখ ফেরাল।

'তোমরা যে কোন চারজন আমার সঙ্গে এসো,' ওদের বলল সে, 'বাকি চারজন বিলের সঙ্গে থাকো।'

একথায় ঘোড়সওয়ারদের মাঝে কিঞ্চিৎ বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো ক্ষণিকের জন্যে। ঘোড়া নিয়ে চারজন ঘোড়সওয়ার রসারের পেছনে যোগ দেয়ার প্রয়াস পেতেই টক্কর খেলো তারা অন্যদের সঙ্গে। ঘোড়া সামাল দিতে দিতে র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেল। অবশ্য অচিরেই মিটে গেল ছোট্ট ঝামেলাটা। রসারের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক চার রাইডার ওকে ঘিরে দাঁড়াল। সঙ্গীদের নিয়ে এবার ঘোড়া হাঁকিয়ে পুবদিকে এগোতে শুরু করল রসার। খানিক পর অ্যাগির গতি কমাল ও, হালকা চালে এগোল, দেখাদেখি পাঞ্চাররাও যার যার ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল।

'গ্রামের প্রান্ত বরাবর ছুটে যাব আমরা,' ওদের বলল রসার, 'কিছু করার আগে একটু রেকি করে নেয়াই ভাল। ওদিক থেকে জরিপ করবে ম্যাকডোনাল্ড। তারপর আবার দূরে সরে আসব আমরা, দুদল একসঙ্গে মিলে কে কি দেখলাম তার হিসাব মেলাব, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' সমস্বরে জবাব দিল সবাই, 'কিন্তু আমাদের দিকে যদি গুলি চালায় কেউ?'

'আমার অনুমতি ছাড়া পাল্টা গুলি চালাবে না কেউ,' জবাব দিল রসার।

'আমার তো মনে হচ্ছে সবাই এখনও ঘুমিয়ে আছে ওখানে। খুব একটা বেলা হয়নি, বুঝতেই পারছ!'

চট করে ম্যাকডোনাল্ডদের যেখানে থাকার কথা সেদিকে একবার তাকাল রসার। ইতিমধ্যে সদলে গ্রামের দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছে র‍্যাঞ্চার, দ্রুত ছুটছে ওরা।

'চলো, সবাই!' সঙ্গীদের বলল রসার।

হাতের তালু দিয়ে অ্যাগির পেছনে চাপড় দিল একটা, ছিটকে সামনে ছুটল ঘোড়াটা। চার পাঞ্চারও ওদের ঘোড়া ছোটাল, অ্যাগির পেছন পেছন আসতে লাগল ওরা। ঘাসে ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে খুরের শব্দ তুলে দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। খানিক পর, সামনে পরিষ্কার দেখা গেল ছাপরাগুলো। রসারের নেতৃত্বে গ্রাম ঘেঁষে এগিয়ে চলল রাইডাররা, একই সময়ে ওপাশ থেকে এগিয়ে আসতে লাগল ম্যাকডোনাল্ডরাও। সহসা গ্রাম থেকে একটা চীৎকার ভেসে এল, পর মুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। নিমেষে চীৎকার আর গোলাগুলির শব্দে ভরে উঠল চারপাশ। ঘর বাড়ির ভেতর থেকে বারুদের ধোঁয়া বেরুতে লাগল। স্যাডলের ওপর ঘুরে পেছনে তাকাল রসার।

'সরে পড়ো!' চীৎকার করে বলল ও, 'ভাগো জলদি!'

দ্রুত অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, পেছনের পাঞ্চাররাও দেখাদেখি তা-ই করল। উল্টোপথ ধরল ওরা। সশস্ত্র ম্যাকডোনাল্ড বাহিনীও সরে এল গ্রামের প্রান্ত থেকে, এগিয়ে এল রসারদের দিকে। মুহূর্তের জন্যে প্রবল হয়ে উঠল গুলির আওয়াজ, ভোরের পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ঘোড়সওয়াররা অস্ত্রধারীদের নাগালের বাইরে চলে আসার পর গুলিবর্ষণে ক্ষান্ত দিল শত্রুপক্ষ।

দুই

এখনও পরবর্তী করণীয় স্থির করতে পারছে না রসাররা। আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি রসার, একটু পুবদিক ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা প্রকাশও করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের তুমুল গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে নাজেহাল হওয়ায় রাগে এখনও ফুঁসছে বিল ম্যাকডোনাল্ড, তার এক কথা: আগে গ্রামের বদমাশগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, তারপর অন্য কাজ! রসার বলেছে: ওদের ভাগ্য ভাল বলেই দলের কাউকে হারাতে হয়নি খানিক আগের আকস্মিক হামলায়, এখন দ্রুত এখান থেকে সরে পড়া জরুরী, এখানে খামোকা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, তাতে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে বই কমছে না এক ফোঁটাও—কারণ গ্রামবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশি, প্রথম হামলার ধারণাতীত সাফল্য দেখে তারা হুট করে ধেয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে, তাহলে একূল-ওকূল দুইই হারাতে হবে। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড কোন যুক্তি মানতে রাজি নয়। দুজন যার যার কথা বলে যাচ্ছে, ব্যস। ম্যাকডোনাল্ড আর রসারকে ঘিরে অপেক্ষমাণ রাইডারদের একজন হঠাৎ চড়া গলায় ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ইঙ্গিত করল গ্রামের দিকে; কিছু একটা হচ্ছে ওখানে, বলল সে। ভাল করে দেখার জন্যে গ্রামের দিকে তাকাল সবাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ারের একটা দল

—দশ, বার, উঁহু কমপক্ষে পনেরজন লোক আছে এই দলে—স্পার দাবাতে দাবাতে ছুটে বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, উত্তরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ওরা। সোজা সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা। প্রায় একই সময়ে সমান সংখ্যক অশ্বারোহীর আরেকটা দল ছিটকে বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, এরা ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু অচিরেই ব্যাপারটা ধাপ্পাবাজি বলে প্রমাণিত হলো। বিস্তীর্ণ ঘেসো জমির ওপর দিয়ে ঝড় তুলে ছুটছিল ঘোড়সওয়ারের দল দুটো, ছোটার ওপরই আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল তারা এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় ক্যাটলম্যানরা ব্যাপারটার মানে টের পাবার আগেই, প্রায় চোখের পলকে, ওদের ঘেরাও করে ফেলল। আক্রমণকারীতে পরিণত হলো গ্রামবাসীরা। ঝটপট যার যার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, গাঢাকা দিল ঘাসের অরণ্যে। ওদের প্রত্যেকের কাছে রাইফেল রয়েছে, সূর্যের আলো ঠিকরে যাচ্ছে রাইফেলের ব্যারেলে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল ম্যাকডোনাল্ডের, ঘটনাটা তাকে এতই অবাক করেছে যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি, এমন কি নড়তেও যেন ভুলে গেল মুহূর্তের জন্যে। সব্বার আগে নড়ে উঠল জন রসার। এবার আর র‍্যাঞ্চারের মতামত শোনার ধার ধারল না ও, টান মেরে হোলস্টার থেকে বের করে আনল কোল্টটা।

'শোনো সবাই!' চরকির মত মেয়ারটা ঘোরাল রসার, চীৎকার করে রাইডারদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা যে কোন পাঁচজন ঘোড়া নিয়ে এমন ভাবে উত্তর দিকে ছুটতে শুরু করো যাতে ওরা মনে করে আমরা পালানোর চেষ্টা করছি, খানিকটা যাবার পর ফের উল্টো ঘুরে দ্রুত গ্রামের দিকে এগিয়ে আসবে, ঠিক আছে? এদিকে আমরা বাকি পাঁচজনও একই ভাবে পালানোর ভান করে প্রথমে দক্ষিণে যাব, তারপর

আবার এগোব গ্রামটার দিকে। গ্রামের ওপর একদফা গুলি চালাব আমরা, তারপর এখানেই ফিরে আসব আবার। এভাবে এখানে বসে থাকলে ওদের হাতে কচুকাটা হতে হবে শেষে। এগোও সবাই! জলদি!'

ঝড় তুলে সামনে ছুটল দলের পাঁচজন পাঞ্চার, অস্ত্র উঠে এসেছে প্রত্যেকের হাতে, রসারের পরামর্শ মোতাবেক এগোচ্ছে ওরা। ম্যাকডোনাল্ড সহ অন্যরা ঘোড়া ছোটাল রসারের সঙ্গে। র‍্যাঞ্চারের চলাফেরায় এখনও যান্ত্রিক একটা ভাব রয়ে গেছে। ওত পেতে বসে থাকা প্রতিপক্ষের বৃত্ত থেকে রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। এবার খুরের শব্দে ওদের পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা হলো। কোল্টের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়তে শুরু করল শত্রুপক্ষের বন্দুকবাজরা। তারপর আচমকা, গুলি চালানোর ওপরই, চট করে উল্টো পথ ধরল আবার বার-এম রাইডাররা। চীৎকারের আওয়াজ ভেসে এল গ্রাম থেকে। একটু বাদেই ম্যাকডোনাল্ড বাহিনী ঝড়ের বেগে গ্রামের দিকেই যাচ্ছে টের পেয়ে বেশ কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়, এক ঝাঁক গুলি ধেয়ে গেল ওদের দিকে, ধাঁধায় পড়ে গেল গ্রামবাসীরা, পতন ঘটল তাদের। রসারের নির্দেশমত পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রাইডাররা। বৃত্তের দিকে আরেক পশলা রাইফেলের গুলি ছুটে গেল। গুলির শব্দ আর প্রতিধ্বনিতে ভারি হয়ে গেল ভোরের হাওয়া।

'খোদার অপার মহিমা, মেক্সদের হাতের টিপ ভাল না!' প্রতিপক্ষের তৈরি বৃত্তের মাঝখানের জায়গায় ফিরে আসার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল এক পাঞ্চার।

'ওখানে সবাই কিন্তু মেক্সিক্যান না?' নিজের কোল্টে গুলি ভরতে ভরতে বিড়বিড় করে বলে উঠল আরেকজন। 'ওদের পাশ দিয়ে যাবার

সময় শাদা চামড়াও আমার চোখে পড়েছে!'

'ওদেরই একটাকে ঘায়েল করেছি আমি!' জানাল তৃতীয় আরেকজন, কথাটা বলার সময় চকচক করে উঠল তার দুচোখ। 'ব্যাটার মাথাটা স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে!'

'শাদা হয়ে থাকলে উচিত শাস্তিই হয়েছে হারামজাদার!' আবার বলল প্রথম জন।

'ঠিক আছে,' বলল রসার, 'তোমরা তৈরি হলে ফের আগে বাড়ব আমরা। এবার কিন্তু ঘোড়ার শরীরের সঙ্গে মিশে যেয়ো সবাই। বারবার মেক্সিক্যানদের কবল থেকে রেহাই পাবার আশা করতে যেয়ো না। তোমরা জানো, ভাগ্য সব সময় একটানা সাহায্য করে না কাউকে।'

'এবারও কি আগের মতই এগোব?' জানতে চাইল এক পাঞ্চার।

'হ্যাঁ, আগের মতই,' জবাব দিল রসার, 'একই দিকে। এরপর দিক বদল করব আমরা। পুবদিকে যাব। স্রেফ ওদের বেদিশা করে দেয়ার জন্যে! ঠিক আছে, সবাই রেডি?'

'রেডি,' সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল সবাই।

চরকির মত ঘুরল সবগুলো ঘোড়া।

'চলো!' চেঁচিয়ে বলল রসার।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল অ্যাগি। ঘোড়াকে তাগাদা দিতে লাগল ম্যাকডোনাল্ড, আরও তিনজন পাঞ্চারসহ অনুসরণ করল রসারকে। ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুপক্ষের বৃত্ত ছেড়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একজন, তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই রাইফেল তুলে ধরে ট্রিগার টানতে শুরু করে দিল আগুয়ান অশ্বারোহীদের লক্ষ্য করে। একটা বুলেট গিয়ে বিঁধল লোকটার শরীরে, লাট্টুর মত পাক খেলো সে একবার, মুহূর্তের জন্যে যেন মূর্তি বনে গেল , পরক্ষণে সটান মুখ থুবড়ে

পড়ে গেল মাটিতে। দ্রুত ছুটে যাবার মধ্যেই ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল বৃত্তের হানাদাররা, রিভলভারের গর্জন তাদের হামলার পাল্টা জবাব দিল। ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো পটাপট খতম হতে লাগল, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠল সবুজ ঘাস। রাইফেলধারীদের ছেড়ে দেয়া ঘোড়াগুলো বৃত্ত ছেড়ে সামনে চলে এসেছে, তাজা কচি ঘাস চিবুচ্ছিল কয়েকটা, গুলির আওয়াজ অগ্রাহ্য করে, খুরের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাল ওগুলো, তারপর চোখের পলকে সটকে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ওগুলোরই একটা রাইফেলধারীদের একজনের সামনে পড়ে গেল, ঠিক এই সময় ট্রিগার টানল লোকটা। শক্তিশালী বুলেটটা সোজা ঘোড়াটার মাথায় সেঁধিয়ে গেল। আর্তচীৎকার করে উঠল জানোয়ারটা, সামনের পা জোড়া শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল, পর মুহূর্তে ঘূর্ণি খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল, কাত হয়ে। ওটার শরীরের নিচে চাপা পড়ল হাঁটু গেড়ে বসে থাকা রাইফেলঅলা। অন্য একজন হানাদার তাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ঘোড়াটার বেমক্কা লাথি খেলো, পড়ে গেল সে, যন্ত্রণায় দুভাঁজ হয়ে গেছে তার শরীর।

আবার আগের মত ঝড়ের বেগে গ্রামের দিকে ছুটল রুসাররা। ওদের তাড়াতে আরও একদল লোক বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, আবারও। গুলি চালাল বার-এম রাইডাররা, নাশ ঘটল শত্রুদের, ঘোড়া ঘুরিয়ে ফের ফিরতি পথ ধরল ওরা। বৃত্তের মাঝখানে ফিরে মিলিত হলো, সাময়িক যুদ্ধ বিরতি শুরু হলো এক তরফাভাবে। রুসার আর ম্যাকডোনাল্ড মাথা গুনে নিশ্চিত হলো এ যাত্রায়ও ওদের পক্ষের কেউ অক্কা পায়নি। অবশ্য দু-একজন রাইডার আর এক-আধটা ঘোড়ার গায়ে বুলেটের মৃদু আঁচড়ের দাগ দেখা গেল, তবে আঘাতগুলোর কোনটাই তেমন মারাত্মক নয়।

'এবার অন্য দিকে এগিয়ে যাব আমরা,' ঘোষণা দিল রসার। 'সবাই একসঙ্গে পুবদিক ঘেঁষে ছুটে যাব, তারপর উল্টোপথ ধরব আবার।'

'ঠিক আছে!' বলে উঠল কয়েকজন পাঞ্চার।

'তবে সাবধান,' ওদের সতর্ক করল রসার। 'ভাগ্যের ওপর কিন্তু সত্যিই বড় বেশি নির্ভর করছি আমরা, বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না যেন তোমরা!'

'একটু দাঁড়াও,' বলল একজন, 'আমার ঘোড়াটার জিনের পেটি ঢিল হয়ে গেছে, শক্ত করে নেই, নইলে আবার ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়ে যাব। আমি আবার কোন মেক্সের কোলে গিয়ে পড়তে চাই না!'

'জলদি কাজ সার!' ওকে বলল র‍্যাঞ্চার।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল লোকটা, উবু হয়ে ঘোড়াটার পেটের নিচে জিনের পেটি বাঁধার কাজটা শেষ করল দ্রুত, তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বসল স্যাডলে।

'ঠিক আছে এবার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'চলো, এগোনো যাক!'

তৃতীয়বারের মত ছুটল ঘোড়সওয়াররা, তেড়ে গেল রাইফেলধারী-দের বৃত্তের উদ্দেশে, এবং ঠিক সময় মতই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হলো ওরা, তবে এবার গ্রামের দিকে গেল না, তার বদলে বাঁক নিল পুবে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাইফেলধারীরা। বৃত্তের ওই অংশে পাহারায় নিয়োজিত লোকগুলো বলতে গেলে কোন বাধাই দিতে পারল না। নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিস্মৃত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকজন, গুলি চালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু অচিরেই পাল্টা গুলিবর্ষণে লুটিয়ে পড়ল তারা। আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বার-এম বাহিনী, ফিরে এল বৃত্তের মাঝখানে। এতক্ষণ একটানা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গেছে ঘোড়াগুলো, একটাকে খোঁড়াতে দেখা গেল, পরখ করে জানা গেল ডান

পায়ে একটা বুলেট লেগেছে ওটার।

'আরও খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই এখান থেকে সটকে পড়া দরকার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ, শিওর, বস্,' বলল এক পাঞ্চার, 'কিন্তু কিভাবে?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো!' রসারের দিকে ইশারা করে পাল্টা ঝাড়ি দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ও হয়তো জানে। আমি বলতে পারব না!'

'এবার গ্রামের দিকে যাব আমরা,' বলল রসার।

'তারপর?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'যদি মনে হয় গ্রামের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, তাই করব তাহলে,' জবাব দিল রসার, 'আর নিরাপদে সরে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় যদি আরও কিছুক্ষণ হামলা চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবশ্য সেটাই করতে হবে! তবে শিগগির জায়গা মত হামলা করতে হবে, আমাদের, তারপর পালাতে হবে!'

রেগে গেল ম্যাকডোনাল্ড, তবে কোন কথা বলল না।

'তুমি কি বলো?' যার ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করল রসার, 'আরও খানিকক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না তোমার ঘোড়াটা?'

মাথা দোলাল পাঞ্চার।

নড়েচড়ে স্থির হয়ে স্যাডলে বসল রসার।

'আগের মতই ঘুরে আবার গ্রামের দিকে যাব আমরা,' বলল ও, 'সবাই রেডি?'

একসঙ্গে মাথা দোলাল পাঞ্চাররা, শক্ত হাতে যার যার লাগাম ধরল তারা; রসার খেয়াল করল আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে প্রত্যেকের চেহারা। ওরাও বুঝে গেছে এ যাবত ভাগ্য অবিশ্বাস্য রকম সাহায্য করেছে ওদের। গুলি চালনায় মেক্সিক্যানরা পটু নয় বটে, তবে

এভাবে লড়াই চলতে থাকলে তাদের নিশানা আরও খারাপ হবে, এটা মনে করার কোন কারণ নেই বরং উল্টোটি ঘটাই স্বাভাবিক, দ্রুত হাতের টিপ ঠিক হয়ে যেতে পারে।

'চলো সবাই!'

ওত পেতে বসে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল ওরা। এবার আগের তুলনায় রাইফেলের আওয়াজ বেশ কম বলে মনে হলো রসারের। রাইফেলধারীদের বৃত্তে ফোকরের সৃষ্টি হয়েছে, ধারণা করল ও, এবং বেশ বড় ধরনের ফোকরটা। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকজন দেখেই বোঝা যাচ্ছে—বিপক্ষের লোকবল হ্রাস পেয়েছে। ক্যাটলম্যানদের কেউ এর আগে কখনও এমন অদ্ভুত লড়াইতে নামেনি। প্রতিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় ওরা নেহাতই কম, গ্রামবাসীদের সব ধরনের সুযোগ রয়েছে; কিন্তু সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা। পরস্পরের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসেছিল চারজন রাইফেলঅলা, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে সরে আসার মুহূর্তে ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল রসার, খালি করল হাতের অস্ত্র; ওর পেছনে ছিল ম্যাকডোনাল্ড, একটানা পাঁচটা গুলি করল সে শত্রুদের উদ্দেশে। গুলি খেয়ে একপাশে হেলে পড়ল চার মেক্সিক্যানের মাঝখানের একজন; তার পাশের লোকটাও আঘাত পেয়েছে, হেলে পড়ল সে-ও; একজনের ওপর আরেকজন, পরস্পরকে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, অদ্ভুত ভঙ্গিতে; এবার বাকি দুজনও গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল ওদের ওপর, ফলে ভারটা আর সইতে পারল না তারা, চারজন একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল রক্তে ভেজা ঘাসে। ঘুরে আবার গ্রামের দিকে এগোল ঘোড়সওয়াররা, কিন্তু এবার ওদের বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল না কেউ; তার বদলে দেখা গেল জনা ছয়েক লোক কুঁড়ে আর ছাপরার

ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ওদের লক্ষ্য করে। ছাদের ওপর শত্রুদের দেখতে পেল রসার। চট করে রাশ টানল ও, দেখাদেখি বার-এম রাইডাররাও সরে এল দ্রুত। ছাদের হানাদাররা হতাশ হলো, হাঁটু গেড়ে উঠে বসল তারা, হেঁড়ে গলায় খিস্তি করতে লাগল, পিছু-হটা ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে মুঠো করা হাত নাচাতে লাগল অবিরাম।

বৃত্তের মাঝখানে আবার রুটিন মাফিক একদফা তদারকি হলো। দুজন রাইডার চোট পেয়েছে: একজনের পায়ে লেগেছে গুলি, আরেকজন গুলি খেয়েছে বাহুতে; তবে দুজনই জানাল আঘাত মারাত্মক নয়, নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারবে। খোঁড়া ঘোড়াটা এখনও অন্যগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে আছে, তবে লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না ওটা।

'ঠিক আছে,' স্যাডলে খানিকক্ষণ আরাম করে বসে থাকার পর বলল রসার, 'এবার চেষ্টা চালাব আমরা। কেটে পড়ার উপায় আছে কিনা জানার চেষ্টা চালাতে হবে!'

'গ্রামের ভেতর দিয়েই যেতে হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওদের ঘেরাও ভেদ করে যেতে অসুবিধে কোথায়?'

'আমি ভেবেছিলাম গ্রামে ঢুকে ওখানে খানিকক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকলে আমাদের সুবিধা হত,' জবাব দিল রসার, 'একটু জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ মিলত আমাদের, সবাই দম ফিরে পেত। ঘোড়াগুলোও একটু বিশ্রাম পেত। তবে বুদ্ধিটা অসাধারণ, এমন দাবি করছি না।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল র‍্যাঞ্চার, আর কিছু বলল না।

'কারও কোন কথা আছে?' জানতে চাইল রসার।

'আমার আছে,' চিকন হেসে বলল একজন, 'আমি বলি কি এখান থেকে জলদি লেজ গুটিয়ে পালাই, চলো। যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই ভাল।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই,' বলল রসার, 'আমিও এর শেষ চাই।'

'হ্যাঁ,' বলল আরেকজন পাঞ্চার, 'কিন্তু মেক্সিক্যান শালাদের কি ব্যবস্থা করা যায়? ওদের সঙ্গে আজ যা বাজে ব্যবহার করলাম আমরা, এরপর নিশ্চয়ই বিনা আপত্তিতে আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না ওরা? তেমন কিছু চিন্তাও কোরো না!'

'আগের বার হামলা চালানোর সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ তোমরা?' বলল তৃতীয় এক রাইডার, 'শাদা চামড়ার চিহ্নও চোখে পড়েনি আমার। সব কটা মেক্সিক্যান। ওদের কি হতে পারে বলো তো?'

'অন্তত আমাদের হাতে মারা পড়েনি সবাই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'সম্ভবত দল ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে ওরা,' বলল রসার, 'আমাদের কায়দা মত পাওয়া গেছে ভেবে লড়াইতে যোগ দিয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু যখন দেখল আমাদের কাবু করা অত সহজ নয়, সোজা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা, মেক্সিক্যানদের ওপর দিয়ে গেছে আমাদের সামলানোর ভার।'

'এই ম্যাক্সিক্যানদের ব্যাপারটা বুঝলাম না,' বলল একজন, 'ওরা এখানে কি করছে? এখানকারই বাসিন্দা নাকি?'

মাথা নাড়ল রসার।

'না,' জবাব দিল ও, 'এখানে চাষাবাদের কোন চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি, এরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। শাদা লোকগুলোর মতই গা

ঢাকা দিয়ে আছে এখানে। একসঙ্গে থাকার কারণ, সবাই আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জোট বেঁধে আইনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু আলাদাভাবে ওদের পক্ষে বেশি কিছু করার সাধ্য নেই।'

'এবার?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'এসো, একটা কিছু করি! খামোকা এখানে বসে বসে মাছি মারার কোন মানে হয় না! বসে থাকার জন্যে বাড়িতে অনেক সময় পাওয়া যাবে! কি করব আমরা, জন?'

'সরে পড়ার চেষ্টা,' জবাব দিল রসার, 'সোজা সীমান্তের দিকে যাব আমরা।'

'এতক্ষণে কাজের কথায় এসেছ,' বলল বার-এম মালিক, রাইডারদের দিকে তাকাল সে। 'চলো, ফেলারস। তৈরি হয়ে যাও সবাই! এখুনি রওনা হচ্ছি আমরা!'

যার যার স্যাডলে ঠিক হয়ে বসল পাঞ্চাররা, এক হাতে শক্ত করে ধরল লাগামের প্রান্ত, অন্য হাত দৃঢ় হয়ে চেপে বসল পিস্তলের বাঁটে। আহত ঘোড়ার সওয়ারী সামনে ঝুঁকে পড়ে চাপড়ে দিল ওটাকে, ফিসফিস করে কি যেন বলল, ডেকে উঠল জানোয়ারটা, মাথা দোলাল; আবার সোজা হয়ে বসল রাইডার, রসারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল।

'ঠিকই সামলে নিতে পারবে,' ওকে নিশ্চয়তা দিল সে, 'তুমি বললেই এগোব আমরা।'

মাথা দোলাল রসার, অন্য পাঞ্চারদের দিকে তাকাল।

'সোজা বৃত্ত ভেদ করে বেরিয়ে যাব আমরা,' বলল ও, তারপর আবার যোগ করল, 'একদম ওদের মাথার ওপর না যাওয়া পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না তোমরা। খুব কাছে গিয়ে তারপর গুলি চালানো শুরু করব আমরা, ঠিক আছে?'

অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, কয়েকটা চাপড় দিল ওটার কাঁধে। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল মেয়ারটা। 'চল্ এবার!'

প্রবল শব্দ তুলে দ্রুত ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের বয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। ভেসে চলেছে যেন অ্যাগি, ঝড় উঠল ওটার খুরে; পেছনের ঘোড়াগুলো তাল মেলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। একটু সরে গেল রসার, বৃত্তের একটা ফোকর লক্ষ্য করেছিল আগেই, তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল। মাথা তুলে তাকাল রাইফেলধারী দুর্বৃত্তরা, আস্তে আস্তে তুলল তাদের অস্ত্র। ওরা ধরে নিল আগের মত কাছাকাছি যাবার পর ফের ঘুরে যাবে রসাররা, কিন্তু বৃত্তের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেল ওরা; হতবিহ্বল মেক্সিক্যানদের ওপর চড়াও হলো। অশ্বারোহীদের নিরেট দলটা ঝড় তুলে ওদের মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে গেল সামনে। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে মোরব্বা হলো কয়েকজন শত্রু, আর যারা বেঁচে থাকল শেষ বারের মত রাইফেল থেকে অগ্নিবর্ষণ করল তারা রসারদের লক্ষ্য করে। অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে এল রাইডাররা, স্পার দাবিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

'সামনে এগোতে থাকো!' চীৎকার করে বলল রসার। অ্যাগির গোড়ালির সঙ্গে প্রায় লেপ্টে রইল অন্য ঘোড়াগুলো। এতগুলো ঘোড়ার নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়ে গর্বে ফুলে গেল মেয়ারটা, বুঝতে পারছে তার ওপর অন্য ঘোড়াগুলোর গতি নির্ভর করছে; নাক দিয়ে আনন্দসূচক শব্দ করল সে, মাথা দোলাল, আরও নানান ভঙ্গি করল, কিন্তু গতি কমাল না। লাগামে ঝাঁকি মেরে ঘোড়াটাকে সামলানোর প্রয়াস পেল রসার কয়েকবার। কিন্তু ওকে পাত্তাই দিল না জানোয়ারটা, আরও লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চাইল। তাড়াতাড়ি ওটাকে নিয়ন্ত্রণে আনল রসার, রাশ টেনে গতি কমাল। রাগে নাক সিঁটকাল মেয়ারটা, সামনে

এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল আবার, কিন্তু তার বদ মতলবে মদদ জোগাল না রসার। তাতে আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল ঘোড়াটা। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রসারের, প্রচণ্ড এক চাপড় কষাল ও ঘোড়াটার পেছনে। অন্য ঘোড়ার সামনে সম্মানহানি ঘটায় ছোটার উৎসাহে ভাটা পড়ল অ্যাগির। মিনিট খানেক একেবারে শম্বুক গতিতে এগোল সে। আবার চাপড় দিল রসার। ফলে খেপে গিয়ে ফের দৌড়ুতে শুরু করল ঘোড়াটা, গতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখল রসার। হঠাৎ ওদের সামনে, অনেকটা দূরে, একদল ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। রাগ ভুলে গেল অ্যাগি। ঘোড়সওয়ারদের জরিপ করল রসার, কিন্তু দূরে থাকায় ওদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না। তবে ঘোড়া হাঁকানোর কায়দা দেখে বুঝতে পারল লোকগুলো শ্বেতাঙ্গ। ঘাড়ের ওপর দিয়ে চট করে ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকাল ও একবার, হাত নেড়ে প্রশ্নসূচক একটা ভঙ্গি করল। বুড়ো র‍্যাঞ্চার তার ঘোড়া নিয়ে অ্যাগির পাশে চলে এল।

'লোকগুলোকে কি তোমার চেনা মনে হচ্ছে, বিল?' মাথা দুলিয়ে আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার।

এক মুহূর্ত ঘোড়সওয়ার দলটাকে জরিপ করল ম্যাকডোনাল্ড; মাথা নাড়ল শেষে।

'নাহ্,' সিদ্ধান্ত জানানোর সুরে বলল সে, 'ওরা আমেরিকান, তবে সীমান্তের ওপারের লোক নয়। আমরা যাদের পেছনে ফেলে এলাম একটু আগে, বোধ হয় ওই পলাতক দলেরই লোক। আমার চেনাজানা কোন আউটফিট, মানে ক্যাটল আউটফিটের এত রাইডার নেই, তার মানে ওরা নির্ঘাত ভবঘুরে ধরনের। আমাদের কি দেখতে পেয়েছে?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছে,' জবাব দিল রসার, 'থেমেছে সেজন্যেই।'

'হুম, আমাদের চেহারা বোধ হয় ওদের পছন্দ হয়নি, চিন্তায় পড়ে

গেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'তা জানি না,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রসার, 'তবে ওরা বুঝে গেছে যে আমরা সীমান্তের ওপারের লোক, এদিকে কেন এসেছি, কি করছি, সেটাই হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে এখন।'

'যত ইচ্ছা চেষ্টা করুক!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওই দলে কয়জনকে দেখা যাচ্ছে?'

'পনের। খোদা না করুন, ওদের পেছনে, আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে আর কেউ না থাকলেই হয়!'

'রেইডার?' বিড়বিড় করে বলল ম্যাকডোনাল্ড, কঠিন হয়ে গেল তার চেহারা। 'হয়তো ওরাই আমার গরু চুরি করেছে!'

স্যাডল বুট থেকে আস্তে করে রাইফেল বের করে আনল রসার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাঞ্চারদের দিকে।

'রাইফেল বের করে তৈরি হয়ে নাও সবাই!' আদেশ দিল ও, 'মেহমান আসছে, আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসতে পারে!'

'ওরা ঘোড়া ঘুরিয়েছে, রসার!' চীৎকার করে বলল এক পাঞ্চার, 'আমাদের দিকেই আসতে শুরু করেছে!'

'দেখেছি,' জবাব দিল রসার। 'আমরা একটু দূরে সরে যাব এখন, দেখি ওরা কি করে। ওদের লড়াইয়ের ইচ্ছা থাকলে গুলি করতে শুরু করে দেবে। আর যদি দেখি ভয় পেয়ে গেছে তাহলে উল্টে আমরাই আগে হামলা চালাব। যার যার মাথা সামলে রেখো, জোরে ছুটতে হবে আমাদের।'

হাঁটু দিয়ে অ্যাগির পেটে খোঁচা দিল রসার; সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ঘোড়াটা। বার-এম আউটফিট রসারের সঙ্গে পুবে সরতে শুরু করল। এক লাইনে থাকল রাইডাররা। রেইডারদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন।

তাদের মতলবও বোঝা গেল খানিক পর: পাঞ্চারদের ওপর চড়াও হতে চায়।

'শালারা লড়াই করতে চাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, 'কসম খোদার, যুদ্ধ করার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেয়া হবে ওদের—আজ!'

'কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত গুলি কোরো না,' ঘাড় কুঁজো করে রেখেছে রসার, ওই অবস্থাতেই পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ওরা আগে শখ মিটিয়ে নিক, তারপর আমরা পাল্টা জবাব দেব। মাথা নিচু করে রেখো সবাই! ওরা কিন্তু মেক্সিক্যান নয়!'

অর্ধবৃত্তের আকারে সামনের দিকে উঁচু হলো ওর রাইফেল, ব্যারেলের ওপর নাচতে লাগল সূর্য-রশ্মি। দুজন ঘোড়সওয়ার রেইডারদের মূল দলের থেকে খানিকটা সামনে ছিল; চাবুক শানাল তারা নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে, ছোটার গতি বাড়াল, কোনাকুনিভাবে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। রসারের রাইফেল গর্জন ছাড়ল; নড়ে উঠল তাদের একজন, বোঝা গেল গুলি লেগেছে তাকে। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ দুলল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর খসে পড়ল স্যাডল থেকে। গুলি চালাল তার সঙ্গী, রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের কাছে প্রায় নগণ্য বলে মনে হলো তার পিস্তলের আওয়াজ। অ্যাগির ঠিক সামনে মাটিতে বিঁধল বুলেটটা, ছিটকে এল ঘাস আর মাটির কণা, অ্যাগির গায়ে লাগল। ব্যথায় নয়, অনেকটা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা। আবার গুলি চালাল রসার। হানাদারের ঘোড়াটা হোঁচট খেলো, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ওটা, সওয়ারী বেচারা ছিটকে পড়ে গেল নিচে।

'ওই ব্যাটা আমার!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, রাইফেল তুলে ধরল।

ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে মাটি স্পর্শ করল লোকটা, পটাপট কয়েকটা গড়ান খেয়ে উঠে দাঁড়াল চট করে; পাঁই করে ঘুরে রসারের উদ্দেশে গুলি চালাল সে, তারপরই উল্টো ঘুরে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। এমনি সময়ে প্রতিবাদের সুরে গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চারের রাইফেল। হোঁচট খেলো লোকটা, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিল, দৌড় থামাল না। খিস্তি করতে করতে ফের গুলি চালাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। এবার একটা ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়াল লোকটা, এপাশ ওপাশ দুলল এক মুহূর্ত, তারপর বসে পড়ল ঘাসের ওপর, আস্তে আস্তে হেলে পড়ল একপাশে, ওই ভঙ্গিতেই মাটি স্পর্শ করল।

'হারামজাদা আর কোনদিন অন্যের জিনিস চুরি করার সুযোগ পাবে না,' বিজয়ীর সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওর ব্যাপারে অন্তত চিন্তা করতে হবে না কাউকে!'

'ব্যাটাদের কায়দামত পেয়েছি আমরা,' সঙ্গীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল এক পাঞ্চার। 'সব কটাকে কতল করব আজ! আমাদের কাছে রয়েছে রাইফেল, ওদের কাছে তা নেই!'

'চলো!' বলল আরেকজন, 'নিকেশ করে ফেলি!'

হানাদারদের মূল দলটা এবার সামনে বাড়ল। একটানা গুলি বর্ষণ করছে তারা। বার-এম রাইফেলগুলো বজ্রের গর্জনে পাল্টা জবাব পাঠাল। মানুষের আর্তচীৎকার শোনা গেল, গুলির আঘাতে আর্তনাদ ছাড়ল ঘোড়াগুলো। আহত ঘোড়াগুলো দুমাদুম আছড়ে পড়তে লাগল মাটিতে, ছিটকে পড়ে যাচ্ছে তাদের সওয়ারীরাও, অন্য ঘোড়ার খুরের তলায় চাপা পড়ছে; দু-একজন গড়িয়ে সরে যাবার সুযোগ কাজে লাগাতে পারল, সোজা হয়ে দাঁড়াল তারা আবার এবং সরাসরি বার-এম পাঞ্চারদের গুলি হজম করল। রেইডারদের অস্ত্রবল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের

তুলনায় দুর্বল প্রমাণিত হলো। বার-এম পাঞ্চাররা চোট পেয়েছে, গুলি খেয়েছে ওদের ঘোড়াও; দুপক্ষেই এখন দ্বিধার অবকাশ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু রেইডাররাই আগে রণে ভঙ্গ দিল। পাঞ্চারদের প্রবল গুলি বর্ষণে পাতলা হয়ে আসা দলটা আর টিকে থাকার সাহস করল না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে শুরু করল তারা।

এদিকে উত্তেজিত উদ্দীপ্ত পাঞ্চাররা, কয়েকজন আহতও রয়েছে, পিছু ধাওয়া করল তাদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওদের নাগালের বাইরে চলে গেল রেইডাররা।

শ্রান্ত ঘোড়া থামাল এবার পাঞ্চাররা, ফিরতি পথ ধরল আবার।

রেইডারদের ফেলে যাওয়া ঘোড়াগুলো ওদের দিকে এগিয়ে এল। বার-এম পাঞ্চাররা দ্রুত তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করল। সংক্ষিপ্ত লড়াইতে চারটা খুইয়েছে ওরা, এগুলো ওদের প্রয়োজন মেটাল।

চারজন পাঞ্চার আহত হয়েছে, ওদের মধ্যে একজন অবশ্য আগেই একবার পায়ে গুলি খেয়েছিল, মাটিতে পড়ে আছে এখন সে, কাঁধের একটা ক্ষত থেকে দরদর রক্ত ঝরছে, ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে তার পিঠের নিচের ঘাস।

এ ধরনের ক্ষতের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় জানে রুসার আর ম্যাকডোনাল্ড। আহত পাঞ্চারের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা। একটানে তার গায়ের শার্টটা ছিঁড়ে নামিয়ে আনল, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। লোকটার ক্ষতের পরিচর্যা শেষে তাকে আহত অন্য পাঞ্চারদের কাছে নিয়ে আসা হলো।

এবার বার-এম স্যাডল খুলে রেইডারদের পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে চাপানোর কাজ শেষ করল পাঞ্চাররা, আহতদের স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল তারা। আবার পথে নামল ঘোড়সওয়ারের দলটা। আস্তে

আস্তে অবশিষ্ট পথ পেরিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে এল ওরা। সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করল এবার, যাতে আহত পাঞ্চাররা, এতক্ষণ ঝাঁকুনির প্রচণ্ড ধকল ঠোঁট চেপে সহ্য করেছে, খানিকটা দম ফেলার ফুরসত পায়। যার যার স্যাডলে সহজ হয়ে বসল রসার আর ম্যাকডোনাল্ড।

'বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল সকালটা,' আস্তে করে বলল রসার, র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল, 'প্রচুর উত্তেজনার খোরাকও মিলল।'

'হুম,' কর্কশ স্বরে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'ওই পর্যন্তই, আমার গরুর কোন খোঁজ মেলেনি!'

নীরব থাকল রসার। ওকে একনজর জরিপ করল র‍্যাঞ্চার।

'জন,' চট করে বলল সে, 'আর কেউ জানবে না, একটু বলো তো আমার চার-চারশো গরু কোথায় গায়েব হলো? ওই গ্রামটার কাছেপিঠে তো কোন চিহ্ন দেখলাম না, তার মানে হতচ্ছাড়া গরুগুলো ওদিকে নেয়া হয়নি, কিন্তু কোন এক জায়গায় তো নিয়েছে! হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি নিশ্চয়ই?'

'ঠিক,' বলল রসার।

'তাহলে?'

'এখনও বলতে পারছি না, বিল। আমার মাথায় একটা ধারণা এসেছে অবশ্য, সন্দেহ বলতে পারো, সেই মোতাবেক কাজ করব আমি, দেখি কোন ফায়দা হয় কিনা।'

'আমাকে বলা যায় না?'

'এখন না। আগে পরখ করে দেখি।'

'বেশ। আমি অপেক্ষা করব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'আর বোধ হয় কিছু করারও নেই এছাড়া,' বলল ও। 'আজ রাতে

কি ব্যবস্থা নিচ্ছ?'

'মানে?'

'আমার বিশ্বাস আবার আসবে রেইডাররা।'

'বদলা নিতে?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভাবল ম্যাকডোনাল্ড।

'ওদের জন্যে তৈরি হয়ে থাকলেই মনে হয় কাজের কাজ হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল। 'যদি সত্যিই আসে একেবারে নিকেশ করে দেয়া যাবে!'

'ঠিক বলেছ।'

'ফ্র্যাংক কনেলের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'ওর কয়েকজন লোকের দরকার হবে আমার সাহায্যের জন্যে।'

'কোথায় তোমার দেখা পাওয়া যাবে তাহলে?'

'ইচ্ছা করলে আজ আমাদের সঙ্গে সাপার সারতে পারো,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তারপর না হয় একসঙ্গেই বের হওয়া যাবে!'

'ছটার দিকে আসি?'

'সাড়ে পাঁচটায় হলে ভাল হয়।'

'ধন্যবাদ। চলে আসব আমি,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল রসার।

'এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'ও-ডট-এ। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

চলে গেল রসার।

পাঞ্চারদের একজন ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চারের পাশে চলে এল।

'রসার লোকটা অসাধারণ,' বলল সে।

গমগম করে উঠল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠস্বর।

'সত্যিকার পুরুষ মানুষ,' ভারি শোনাল তার গলা, 'ওর সম্পর্কে কখনও কাউকে কোন বাজে কথা বলার সুযোগ দেবে না, বুঝেছ? চলো, আবার এগোই আমরা!'

বার-এম-এর উদ্দেশে আবার এগোতে শুরু করল দলটা।

তিন

পরদিন সকালে দারুণ সন্তুষ্ট মন নিয়ে নাশতার টেবিলে হাজির হলো পিট লুকাস। ঠিক যেভাবেই পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল সেভাবেই ঘটেছে সবগুলো ঘটনা, কোন ঝামেলা হয়নি; এবং এখন মনে উদ্বেগের কোন কারণ না থাকায় সত্যিকার খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ওর পেটে।

'মর্নিং, রোজ,' টেবিলে বসতে বসতে আমোদিত কণ্ঠে বোনকে শুভেচ্ছা জানাল লুকাস। 'কি বলব, এমন খিদে পেয়েছে না, মনে হচ্ছে বাংকহাউসের একপাশের পুরো দেয়াল অনায়াসে গিলে ফেলতে পারব আজ! সারাটা দিন ভালই কাটবে মনে হচ্ছে। তুমিও ইচ্ছা করলে একটু হাওয়া খেয়ে আসতে পারো বাইরে থেকে, কি বলো?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। চেয়ারে ঘুরে বসে রোজের দিকে তাকাল লুকাস।

'কি ব্যাপার, অ্যাঁ?' জানতে চাইল সে। 'খেপে আছ মনে হচ্ছে, কেন?'

'কই, না!' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল রোজ।

'কোন কারণে চিন্তিত?'

'না-আ,' আবার বলল মেয়েটা, তবে এবার ওর গলায় আগের মত জোর পাওয়া গেল না। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখোমুখি হলো পিট লুকাসের। 'হ্যাংকের মেয়েটা—কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না তার কথাগুলো। এখন খারাপ লাগছে কেন মেয়েটার কাছে তার মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে চাপ দিলাম না ভেবে!'

'ওহ্-হো, দোহাই খোদার, রোজ!' বলে উঠল লুকাস, 'বেহুদা তিলকে তাল বানাচ্ছ! আমাদের কাছে হ্যাংকদের কানাকড়িও মূল্য নেই, ওরা আমাদের পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়। পাত্তা না দিলেই তো চুকে যায় ঝামেলা। যাকগে, এবার বলো কি খাওয়া যায়?'

ওকে নাশতা এগিয়ে দিল রোজ। টেবিলের ওপর নাশতা সাজিয়ে রাখতেই চক-চক করে উঠল লুকাসের চোখজোড়া, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হাসল রোজ, যদিও হাসার মত মানসিক অবস্থায় মোটেই নেই সে। হঠাৎ খাওয়া বাদ রেখে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল লুকাস।

'তুমি খাবে না?' জানতে চাইল সে।

'আমার এখন খেতে ইচ্ছা করছে না,' জবাব দিল রোজ, 'পরে যখন ভাল লাগবে তখন খেয়ে নেব। তোমার খাওয়া তুমি চালিয়ে যাও, পিট, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

এরপর আর তর্ক করার ঝামেলায় গেল না লুকাস, নতুন উদ্যমে খাওয়ায় মন দিল আবার।

নাশতা সেরে বেরিয়ে গেল লুকাস। টেবিল থেকে এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিল রোজ, ওগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখল যথাস্থানে। তারপর দোতলায় নিজের কামরায় এসে গায়ে একটা কোট চাপাল, নিচে নামল আবার। বার্নে ঢুকে পিট লুকাসের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না ও। পাঞ্চারদের সঙ্গে গেছে বোধ হয়—ভাবল আপনমনে; লুকাস আবার কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব সারে না। বাকবোর্ডের সঙ্গে ঘোড়া জোড়ার কাজ শুরু করল রোজ। কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে লুকাস, কাজে গতি সঞ্চার করে এভাবে এবং কোন কাজ শেষ না হলে বা সে যদি ক্লান্ত না হয় তবে বিরতি দেয় না কখনও। বার্নে অনেক ঘোড়া নজরে পড়ল রোজের, ব্যাপারটা ওকে বিস্মিত করল যেন। ওদের এতগুলো ঘোড়া আছে জানা ছিল না এতদিন।

খানিক পরেই বাকবোর্ড নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল রোজ। কোরালের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ হোঁচট খেলো একটা ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে বাকবোর্ড থামিয়ে ফেলল রোজ। চালকের আসন থেকে নামল জলদি করে, পা বাড়াল সামনে, মৃদু স্বরে হোঁচট খাওয়া জানোয়ারটার সঙ্গে কথা বলছে। সহসা একটা দরজা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ এল কানে, কাছাকাছি কোথাও, ভাবল রোজ। মুখ তুলে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল মেয়েটা। দীর্ঘদেহী বিশাল এক লোক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কাছে আসার পর সম্মান দেখানোর জন্যে আঙুল দিয়ে মাথার টুপিটা আলতো করে স্পর্শ করল সে।

'ওই সোরেলটা,' হোঁচট-খাওয়া ঘোড়াটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল নবাগত, 'মনে হচ্ছে নালের সমস্যায় ভুগছে ওটা।'

'অ,' বলল রোজ।

ওকে অতিক্রম করে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা, হাঁটু

গেড়ে বসে একটা পা হাত দিয়ে ধরে উঁচু করল সে। ব্যস্ত থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। ঘুরে রোজের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল।

'আর কোন অসুবিধা নেই,' বলল সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' জবাব দিল রোজ। আবার চালকের আসনে উঠে বসল ও, হাতে লাগাম তুলে দিল অচেনা সাহায্যকারী। 'কিন্তু তোমাকে মনে হয় এর আগে এখানে কখনও দেখিনি। নতুন কাজে লেগেছ নাকি?'

'ঠিক ধরেছ, স্যাম?' গম্ভীর কণ্ঠে জানাল লোকটা।

'তোমার নাম?'

'অস্টিন। তবে সাধারণত আমাকে সবাই টেক্স বলে ডাকে।'

মৃদু হাসল রোজ, সরে এল বাকবোর্ড নিয়ে। মনে মনে অস্টিনকে কবে চাকরিতে নেয়া হয়েছে অনুমান করার চেষ্টা করছে, পিট লোকটাকে চাকরি দেয়ার কথা কিছুই জানায়নি, ভাবল রোজ; তাছাড়া, র‍্যাঞ্চের হিসাবের খাতাপত্র নিজেই দেখাশোনা করে সে, লোকটার নাম পে-রোলে থাকার কথা, কিন্তু এমন কোন নাম ওর চোখে পড়েনি। মনের মধ্যে প্রসঙ্গটা গেঁথে নিল রোজ, পিটের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। অস্টিনের কথা এরপর ভুলে গেল রোজ।

এদিকে ও-ডট আউটফিটের পরিস্থিতি কিন্তু এরকম সহজ স্বাভাবিক নয়।

বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল এড লাউরি আর জো ব্লিস, দুজনের চেহারাই ভার হয়ে আছে।

'আরও লোক দরকার আমাদের,' বলল লাউরি।

'যাচ্ছ কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ব্লিস। 'হতচ্ছাড়া রেইডারের দল

এমন বেহাল করেছে আমাদের, এখন মাত্র কয়েকজন লোক অবশিষ্ট আছে এখানে। ওফ্, যা অবস্থা এখন আমাদের, আজ রাতে গরু পাহারা দেয়ার জন্যে বোধ হয় মেয়েদের সাহায্য চাইতে হবে তোমাকে, এছাড়া আর কোন রাস্তা দেখছি না আমি!'

'জানি,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ফোরম্যান। 'আচ্ছা, হিগের আবার কি হলো? কমপক্ষে একঘণ্টা আগে শহর থেকে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর। এতক্ষণ করছেটা কি?'

'রসারকে বোধ হয় পায়নি,' বলল জো ব্লিস, 'খোঁজ-খবর নিচ্ছে হয়তো, ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে সেজন্যেই। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাউকে বোলো না যেন, বলতে পারো রসারের কাছে কি আশা করছে মলি?'

'আমি কি করে জানব!' জবাব দিল লাউরি। 'আমাকে সে বলেছে রসারকে জলদি করে খবর পাঠানোর জন্যে, তাই পাঠিয়েছি, ব্যস!'

'রসারও তো একটা মানুষই, নাকি? তোমার আমার মতই রক্তমাংসের মানুষ, তাই না? তাহলে একদল খুনে রেইডারের বিরুদ্ধে একা কি এমন রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে সে শুনি?'

বিরক্ত মনে হলো লাউরিকে।

'দেখো,' ধমকের সুরে ব্লিসকে বলল সে, 'এমন সব কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি যার জবাব আমার জানা নেই! এতই যখন বোঝো, এক কাজ করো না, সোজা র‍্যাঞ্চহাউসে চলে যাও, ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো রসারকে কি কারণে ডাকছে। ওরা হয়তো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে তোমাকে। আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি ওরা!'

হঠাৎ এসময় এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। কথা থামিয়ে সেদিকে তাকাল দুজন। দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো একজন

ঘোড়সওয়ার।

'হিগ ফিরে এল বোধ হয়,' বলল ব্লিস।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওর সঙ্গে রসারকে তো দেখা যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল লাউরি।

'একটু আগেই আমি বলছিলাম না, এখন হয়তো শহরের ধারেকাছেই নেই সে। মলির ডাকে দৌড়ে চলে আসার চেয়ে আরও অনেক জরুরী কাজ থাকতে পারে তার, বুঝতেই পারছ।'

ওদের শনাক্ত করতে পারল হিগ। ঘোড়া নিয়ে সোজা লাউরিদের কাছে চলে এল, রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল সে, তারপর আরাম করে বসল স্যাডলে।

'তারপর?' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই জানতে চাইল লাউরি।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল পাঞ্চার।

'শহরে গিয়ে রসারকে পাইনি আমি,' জানাল হিগ, 'বার-এম আউটফিটে নাকি গেছে সে। আমি ওর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আমি থাকতে থাকতে রসার ফেরেনি। বার-এম থেকে ফেরা মাত্রই যেন আমাদের এখানে চলে আসে ও, সে ব্যবস্থা করে এসেছি আমি। খবর পেয়ে যাবে রসার।'

গজগজ করল এড লাউরি।

'তুমিই গিয়ে কথাটা জানিয়ে এসো মলিকে,' হিগকে নির্দেশ দিল সে।

'ঠিক আছে,' বলল হিগ, ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল চট করে, স্যাডলের ওপর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আবার। 'আরে, আসল কথা বলতেই তো ভুলে গেছি! কাল রাতেও আবার শহরে হাজির হয়েছিল রেইডাররা। কি বলব, ব্র্যাডলিকে একেবারে জন্মের শিক্ষা দিয়ে গেছে

ব্যাটারা, এখন পথে বসার অবস্থা তার, পুরো তিরিশ হাজার ডলার গায়েব করে দিয়েছে ব্যাংক থেকে!'

'হায় খোদা!' বলে উঠল ব্লিস।

'এ-ই সব নয়,' আবার বলল হিগ, 'মানে ব্যাংক ডাকাতি, আমাদের গরু ছিনতাই এসব ছাড়াও আরেকটা কাণ্ড করেছে রেইডাররা—দুর্দান্ত একটা হামলা চালিয়েছে বার-এম আউটফিটে। বুড়ো বিল ম্যাকডোনাল্ডের চারশোর মত গরু নিয়ে সটকে পড়েছে ওরা। ড্যানি ওয়েবের কাছে খবরটা শুনেছি আমি। হামলার সংবাদ নিয়ে শহরে এসেছিল সে। হামলার পর রাগে বুড়ো নাকি একেবারে বোম হয়ে গেছে।'

'উফ্, পাগল হয়ে যাব!' বিড়বিড় করে বলল জো ব্লিস, 'শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে ব্যাপারটা? শেষ হবে কবে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলে—' বলতে গেল হিগ।

'তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে না!' ধমকের সুরে বলল লাউরি, 'তুমি এবার যাও। সোজা র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে মলিকে সব কিছু খুলে বলো। মেয়েটা তাহলে বুঝতে পারবে এখানে কেবল আমরাই আক্রান্ত হচ্ছি না!'

কিচেনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল হিগ।

দরজা খুলল মেরি হ্যাংক।

'কি ব্যাপার, হিগ?' পাঞ্চারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানতে চাইল সে।

মাথা থেকে টুপি নামাল হিগ।

'মিস মলিকে বলতে এসেছিলাম যে শহর থেকে ফিরে এসেছি আমি,' জবাব দিল সে। 'রসারকে পাইনি ওখানে। বার-এম আউটফিটে

হামলা হয়েছে নাকি, ওখানেই গেছে সে কোন সাহায্যে লাগতে পারে কিনা দেখতে।'

'ধন্যবাদ,' বলল মেরি, 'আমি বলব ওকে।'

ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল মেরির পেছনে, মলিকে দেখা গেল এবার।

'এক মিনিট, হিগ,' বলে উঠল মেয়েটা, 'রসার কোথায় আছে জানার পর ওখানে যাওনি কেন?'

একটু বিস্মিত দেখাল পাঞ্চারকে।

'মানে এতখানি পথ ভেঙে বার-এম আউটফিটে যাবার কথা বলছ তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'শহর থেকে বিশ মাইলেরও বেশি দূরে র‍্যাঞ্চটা। যাবার প্রয়োজন মনে করিনি আমি। তা ছাড়া এড লাউরি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে বলে দিয়েছিল।'

'এড লাউরি!' বিরক্তির সুরে পুনরাবৃত্তি করল মলি।

'শহরে খবর দিয়ে এসেছি আমি,' জানাল হিগ, 'রসার বার-এম থেকে ফিরলেই আমাদের র‍্যাঞ্চের পথ ধরবে আবার।'

হাসল মেরি।

'ধন্যবাদ, হিগ,' বলল সে, 'এবার যেতে পারো তুমি।'

'ইয়েস, ম্যাম,' বলল পাঞ্চার।

দরজা থেকে যেন পালিয়ে এল সে, ঘুরল ঝট করে, তারপর এক লাফে উঠে বসল স্যাডলে, তাগাদা দিল ঘোড়াটাকে। র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিল মেরি, তারপর কবাটের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল মলির দিকে।

'তোমার কি কখনও এমন মনে হয়নি, মলি,' শান্ত কণ্ঠে বলল

মহিলা, 'যে কাউকে দূরে ঠেলে দেয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো এমন একটা ভাব করা যেন তার ওপর তোমার মালিকানা আছে? কুকুর বা গরু যেভাবে পোষ মানানো হয় সেভাবে রসারকে কোনদিনই বশ করতে পারবে না তুমি। তেমন ধাতুতে গড়া নয় সে। কথাটা মনে রেখো, নইলে দেখবে রসার আবার—'

'ওহ্, মা, প্লীজ—'

কাঁধ ঝাকাল মেরি হ্যাংক।

'তোমার চাইতে অনেক ভাল করে চিনি আমি জন রসারকে,' আবার বলল মলি। 'সত্যি বলতে কি অন্য যে কারও চাইতে সম্ভবত আমিই বেশি বুঝি ওকে। ওর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও না কেন? ওকে কিভাবে সামলাতে হবে জানা আছে আমার!'

'তোমার যা মর্জি, মাই ডিয়ার!'

দরজা ছেড়ে সরে এল মেরি হ্যাংক। আস্তে করে ঘুরে দাড়াল মলি, মাকে অনুসরণ করল তার দৃষ্টি।

'বাবার সঙ্গে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছ তুমি,' বলল মলি। থমকে দাঁড়াল মেরি, কাঁধের ওপর দিয়ে আবার তাকাল মেয়ের দিকে। 'অথচ বাবাকে কোনদিন সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারোনি তুমি, চিনতে তো পারোইনি!'

'আচ্ছা!' শান্ত কণ্ঠে বলল মেরি, 'বেশ মজার ব্যাপার তো। তোমার কাছ থেকে শুনতে হচ্ছে আমাকে একথা!'

'মানে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল মলি।

'মানে অতি সহজ, মলি,' আবার বলল মেরি, 'তুমি এড ক্র্যান্ডলকে এমন চেনাই চিনেছিলে যে বেচারা মারা যাবার একটা উসিলা হাতের কাছে পাওয়ামাত্র আর দেরি করেনি, খুবই খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছে সে

সুযোগটা। ঘটনাটার কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?'

মলি জবাব দেয়ার আগেই আবার টোকা পড়ল দরজায়। আস্তে করে ঘুরল সে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে, কবাট খুলল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রোজ শেরম্যানকে।

'আরে,' বলল মলি, 'ব্যাপার কি?'

'ভেতরে আসব?'

'তোমার ইচ্ছা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজ। ঘরের ভেতরে পা রাখল সে, কবাট আটকে দিল পেছনে। মুহূর্তের জন্যে মলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। মলির চোখে ঠাণ্ডা শীতল দৃষ্টি দেখতে পেল; রাগ প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে। মলির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল রোজ, মেরির ওপর স্থির হলো। 'গুড মর্নিং। তুমি মিসেস হ্যাংক?'

'হ্যাঁ,' একটু সামনে এসে জবাব দিল মেরি।

'আমি রোজ শেরম্যান,' বলল রোজ, 'তবে আমার বিয়ের আগের নাম রোজ লুকাস বললেই বোধ হয় আমাকে চিনতে সুবিধে হবে তোমার।'

'এখানে কেন এসেছ জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মলি।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রোজ, আবার তাকাল মলির দিকে। তারপর মেরির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'আমার নাম লুকাস ছিল শোনামাত্র আতঙ্কিত কণ্ঠে *ওহ্!* বলে চেঁচিয়ে উঠলে না যে তুমি?'

হাসল মেরি।

'আতঙ্কিত হতে হবে জানতাম না আমি,' বলল সে। 'প্লীজ, বসো, মিসেস শেরম্যান!'

'ধন্যবাদ, বসব না আমি।'

'তুমি আর তোমার স্বামী আমাদের পাশের র‍্যাঞ্চটার মালিক, নাকি?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'উঁহুঁ, আমি আর আমার ভাই,' সহজ কণ্ঠে শুধরে দিল রোজ। 'আমার স্বামী নেই, বেশ কয়েক বছর আগেই ও মারা গেছে!'

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' চট করে বলল মেরি।

মলির দিকে ফিরল আবার রোজ।

'দয়া করে একটু বলবে তোমার বাবা আমাদের ঠিক কোন কারণে অপছন্দ করত?' জানতে চাইল সে।

পুরোপুরি বিভ্রান্ত দেখাল মেরিকে।

'এমন অদ্ভুত একটা ধারণা কার কাছে পেলে তুমি?' জানতে চাইল সে।

'তোমার মেয়ের কাছে,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল রোজ। 'গতকাল শহরে আমাদের পরিচয় হবার সময়।'

আবার বিস্মিত দেখাল মেরি হ্যাংককে।

'কই, আমি জানি না তো ব্যাপারটা!' বলল সে।

'দোহাই লাগে, মা,' বলল মলি, কণ্ঠে পরিষ্কার বিরক্তির সুর ফুটে উঠল। 'এতে অবাক হবার কিছু নেই। ওর সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা এমন আহামরি কিছু নয় যে ঘটা করে তোমাকে জানাতে হবে। তাছাড়া, কথাটা আমার মনেও ছিল না!'

'মলি!' ধমকের সুরে বলল মেরি।

'কথা বলার চমৎকার কায়দা জানো তুমি, নাকি?' ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল রোজের কণ্ঠে।

লাল হয়ে গেল মলির চেহারা।

'তুমি এবার বিদায় হলেই খুশি হব আমরা!' রাগত স্বরে রোজকে বলল সে।

'তোমার বাবা আসলে আমাদের সম্পর্কে কোনদিনই কিছু বলেনি তোমাকে, তাই না?' ওকে খোঁচা দিল রোজ, 'আমার বিশ্বাস হয় না। আমার ধারণা বানোয়াট কথা বলেছ তুমি। সম্ভবত আমাকে মিস্টার রসারের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় দেখে হিংসা জেগেছিল তোমার মনে। ঈর্ষায় কাতর হয়ে আচমকা বানিয়ে কথাটা বলে বসেছ তুমি, ঠিক বলছি না?'

'ঈর্ষা? তোমাকে ঈর্ষা হবে আমার, হাহ্!' পুনরাবৃত্তি করল মলি, শব্দ করে হেসে উঠল। 'নিজেকে দারুণ সুন্দরী মনে হয় তোমার, অ্যাঁ? আমার বাবা তোমাদের সম্পর্কে কি বলেছিল জানার এতই যখন কৌতূহল, এত জোর করছ যখন, তাহলে বলছি শোনো—বাবা আগাগোড়া সন্দেহ করে এসেছে তোমরা দুভাই বোন আসলে ছিঁচকে গরু চোর। কারণ সবার মত বাবারও অজানা ছিল না তোমরা যে জায়গায় থাকছ সেখানে একটা পাখির পক্ষেও টিকে থাকা কঠিন। পুরো জায়গাটা বলতে গেলে বিরান, পানির কোন অস্তিত্বই নেই—তোমরা ওখানে থাকার অনুমতি পেয়েছ তার কারণ আর কিছু না ওখানে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চায় না আর কেউ। এবার সন্তুষ্ট, মিসেস শেরম্যান? তুমি জানতে চাইছিলে জানিয়ে দিলাম, ব্যস! এবার দয়া করে বিদেয় হও!'

পলকে এগিয়ে এল রোজের হাত, মলির গালে লাগল সজোরে। হতবাক হয়ে গেল মলি। ছুটে ওদের মাঝখানে চলে এল মেরি হ্যাংক, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল মলিকে।

'তোমাকে বিদায় নিতে বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না আমি,' রোজকে বলল মেরি, 'আমি খুবই দুঃখিত। দয়া করে এবার যাও

তুমি, মিসেস শেরম্যান!'

জুতোর গোড়ালির ওপর পাক খেয়ে ঘুরল রোজ, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, দড়াম করে আটকে দিল দরজাটা।

বাকবোর্ড ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠছে রোজ, এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেল, ঘোড়া নিয়ে ওর কাছে চলে এল জন রসার। মৃদু হেসে টুপির কিনারা স্পর্শ করল।

'মর্নিং,' বলল সে। বাকবোর্ডের পাশে নিয়ে এল নিজের ঘোড়া। রোজের দিকে তাকাল। 'আরে, কি ব্যাপার, চোখে পানি কেন? হয়েছে কি?'

'প্লীজ!' আবেদনের সুর ঝরে পড়ল রোজের কণ্ঠে। 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছ তুমি!'

কিছুই বুঝতে পারল না রসার, তার নিজের ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে এল। গড়িয়ে গড়িয়ে সামনের দিকে চলে গেল বাকবোর্ড। খানিকক্ষণ ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার। অবশেষে রাস্তার একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এবার ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল রসার, ও-ডট-এর কোরালের দিকে এগোতে শুরু করল অ্যাগি।

বাংকহাউস আর কোরালের পাশ দিয়ে যাবার সময় এড লাউরি আর জো ব্লিসের উদ্দেশে হাত নাড়ল রসার। বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছিল হিগ, তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল একবার। র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এসে স্যাডল থেকে নামল রসার। দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলল মেরি।

'মর্নিং,' বলল রসার।

'ভেতরে এসো, জন,' বলল মেরি।

মাথার টুপি খুলে ভেতরে ঢুকল রসার। ঘুরে দাঁড়াল, মেরি দরজা

আটকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মহিলার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে অপ্রীতিকর একটা কিছু ঘটে গেছে এ বাড়িতে এবং এখানে রোজের আগমনের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক না থেকে পারে না। সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

'শুনলাম কাল রাতেও নাকি তোমাদের আরও কিছু গরু খোয়া গেছে,' শুরু করল রসার, 'এছাড়া আর কি ঘটেছে এখানে? মানে একটু আগের কথা বলছি। তোমার চেহারা আর এখানে আসার পথে রোজ শেরম্যানের চোখে পানি দেখার পর আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন—'

'মলির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে মহিলার,' ব্যাখ্যা করল মেরি।

বিস্ময়ে কুঞ্চিত হলো রসারের ভুরু জোড়া।

'কেন?' জানতে চাইল ও, 'মাত্র গতকালই ওদের পরিচয় হয়েছে, তাছাড়া খুব বেশি সময় একসঙ্গে ছিলও না ওরা, কয়েক মিনিট হবে বড়-জোর। তারপর দ্বিতীয় সাক্ষাতেই ঝগড়া বেধে গেল? একে তো মারাত্মক ব্যাপার বলতে হয়! একটু খুলে বলবে আমাকে?'

'জানি,' একটু যেন ক্লান্তির সুর ফুটে উঠল মেরি হ্যাংকের কণ্ঠে, 'কথাটা বলতে খারাপ লাগছে আমার, তবু না বলে পারছি না, দোষটা আসলে পুরোপুরি মলির।'

'আরে দূর,' বলল রসার, 'মলিকে খুব ভাল করে চিনি আমি, ও এমন কিছু করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। গায়ে পড়ে ঝগড়া করা কি চুলোচুলি করার মেয়ে ও নয়। তবু পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো।'

'ঠিক আছে,' বলল মেরি হ্যাংক, 'স্টিভও পরোক্ষভাবে জড়িত ঘটনাটার সঙ্গে; জানি তোমাকে নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই কত ভাল মানুষ ছিল স্টিভ, সবাই জানে সেটা। তবে মাঝে মাঝে যখন ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত তাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলত ও তখন। মলিও

ওর বাবার এই খারাপ গুণটা পেয়েছে। মানে, মাঝে মাঝে সে-ও করে এমন। যাহোক, যখনই আমাদের কোন গরু খোয়া যেত স্টিভ সোজাসুজি ঘোষণা করে দিত লুকাসরাই দায়ী এজন্যে—আর কেউ না। এ ব্যাপারে ওকে কখনও দ্বিধা করতে দেখিনি আমি।'

'মানুষের মত গরুও অনেক সময় পালিয়ে যায়,' মন্তব্য করল রসার, 'সব ক্যাটলম্যানই জানে কথাটা।'

'স্টিভও জানত,' বলল মেরি, 'কিন্তু সব সময় স্বীকার করতে চাইত না। আমি আর মলি বহুবার ওর মুখে লুকাস আউটফিটের বদনাম শুনেছি, আমি ওর কথায় পাত্তা দিইনি কখনও। কিন্তু মলির মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আমার মনে হয় পরিচয়ের সময় শেরম্যান মহিলাকে হয়তো কোন কারণে ভাল লাগেনি মলির, তখন এমন কোন কথা বলে বসেছিল যেটা ভদ্রজনোচিত হয়নি; মিসেস শেরম্যান, মহিলাকে সুন্দরী আর সাহসী বলতে হবে, তাই ব্যাখ্যা জানার জন্যে হাজির হয়েছিল এখানে, সরাসরি মলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে। মলিও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি স্টিভ যা বলত সে কথাই বলে দিয়েছে ওর মুখের ওপর।'

'ও, আচ্ছা,' চিন্তিত স্বরে বলল রসার। 'শোনো, আমি লুকাসদের ওখানে যাচ্ছি এখন। মলিকে বোলো, শিগগিরই ফিরে আসব আবার।'

'অবশ্যই!'

দরজা পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করল মেরি, রসার বেরিয়ে গেলে কবাট আটকে দিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। মলির কামরার দরজা আটকানো। নক করল না মেরি, নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বিছানায় মলির পাশে গিয়ে বসল আস্তে করে।

'জন এসেছিল এইমাত্র,' মৃদু স্বরে বলল সে, 'এখন লুকাস

আউটফিটে গেছে ও, পরে আবার আসবে বলে গেছে আমাকে।'

'আমার জন্যে ওকে আর না এলেও চলবে!'

'তুমি ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছ, মলি,' বলল মেরি, 'এবং খুবই দৃষ্টি-কটু ভাবে তার প্রকাশ ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে রসার যদি ইতিমধ্যে শেরম্যান মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট নাও হয়ে থাকে অচিরেই ওর দিকে হেলে পড়বে সে এবং সেজন্যে তুমিই দায়ী থাকবে পুরোপুরি।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না!'

'ঠিক আছে,' বলল মেরি, উঠে দাঁড়াল। 'তবু আমার মনে হয় মুখ ধুয়ে মাথার চুল আঁচড়ে নেয়া উচিত তোমার যাতে খানিকটা হলেও সুস্থ দেখায় তোমাকে।'

জবাব দিল না মলি। এনিয়ে জোরাজুরি করতে গেল না মেরি। বেরিয়ে এল কামরা থেকে তবে সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামল না। মলির কামরার দরজার কী-হোল-এ কান পেতে শোনার প্রয়াস পেল। বিছানা নড়ে ওঠার শব্দ হলো, মলির পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল তারপর; মেরি বুঝতে পারল মেয়েটারও আসলে *'আসে যায়'* এবং নিজেকে *'সুস্থ'* দেখানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে এখন।

চকচকে কালো মাইক ওয়ারনার মই বেয়ে খড়ের গাদা থেকে নিচে নেমে এল, কেন বলতে পারবে না ভাল ঘুম হয়নি তার, ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময় খামোকা এপাশ ওপাশ করছিল এতক্ষণ, শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। পরে কোন এক সময় ঘুমের ঘাটতিটা পুষিয়ে নেয়া যাবে, ভাবল সে আপনমনে। খোলা দরজামুখে এসে দাঁড়াল ওয়ারনার, আড়মোড়া ভাঙল। ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল কাছে। তাকে জরিপ করল

ওয়ারনার, আরও কাছে আসার পর চিনতে পারল আগন্তুককে, ডানহাতটা পলকে এগিয়ে গেল পিস্তলের দিকে, বাঁট জাপ্টে ধরল। রসার বার্নের কাছে আসতেই ফাঁকায় বেরিয়ে এল মাইক ওয়ারনার।

'দাঁড়াও!' গলা চড়িয়ে বলল সে।

গতি কমাল রসার।

'এখানে কি কেউ দাওয়াত করে এনেছে তোমাকে, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল ওয়ারনার।

থামল রসার।

'কিসের দাওয়াত?' জানতে চাইল।

'যেখানে কোন প্রয়োজন নেই সেখানে এসে বেহুদা নোংরা নাক গলানোর!' বলল মাইক ওয়ারনার। 'যাও, এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তা মাপো, পার্টনার!'

পাক খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রসার।

'মিসেস শেরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি,' বলল ও, 'ওকে একটু ডাকো।'

'না,' বলল ওয়ারনার, 'আমাকে ও বলে দিয়েছে আগামী একমাস কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।'

আগেই র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে হাঁটা শুরু করেছে রসার। ওর দিকে তেড়ে এল ওয়ারনার। বাহু জাপ্টে ধরল, ঝাঁকি মেরে থামাল ওকে। তার পিস্তলের মায্‌ল চেপে বসল রসারের পেটের ওপর।

'তুমি মনে হচ্ছে আমার মুখের কথা বুঝতে পারছ না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ওয়ারনার, পিস্তলের গুঁতো দিল সে রসারকে। 'তোমার ওপর মেরামতি কাজ শুরু করার আগেই রাস্তা মাপতে শুরু করে দাও, চাঁদ!'

'বেশ,' শান্ত কণ্ঠে বলল রসার, পরক্ষণে কাঁধের ওপর থেকে ঝাঁকি

মেরে সরিয়ে দিল ওয়ারনারের হাতটা। পাঁই করে ঘুরল ও সঙ্গে সঙ্গে, হিংস্র ভঙ্গিতে একটা ঘুসি চালাল। মাইকের অরক্ষিত চোয়ালের সঙ্গে ওর হাতের সংঘর্ষের বিশ্রী একটা শব্দ হলো। অস্ত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল মাইক ওয়ারনারের। প্রায় একই সময়ে মাটি স্পর্শ করল তারা। ঘুরে আবার হাঁটা দিল রসার। একটা দরজা খোলার আওয়াজ এল ওর কানে, চোখ তুলে তাকাল ও: রাস্তার ওমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে রোজ শেরম্যান। রসারের দিকে তাকাল মেয়েটা, লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা, আচমকা থমকে দাঁড়াল সে।

'জানি না আমার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছা আদৌ আছে কিনা তোমার,' ওকে বলল রসার, 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী ছিল আমার জন্যে!'

রসারের পেছনে ছুটন্ত বুটের আওয়াজ শোনা গেল, দৌড়ে আসছে কেউ। ওর পেছনে চলে গেল রোজের আতঙ্কিত দৃষ্টি।

পলকে ঘুরে দাঁড়াল রসার। মাইকের তুলে ধরা হাতে একটা ধারাল ছুরি ঝিলিক মারছে। রসারের ওপর হামলে পড়ল সে। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো ও। একসঙ্গে মাটিতে আছাড় খেল দুজন। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল নিমেষে। মাইকের হাত থেকে ছুরি পড়ে গেছে। অন্ধের মত দুপক্ষই হাত পা চালাচ্ছে। বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কে দিশাহারা রোজ চেঁচিয়ে উঠল, পিছিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। ধাক্কা দিয়ে গায়ের ওপর থেকে মাইককে সরিয়ে দিল জন রসার। তারপরই, একই সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওরা, দাঁড়ানোর সময় চট করে আবার ছুরিটা তুলে নিয়েছে ওয়ারনার। রসারের দিকে আবার তেড়ে এল সে ছুরি বাগিয়ে। তৈরি ছিল ও, ইস্পাত কঠিন হাতে ওয়ারনারের ছুরি-ধরা-হাতটা চট করে ধরে ফেলল, অন্যহাতে পটাপট

কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার মুখের ওপর। একেবারে থেঁতলে গেল তার চেহারা। আচমকা শরীরটা ঘোরাল রসার। শূন্যে উঠে গেল মাইকের দেহ, পরক্ষণে রসারের কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রায় দশ-বার ফুট দূরে দড়াম করে পড়ল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল মাইক ওয়ারনার, চোখের পলকে তার কাছে চলে এল রসার। আক্রমণ শানাল আবার। এবং ফের মাটি স্পর্শ করল লোকটা। একটা গড়ান দিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে আবার, প্রাণপণ চেষ্টায়। কাঁপছে তার পাজোড়া, তবু দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে স্থির রাখল নিজেকে। রসারের দিকে তাকাল এক নজর, তারপর কাছেই পড়ে থাকা ছুরিটার দিকে নজর দিল। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে লোকটার চেহারা, দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে দুঠোঁট। টলমল পা ফেলে আবার সামনে এগিয়ে এল সে। তার মোকাবিলা করল রসার, দুহাতের আঘাতে ভর্তা করে দিল ওয়ারনারের চেহারা, শরীরের ওপরও গোটা কতক প্রচণ্ড আঘাত হানল। মাইক ওয়ারনারের মারপিটের উৎসাহে ভাটা পড়ছে; তাকে দুহাতে ধরল রসার, সোজা করে দাঁড় করাল, তারপর চারপাশে চরকির মত একপাক ঘুরিয়ে ঠেলে দিল একপাশে। সোজা গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল ওয়ারনার। আবার তার ওপর চড়াও হলো রসার। আরও অন্তত গোটা ছয়েক ঘুসি চালাল। মাইক ওয়ারনার টলছে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওয়ারনার, মুখ থুবড়ে পড়ল, আর নড়ল না। জ্ঞান হারিয়েছে।

রোজের দিকে তাকাল রসার। ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, আবার ওর দিকে ফিরল; রসার লক্ষ্য করল মড়ার মত শাদা হয়ে গেছে তার চেহারা। ওর দিকে হাত বাড়াল রসার, কিন্তু ওকে পেছনে ফেলে

সামনে এগিয়ে গেল মেয়েটা। দেয়াল ঘেঁষে তাকে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে যেতে দেখল রসার। টেনে প্যান্টটা ওপরে তুলল ও, দ্রুত ফিরে এল অ্যাগির কাছে, স্যাডলে উঠে ঘুরিয়ে নিল ওকে, ফিরতি পথ ধরল এবার। বাংকহাউসের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে যাবার সময় অনেকগুলো মানুষের দৃষ্টি লেপ্টে রইল ওর ওপর, কিন্তু খেয়ালই করল না রসার। রাস্তায় উঠে আসার আগে আর কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর, তারপর পিট লুকাস ওর সামনে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকাল তার দিকে। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হলেও কোন কথা হলো না। ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে গেল লুকাস, রসারের পথ ছেড়ে দিল; রসার দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল সে ওর গমনপথের দিকে।

চার

রাতের কালো অন্ধকারের মতই গাঢ় দুসারি ঘোড়সওয়ারের অবয়ব, জনমানবহীন সীমান্ত ধরে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে দলটা। জন রসার, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে—অনেকক্ষণ হলো চুপ করে আছে—নেতৃত্ব দিচ্ছে এক সারির; অন্য সারিটার নেতৃত্বে রয়েছে বুড়ো গোঁয়ার র‍্যাঞ্চার বিল ম্যাকডোনাল্ড। ওদের দুজনের পেছনে সব মিলিয়ে বারজন রাইডার রয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন বার-এম আউটফিটের

বাছাই করা টপ-হ্যান্ড আর অন্য ছয়জন ফ্র্যাংক কনেলের সার্কল-সি র‍্যাঞ্চ থেকে এসেছে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। ম্যাকডোনাল্ড ধার করেছে ওদের। ম্যাকডোনাল্ডের এই ইউনিট গড়ে তোলার সংবাদ অন্যান্য রাঞ্চারকে জানানো না হলেও কিভাবে যেন খবর পেয়ে গিয়েছিল অনেকেই, কিন্তু লোকের যোগান দিয়ে খুদে বাহিনীটাকে আরও শক্তিশালী করার বদলে নিজেরাই যোগ দেয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছে তারা, ওদের কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে বুড়ো র‍্যাঞ্চারের। এখনও কথাটা ভুলতে পারছে না সে।

'নিকুচি করি সব কটার!' বলে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। ঠিক এই কথাটাই কমসেকম আরও দশ থেকে বার বার উচ্চারণ করেছে সে এর আগেও। 'যখন সবাই মিলে বিপদ মোকাবিলার সুযোগ এসেছিল সেটাকে হেলায় পায়ে ঠেলেছে ওরা, সহজ একটা কথা মাথায় ঢোকানো যায়নি কারও! এবারও, কয়েকজনের র‍্যাঞ্চে সত্যি সত্যি ভয়াবহ কয়েকটা হামলার ঘটনার পরেও টনক নড়েনি, লোক দিতে রাজি হয়নি কেউ। বরং ভালমানুষি প্রমাণ করার জন্যে নিজেরা হাজির হবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বুদ্ধি আর কাকে বলে! যাক গে, এখন আর কোন দরকার নেই আমাদের। এই মুহূর্তে একটা জিনিসই চাই আমি: হতচ্ছাড়া রেইডারের বাচ্চারা আজ আসুক আবার, গরু চুরি করতে গিয়ে আমাদের সামনে পড়ুক, ব্যস, ব্যাটাদের আচ্ছাসে একটা প্যাদানী যদি দিতে পারি, আর কিছু লাগবে না। গরু ফিরে না পেলেও দুঃখ থাকবে না কোন! বিনিময়টা সমান হবে না যদিও, তবু, সত্যি বলছি, সন্তুষ্ট থাকব আমি!'

কোন মন্তব্য করল না জন রসার। আড়চোখে কয়েক মুহূর্ত ওকে জরিপ করল বিল ম্যাকডোনাল্ড, কুঁচকে উঠল ভুরুজোড়া। ঘোড়া নিয়ে

রসারের কাছাকাছি চলে এল সে আরও ভাল করে ওর চেহারা দেখার জন্যে।

'কি হয়েছে আজ তোমার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'গত এক ঘণ্টায় একটা কথাও বের হতে দেখলাম না তোমার মুখ থেকে! কি ব্যাপার?'

'আহ্, বিল, আমার কথা ভাবতে হবে না তোমার,' বলল রসার।

'ঠিক আছে, না-ই ভাবলাম,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'কিন্তু কি জন্যে হঠাৎ মুখে ছিপি এঁটেছ তা বলবে তো! চোয়ালের ওই বিশ্রী ক্ষতটাই বা জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম!'

'আচ্ছা, বটে! তা লোকটা কে ছিল? তুমি পড়ে যাবার পর কি রকম অবস্থা হয়েছিল বেচারার?'

'কি জানি, দেখতে যাইনি আমি!'

অবজ্ঞাসূচক একটা আওয়াজ করল বিল ম্যাকডোনাল্ড, তবে কথা বাড়াল না আর। কৌতূহল দমন করল। রসার নিজ থেকে যদি কথা বলতে না চায় তাহলে আর জোরাজুরি চলে না। পাশাপাশি নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে হঠাৎ কেউ একজন হয়তো পেছনে তাকাচ্ছে কিংবা নজর বোলাচ্ছে আকাশের দিকে। কারও মুখে কোন আওয়াজ নেই।

'আচ্ছা, এখন কটা বাজে বলতে পারো?' অবশেষে জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'অ্যাঁ—এই ধরো সাড়ে এগার,' বলল রসার, 'বেশি হলে বারটা!'

'যা হওয়ার হয়ে গেলেই বাঁচি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'এভাবে খামোকা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে আমাদের যাবার মত কোন জায়গা নেই, কিছু করার নেই—যেন একদল অকম্মার

ধাড়ি!'

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'ইচ্ছা করলে স্যাডল থেকে নেমে হাত পায়ের খিল ছাড়িয়ে নিতে পারো।'

'নাহ্,' সংক্ষেপে জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড।

'ঠিক আছে, তবে থামার ইচ্ছা হলেই বলো,' বলল রসার।

হঠাৎ এই সময় ওদের পেছনে একটা চীৎকার শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামাল ওরা, স্যাডলের ওপর ঘুরে তাকাল পেছনে। উত্তর দিকে, আকাশে উজ্জ্বল একটা আভা দেখা গেল। আগুন!

'ওই দেখো!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আবার হাজির হয়েছে শয়তানের বাচ্চারা!'

'কনেল-পাঞ্চার!' ডাক দিল রসার, 'আমার সঙ্গে এসো তোমরা!'

ম্যাকডোনাল্ডের পাশ থেকে ঘোড়া নিয়ে সরে এল রসার। ওর দিকে এগিয়ে এল ফ্র্যাংক কনেলের ছয়জন পাঞ্চার, লাইন ধরে দাঁড়াল।

মেয়ারের পেটে স্পার দাবাল রসার, ছিটকে সামনে ছুটল অ্যাগি। ওকে অনুসরণ করল কনেল-পাঞ্চাররা।

'রাইফেলের কথা এখন না ভাবলেও চলবে!' স্যাডলে উবু হয়ে গেছে রসার, কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'সময় হলে কাজে লাগানো যাবে!'

মাঠের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ওদের উড়িয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। ম্যাকডোনাল্ডদের অবস্থান থেকে আনুমানিক দেড়-দুমাইল দূরে আসার পর গতি কমিয়ে আনল ওরা।

'ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে রাইডারদের বলল রসার, 'ছড়িয়ে পড়ো তোমরা। একজন আরেকজন থেকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট দূরে সরে যাও।'

আবার ঘোড়া চালাল পাঞ্চাররা, সরতে শুরু করল আদেশ

মোতাবেক।

'তৈরি তো সবাই?' খানিক বাদে আবার গলা চড়িয়ে জানতে চাইল রুসার।

'হ্যাঁ, তৈরি,' সাড়া দিল প্রথমে সবচেয়ে দূরের পাঞ্চার, তার জবাব মুখে তুলে নিল আরেকজন, চলতে থাকল এভাবে; কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রুসারের নিকটতম পাঞ্চারও পুনরাবৃত্তি করল জবাবটার। রুসারকে বলল আর দেরি করা ঠিক হবে না।

'এগোতে শুরু করো তাহলে!' আবার জোর গলায় নির্দেশ দিল রুসার।

এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল পাঞ্চাররা, প্রত্যেকেই ঘনঘন তার দুপাশের রাইডারের দিকে তাকাচ্ছিল যাতে ছোটার সময় তাল মেলাতে অসুবিধা না হয়। নির্দেশ পাওয়ামাত্র একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল ওরা। সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। জায়গাটা ক্রমশ ঢালু হয়ে ওপর দিকে চলে গেছে, টেক্সাস সীমান্তের ভেতরেই পড়েছে এলাকাটা। একশো গজের মত এগোল ওরা, দুশো গজ, তারপর আচমকা গুলির আওয়াজ ধাক্কা দিল কানের পর্দায়। গুমগুম একটা আওয়াজ শুনে ওরা বুঝতে পারল এগিয়ে আসছে একপাল গরু। গুলির আওয়াজ বাড়ল আরও, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল রাতের হিমেল হাওয়া। আপনাআপনি বিপদ টের পেয়ে গেল যেন ঘোড়াগুলো, চেঁচামেচি জুড়ে দিল তারা: নাক সিঁটকাচ্ছে, আকাশের দিকে সামনের দুপা তুলে লাফিয়ে উঠছে; ছোটার জন্যে ব্যাকুল হয়ে গেছে! রুসারের চীৎকার শুনতে পেল পাঞ্চাররা, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ঝট করে সামনে এগিয়ে গেল ও। ওর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে পাঞ্চাররাও সামনে বাড়ল। তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাতে লাগল ওরা। অচিরেই সমতল

জায়গায় পৌঁছে গেল ঘোড়সওয়ারের দলটা। ঠিক এই সময় পলায়নপর হানাদারদের দ্রুত গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। চোখের পলকে শুরু হয়ে গেল বন্দুকের বিরামহীন গুলিবর্ষণ। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো! চারপাশে কুয়াশার মত ভারি বারুদের ধোঁয়া ভেসে বেড়াতে লাগল।

ধাবমান পাঞ্চারদের অবরোধ ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে গেল এক রেইডার। সম্ভাব্য পিছু ধাওয়াকারীকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে সবেগে ঘোড়া হাঁকাল সে, বিশাল শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে বিশালদেহী এক লোক। কিন্তু তাতে হতদ্যোম হলো না পেছনের পাঞ্চার। বিশ ফুটেরও কম দূর থেকে লোকটার ওপর নিজের অস্ত্র খালি করল সে। বুলেটের আঘাতে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল রেইডার, সটান মাটিতে আছড়ে পড়ল। তার পেছনে আর সময় নষ্ট করল না পাঞ্চার, স্যাৎ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আবার মূল দলের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে এগোল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো ওদের রেইডারদের সঙ্গে। মুখের ওপরই যেন গর্জে উঠছে একেকটা বন্দুক। লড়াইটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হলো না। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ আবার শেষ হয়ে গেল। চোরাই গরু ফেলেই পালাচ্ছিল রেইডাররা, সবাইকে খতম করতে পেরেছে পাঞ্চাররা। একজনও রেহাই পায়নি। যুদ্ধ জয়ের উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে পাঞ্চারের দল, আরও শিকার মেলে কিনা খোঁজ করছে, ঘুরঘুর করছে এদিক-ওদিক। কিছুক্ষণ পর আবার রসারের কাছে জমায়েত হলো ওরা।

'এবার কি করব আমরা?' অধৈর্য কণ্ঠে রসারকে জিজ্ঞেস করল একজন।

'ওদের ফেলে যাওয়া গরুগুলো সামনে কোথাও আছে নিশ্চয়ই,'

বলল রসার, 'আগের মত ঘোড়া নিয়ে লাইন বাঁধো আবার তোমরা, দেখা যাক ওগুলো ফিরতি পথ ধরানো যায় কিনা। চেষ্টা করে দেখব আমরা।'

কিন্তু এই সময় আবার আরও কয়েকজন অশ্বারোহী এগিয়ে এল ওদের কাছে। রেইডারদের সঙ্গে লড়াইতে জিতে খুশিতে নাচছে এরাও। ফ্র্যাংক কনেলকে দেখা গেল ঘোড়সওয়ারদের মাঝে। ঘোড়া নিয়ে রসারের পাশে চলে এল সে, সহজ হয়ে স্যাডলে বসল।

'রক্তলোভী খুনে বুড়োটা কই?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে,' বলল রসার, 'নির্ঘাত আবার রেগে আগুন হয়ে যাবে বুড়ো, কারণ আমরা রেইডারদের ওপর একচোট নিয়েছি, কিন্তু সে কোন সুযোগ পায়নি!'

'ঠিক বলেছ!'

'রেইডিং পার্টিটা তেমন শক্তিশালী ছিল না, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'আমার তো ধারণা ওই দলে পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক ছিল না!'

'সবকটাকেই তোমরা কতল করতে পেরেছ?'

'চোখে যাকে পড়েছে তাকেই শেষ করেছি,' জবাব দিল রসার।

এবার আরও একদল ঘোড়সওয়ার হাজির হলো অকুস্থলে।

'দলবল নিয়ে এসেছে বুড়ো বিল,' বলল রসার, 'ওহ্, ওই যে, এগিয়ে আসছে গোঁয়ারটা!'

ঘোড়ার খুরে খটখট শব্দ তুলে এগিয়ে এল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'কিছু নিয়ে যায়নি তো ওরা, ফ্র্যাংক?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নাহ্,' জবাব দিল কনেল, তারপর হেসে উঠল শব্দ করে। 'তবে আমরা নিয়েছি আজ—ওদের জান। রসার আমার পাঞ্চারদের সঙ্গে নিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছে এক হাত। প্রত্যেকটা রেইডারকে শেষ করেছে!'

বিরক্তির সঙ্গে নাক সিঁটকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ, তা তো করবেই!' গজগজ করে উঠল সে, 'দুনিয়ার সব মজা লোটার কপাল ওদেরকেই দিয়েছে ওপরঅলা!'

'তুমি তোমার পাঞ্চারদের গরু নিয়ে বাড়ির পথ ধরতে বলো,' কনেলকে বলল রসার। 'নাহলে, বুঝতেই পারছ, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে ওগুলো—গরুর যা স্বভাব!'

'আমাদের সঙ্গে ফিরছ না তুমি?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'না। আরও কিছুক্ষণ ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবছি আমি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে সরে এল রসার, তারপর মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

'ওর আজ হলো কি?' জিজ্ঞেস করল কনেল, 'এই গভীর রাতে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। সারাদিন যথেষ্ট বেড়ানো হয়নি নাকি?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'আজ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে রসার। বোধ হয় অন্য কোন চিন্তা চলছে ওর মাথায়।'

'শুনলাম মলি নাকি আবার ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে,' মন্তব্য করল কনেল।

'ওর সঙ্গে রসারের বনবে না?'

'তা কি করে বলা যায়? মেয়েটা দেখতে চমৎকার, তাছাড়া, আমার বিশ্বাস ও-ডট আউটফিটের মালিকানা এখনও না পেয়ে থাকলেও শিগগিরই পেয়ে যাবে সে। একাধারে সুন্দরী আর পয়সাঅলা একটা মেয়ের প্রেমে পড়া খুবই স্বাভাবিক। গরীব কুৎসিত কোন মেয়ে হলে না

হয় কথা ছিল। বুঝতেই পারছ কি বলতে চাইছি আমি!'

'চলো, ফেরা যাক এবার!' কর্কশ স্বরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'বাড়ির লোকজন আমার চেহারা ভুলে যাবার আগেই ফিরতে চাই আমি!'

লুকাস আউটফিটের পাশ দিয়ে যাবার সময় রসার লক্ষ্য করল অন্ধকারে ডুবে আছে র‍্যাঞ্চটা। র‍্যাঞ্চহাউস বা ওটার আশপাশে আলোর কোন চিহ্ন নেই। বুঝতে বেগ পেতে হলো না, রেইডারদের হামলার আশঙ্কা করছে না এই র‍্যাঞ্চের মালিক। খোয়া যাবার মত দামী কিছু বোধ হয় নেই এদের, খেদিয়ে নেয়ার মত গরুও নেই হয়তো। হঠাৎ মৃদু স্বরে ডেকে উঠল অ্যাগি, ঝট করে লাগাম ধরে টান দিল রসার, চুপ থাকার নির্দেশ দিল ঘোড়াটাকে। এবার ঘোড়ার গতি কমাল রসার, রাস্তা থেকে সরিয়ে আনল ওটাকে, নেমে এল রাস্তার পাশে জন্মানো ঘাসে। এবার স্যাডলের ওপর ঘুরে বসে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল ও। রাস্তা থেকে ভেতর দিকে আনুমানিক একশো ফুটের মত দূরে ওটার অবস্থান। জমাট প্রায় অদৃশ্য বেঢপ কালো একটা কাঠামো যেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মাথা তুলে। এই মুহূর্তে বিশাল লাগছে দালানটাকে, এমনকি একটু যেন ভৌতিক আবহও সৃষ্টি হয়েছে ওটাকে ঘিরে; অথচ আজ সকালেই এখানে এসেছিল ও, এরকম কিছুই মনে হয়নি তখন। অবশ্য ওই সময় বাড়িটা মাত্র একনজর দেখার সুযোগ হয়েছিল ওর, তবু যতটা মনে করতে পারছে, ওটাকে কোনভাবেই বিশাল দালান বলা যায় না। আসলে রাতের অন্ধকার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাচ্ছে মাত্র, ভাবল রসার। মামুলি জিনিসও ভয়াবহ করে তোলে অন্ধকার, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা হয় তখন।

রোজের কথা ভাবল রসার, মনের পর্দায় ভেসে উঠল মেয়েটার

কমনীয় চেহারা। তারপরই মনে পড়ে গেল কালো লোকটার কথা, রোজের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চায়নি সে, বাধা দিয়েছে প্রাণপণ। কিছুক্ষণ তার কথাও ভাবল রসার। লুকাস আউটফিটে রহস্যময় একটা কিছু আছে, সন্দেহ নেই তাতে। পুরো র‍্যাঞ্চের বেলাতেই খাটে কথাটা। রোজ নিজেও যেন রহস্যময়ী এক নারী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অযথা কেন দেয়াল তুলতে যাবে কেউ। উন্মুক্ত মাঠ-ময়দানের দেশ এটা এবং এখানে কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, নানা প্রয়োজনে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু লুকাসরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। স্টিভ হ্যাংক অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আগাগোড়া ওদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে গেছে, অন্য কেউ হলেও ব্যত্যয় ঘটত না। সবার কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে যারা সবসময় তাদের সম্পর্কে মানুষের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। লুকানোর মত কিছু যদি নাই থাকবে তাহলে কেন—

ঘোড়ার খুরের শব্দ এল রসারের কানে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। লাগামে নাড়া দিল আবার, আগেই সতর্ক করল অ্যাগিকে যেন আওয়াজ না করে। আরও বাড়ল খুরের আওয়াজ, এদিকেই আসছে। একটু পরেই ছায়ামূর্তির মত একজন ঘোড়সওয়ার ওকে অতিক্রম করে চলে গেল। দ্রুত ঘোড়া হাঁকাচ্ছে সে। র‍্যাঞ্চের গেটের কাছে গিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে। ঝটপট স্যাডল থেকে নেমে ছেড়ে দিল ঘোড়াটা। এক মুহূর্ত পর আবার ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল রসার। ওটা বার্নে গেছে, অনুমান করল। অন্ধকারে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল ও, দরজাটা দেখা না গেলেও মোটামুটি নিশ্চিত হলো ওটা বার্নেরই দরজা। আবার সামনে এগোনোর কথা ভাবল রসার, পরক্ষণে মত পাল্টাল। গভীর রাতে ঘরে ফেরা লোকটা বার্নেই ঘুমোনোর

পরিকল্পনা করে থাকলে এগোনোর আগে তাকে ঘুমিয়ে পড়ার সময় দেয়া উচিত, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নইলে, বলা যায় না, অ্যাগির খুরের শব্দ কিংবা রাস্তার কোন নুড়ি পাথর গড়ানোর আওয়াজে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সেজন্যে সম্ভব হলে ধরা পড়ার আশঙ্কা এড়াতে চাইছে রসার। লুকাস আউটফিটের ওপর একবার নজর বোলানো দরকার মনে করেই এখানে এসেছে ও। ওর উপস্থিতিটা কেউ না জানতে পারলেই ভাল, কাজে কোন ঝামেলা হবে না। একের পর এক মিনিটগুলো গড়িয়ে যেতে লাগল, বলা বাহুল্য, কিছুই ঘটল না। নিথর পড়ে আছে র‍্যাঞ্চহাউসটা, নিস্পন্দ। অতঃপর, প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা শেষে অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, এগোতে শুরু করল। লুকাস আউটফিট থেকে যথেষ্ট দূরে আসার পর ফের রাস্তায় উঠে এল ও। এবার চলার গতি বাড়িয়ে দিল অ্যাগি, রসারকে বাধা দিতে না দেখে আরও জোরে ছুটতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ পর ও-ডট র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসে আপনাআপনি গতি কমাল মেয়ারটা। কিন্তু রসার র‍্যাঞ্চে যাবার চেষ্টা করল না দেখে ধরে নিল অবশেষে আজ রাতের মত দৌড়নোর পালা শেষ, রাস্তা থেকে সরে যাবার আর সম্ভাবনা নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে খটখট খুরের শব্দ তুলে শহরে ঢুকল ওরা। অন্ধকার, নীরব চারদিক। লিভারি আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল রসার, স্যাডল থেকে নামল, তারপর ছায়াময় গলিপথ ধরে ঘোড়া সহ এগিয়ে গেল কামারশালার পেছনে ছোট বার্নটার দিকে। মেয়ারের পিঠ থেকে জিন খসাল ও, ঢুকিয়ে দিল একটা স্টলে। ওঅটরিং-ট্রাফে পানি রাখা আছে, ওটবীনটাও ভরা; পেছনে মৃদু একটা চাপড় খেল অ্যাগি, রাতের মত ঘোড়াটার কাছ থেকে বিদায় নিল রসার।

পরদিন সকালে আবার যখন হোটেলের বাইরে পা রাখল রসার নটা

বেজে গেছে তখন। রাস্তার মাঝামাঝি কোথাও থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ ভেসে আসছে। এগিয়ে গিয়ে ব্যাংকে ঢুকল রসার। কাজ চলছে এখানেই, দেখতে পেল। নতুন একটা কাউন্টার বসানো হচ্ছে আগেরটার জায়গায়। লুই ব্র্যাডলিকে দেখতে পেল না ও, তবে ব্যাংকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়েসন রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছাসূচক মাথা দোলাল লোকটা।

'এক মিনিট, আসছি আমি,' গলা চড়িয়ে বলল ওয়েসন।

'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই,' জবাব দিল রসার।

এদিক ওদিক নজর চালাল ও। ব্র্যাডলির ডেস্কটা সোজা করে বসানো হয়েছে আবার তবে ওটার একটা পায়া উধাও হয়েছে, তার জায়গায় কয়েকটুকরো কাঠ পরপর সাজিয়ে অস্থায়ী পায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাত্র দুটো চেয়ার রসারের নজরে পড়ল। ভাঙা চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়েছে ব্যাংকের কর্মচারীরা।

একটু পর ওর কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েসন।

'আজকের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কি অবস্থা?' হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল সে।

'যেমন ছিল, কালকের মতই,' মৃদু হেসে জবাব দিল রসার। 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। আপত্তি নেই তো?'

'বিলকুল না। যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো!'

'লুকাস আউটফিটের সঙ্গে তোমাদের ব্যাংকের লেনদেন হয়?'

মাথা দোলাল ওয়েসন।

'তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, বুঝতেই পারছ। খুব বেশি টাকা নেই ওদের অ্যাকাউন্টে। অবশ্য অল্প পরিমাণে হলেও নিয়মিতভাবে টাকা জমা করে আসছে ওরা। এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে ঠিকই একদিন অবস্থা

ফিরে যাবে, ওদের গুণে চলতে হবে সবাইকে তখন। কারও কাছ থেকে ধার-কর্জ করে না ওরা, আবার কোন পাওনা মেটাতেও গড়িমসি করে না কখনও। আমাদের কাউন্টিতে এমন লোক আর আছে কিনা আমার জানা নেই।'

'অ্যাকাউন্টটা কার নামে?'

এক মিনিট ভাবল ওয়েসন।

'মিসেস শেরম্যান,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে, 'সে-ই তো র‍্যাঞ্চটার মালিক। ওর ভাই, আমার যদ্দূর ধারণা, স্রেফ বোনের ওখানে কাজ করে খায়। যদিও বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস র‍্যাঞ্চটা লুকাসের, অবশ্য এমনও হতে পারে ইচ্ছা করেই সে সবার মনে এমন ধারণা জন্মানোর সুযোগ করে দিয়েছে, কারণটাও না বোঝার মত কিছু নয়। যাই হোক, র‍্যাঞ্চটা আসলে মিসেস শেরম্যানের। আর কিছু জানতে চাও?'

'র‍্যাঞ্চটা কি ব্যাংকে মর্টগেজ রাখা?'

'হ্যাঁ, তবে ঋণের অঙ্কটা খুবই ছোট, মানে এখন অনেক কমে এসেছে। প্রতিমাসে নিয়মিত ধার শোধ করে দিচ্ছে ওরা। শিগগিরই দায়মুক্ত হয়ে যাবে ওদের র‍্যাঞ্চ।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল রসার।

'ওদের প্রশংসা করা উচিত,' আবার বলল ওয়েসন, 'আমি ভাবতেই পারিনি কখনও যে অমন একটা জায়গা থেকে কেউ ফায়দা আদায় করতে পারবে, অথচ ঠিকই পেরেছে ওরা। আমি অন্তত ওদের তারিফ না করে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে এক লক্ষ ধন্যবাদ,' বলল রসার।

'তোমার উপকারে আসতে পেরে আমি খুশি। বাই।'

'বাই।'

ব্যাংক থেকে বের হয়ে কার্ব-এ উঠতেই রাস্তা বরাবর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে একটা বাকবোর্ড এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সেদিকে তাকাল রসার। ওকে চিনতে পেরে আচমকা বাকবোর্ডটা দাঁড় করিয়ে ফেলল ওটার চালক।

'জন!'

মলির কণ্ঠস্বর, ঘুরে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গেল রসার। মেয়েটাকে এর আগে আর কখনও এত আকর্ষণীয় মনে হয়নি ওর, গালে লালচে একটা আভা দেখা যাচ্ছে, দুচোখে যেন নতুন ঔজ্জ্বল্য ফিরে এসেছে আবার।

হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করল রসার, ঠেলে ওপরে তুলে দিল ওটা।

'মর্নিং,' বলল ও।

'তোমার সঙ্গে কথা বলে হয়তো নিজেকেই খাটো করছি আমি,' রাগত স্বরে বলল মলি। 'মাকে বলে এসেছিলে গতকালই আবার যাবে আমাদের ওখানে, যাওনি! তোমার হয়েছিল কি বলো তো!'

'গতকাল?' পুনরাবৃত্তি করল রসার, 'ওহ্-হো, আসলে অন্য একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম আমি, কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারিনি; আর কাজটা যখন শেষ হলো তখন বেশ রাত হয়ে গেছে; তারপর আবার বিল ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলো। জানো, গত রাতে রেইডারদের একটা দলের মোকাবিলা করেছি আমরা সবাই মিলে।'

'আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,' মন্তব্য করল মলি, রসারের দিকে ঝুঁকে এল, হাত বাড়িয়ে ওর চোয়ালের ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করল। 'তা ফলাফল?'

'সব কটাকে খতম করে দিয়েছি!'

'দারুণ! আমার শুনতে ভুল না হয়ে থাকলে মা বোধ হয় আজ রাতে চকোলেট-লেয়ার-কেক বানানোর কথা বলেছিল সাপারের জন্যে।'

'আর বোলো না!'

'হ্যাঁ, সত্যি!' প্রশস্ত চালকের আসনে আবার সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল মলি। 'খবরটা তোমাকে জানানো দরকার মনে করলাম, তাই বললাম; অবশ্য আমার ধারণা আজ রাতেও আবার অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়বে তুমি।'

'সাধারণত কোন সময়ে সাপারে বসো তোমরা?'

'তুমি কোন সময় খাও?'

বাচ্চা ছেলের মত হাসল রুসার।

'চকোলেট-লেয়ার-কেক কেউ কখনও খায় না, মলি, গেলে! সাড়ে ছটা শুনতে কেমন লাগছে তোমার?'

'চমৎকার! কেন?'

'কেন মানে?' প্রতিধ্বনি তুলল রুসার, 'কারণ ঠিক ওই সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হব আমি।'

'ও!' বলল মলি।

'দাওয়াত করেছ বলে ধন্যবাদ!'

মুচকি হাসল মলি, ব্রেক ঢিল করে দিল ও, গড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল বাকবোর্ড। রাস্তা ধরে আবার এগোল রুসার। দুহাত ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছিল একটা মেয়ে, আরেকটু হলেই টক্কর লেগে যেত তার সঙ্গে, কোন মতে এক পাশে সরে সংঘর্ষ এড়াল রুসার। থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। রোজ শেরম্যান।

'হ্যালো,' বলল রুসার, পরক্ষণে হেসে ফেলল ও, 'বোঝাই যাচ্ছে এই কাউন্টির অন্য যে কারও তুলনায় এখানকার স্টোরকীপারদের সঙ্গে

অনেক বেশি জানাশোনা তোমার!'

প্যাকেটগুলো নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ও, কিন্তু নেতিবাচক মাথা নাড়ল রোজ শেরম্যান।

'কার্ব-এই রয়েছে বাকবোর্ডটা,' মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

মেয়েটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রসার। হ্যাঁ, ঠিকই দেখা যাচ্ছে বাকবোর্ডটা, ওটার চালকের আসনে বসে আছে বিশালদেহী এক লোক, সকৌতূহলে জরিপ করছে সে ওকেই। রোজ আর রসার সামনে এগিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিল লুকাস। প্যাকেটগুলো তার হাতে দিল রোজ, এক এক করে ওগুলো বাকবোর্ডের পাটাতনে নামিয়ে রাখল সে।

'এসো, আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল রোজ, 'পিট, এ হচ্ছে মিস্টার জন রসার।'

পরস্পরকে জরিপ করল ওরা করমর্দনের ফাঁকে।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল পিট লুকাস, 'তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি!'

'আশা করি তার সবটাই খারাপ না,' বলল রসার।

হাসল লুকাস।

'একটুও না,' জবাব দিল সে। 'গতকাল আমাদের ওখানে ঝামেলাটার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। আচ্ছা, মাইককে তুমি ঘোড়ার নিচে ফেলে দিয়েছিলে নাকি? আমার অবশ্য মনে হয়েছে। স্ট্যামপিডের সামনে পড়ে গিয়েছিল বেচারা!'

'বাড়িতে মেহমান গেলে লোকটা সবসময় ওভাবেই অভ্যর্থনা জানায়?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'আমার সঙ্গে সে অমন করল কেন বুঝলাম না!'

'মাইক কিন্তু মানুষ হিসাবে খারাপ না,' বলল লুকাস, 'কেন যেন ওর

ধারণা হয়েছে আশপাশের লোকজন আমাদের পছন্দ করে না, তাই অপরিচিত কেউ গেলেই হামলে পড়ে তার ওপর। যাকগে, ওর ওপর একচোট নিয়েছ বটে!'

'সেজন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, যদিও পুরো ঘটনাটার জন্যে সে-ই দায়ী।'

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল লুকাস। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল, মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'একটা কথা তোমাকে মানতেই হবে রসার—খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাদের জুড়ি নেই। আমার এই বোনটি জানে কিভাবে একটা লোককে খাওয়াতে হয়। পেট ফুলে ঢোল না হওয়া পর্যন্ত টেবিল ছেড়ে উঠতে পারবে না। দারুণ পাকা হাত ওর রান্নাবান্নায়। বাড়িতে যখন রুটি, বিস্কুট, কেক, পাই এসব তৈরি করে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়ায়—একবার খেলে জীবনেও ভুলবে না। বাজি ধরে বলতে পারি আমি এমন মজার খাবার জীবনেও খাওনি তুমি। একদিন আমাদের ওখানে এসো, একসঙ্গে সাপার খাওয়া যাবে? তবে পেটে যথেষ্ট খিদে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু তোমাকে, তা নাহলে তোমাকে ভাল লাগবে না আমার বোনের!'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল রসার, 'কয়েকদিনের মধ্যেই যাব তোমার দাওয়াত কবুল করতে!

'আজই এসো না?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রসার, 'আগেই বুকড্ হয়ে গেছি আমি।'

'ঠিক আছে, অন্য একদিন এসো তাহলে,' বলল লুকাস, 'তোমার কি অবস্থা, মিস? দরকারী সব জিনিস নেয়া হয়েছে তো? তাহলে চলো এবার রওনা হওয়া যাক? আমার আবার কাজ পড়ে আছে র‍্যাঞ্চে!'

রোজকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল রসার। ওর দিকে

তাকিয়ে মৃদু হাসল মেয়েটা, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে 'সো লঙ!' উচ্চারণ করল পিট লুকাস। ঘুরে গেল বাকবোর্ড, এগোতে শুরু করল ওটা রাস্তা ধরে। পথিকরা হাঁটা থামিয়ে লুকাস আর রোজকে দেখতে লাগল, কেউ আবার খোঁচা দিল তার সঙ্গীকে, ফিসফিস করে বলল কিছু।

যে কোন খাবার তৈরিতে মেরি হ্যাংক পাকা হাত, তবে আজ রাতে যেন নিজেকে অতিক্রম করে গেছে সে নৈপুণ্যে।

সাপারের পালা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রসার, ক্রমাগত মাথা নাড়ছে।

'কি হলো?' জানতে চাইল মেরি।

'একেবারে গলা পর্যন্ত খেয়ে বসে আছি আমি,' জড়ানো গলায় বলল রসার, চোখ তুলে মলির দিকে তাকাল। ওর অবস্থা দেখে শব্দ করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'দু-একটা নয়, বুঝলে, চার-চার টুকরো কেক গিলে বসে আছি আমি!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মলি।

'ও কিছুই না,' বলল সে, 'চলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি, তাহলে আরাম বোধ করবে তুমি।'

উঠে দাঁড়াল রসার।

বাইরে চাঁদজ্বলা পরিষ্কার হিমেল রাত। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনের গাছপালা নিথর হয়ে আছে, ওগুলোর ডালপালা থেকে ছায়া যেন ঝরে পড়ছে অবিরাম। হাঁটতে লাগল মলি আর রসার ছায়ায় ছায়ায়। এখানে সব কিছু নিকষ কালো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মলি, রসারের দিকে তাকাল।

'এখন একটু ভাল লাগছে না?' জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল রসার, নুয়ে পড়া একটা গাছের ডালের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে কিঞ্চিৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল। 'অ্যাই, কোথায় তুমি!'

'এই তো,' ওর কনুইয়ের কাছ থেকে জবাব দিল মলি, পরক্ষণে চট করে সামনে চলে এল। দুহাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল, ঝুলে পড়ল প্রায়, ওর মুখে চুমো খেল মেয়েটা, তারপর মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে জানতে চাইল, 'তারপর?'

'তারপর মানে?' জানতে চাইল রসার।

'আমরা এখন কি করব, জন?'

'জানি না, মলি,' বলল রসার, 'এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সততা আশা করো তুমি, তাই না?'

'অবশ্যই।'

'আসলে এখনও নিজের বা তোমার কথা চিন্তা করার খুব একটা ফুরসত পাইনি আমি,' আস্তে করে বলল রসার। 'অনেক ঘটনা ঘটছে এখানে, ওগুলোর ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে হচ্ছে এখন, সেটাই বেশি জরুরী। এখন অন্য কিছু ভাববার সময়ই নেই।'

'তারমানে বলা যায় তুমি যতদিন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারছ ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, এই তো?'

'বলতে পারো।'

ওকে ছেড়ে দিল মলি।

'ঠিক আছে, জন,' বলল সে। 'আরেকটু হাঁটবে নাকি ঘরে যাবে এবার?'

'আজ রাতে কয়েকটা কাজ সারতে হবে আমাকে,' বলল রসার, 'আমি এখনই বিদায় নিলে রাগ করবে না তো?'

'না-আ,' বলল মলি, 'মোটেই না!'

'তোমার মাকে বলো খুবই ভাল লেগেছে আমার কাছে আজকের সাপারটা, ওকে নিজে ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি বলে আমি দুঃখিত।'

'জানিয়ে দেব আমি,' বলল মলি।

'গুড নাইট, মলি!'

'গুড বাই, জন!'

ঘোড়া হাঁকিয়ে ও-ডট থেকে অনেকটা দূর আসার পর মলির বিদায় সম্ভাষণের প্রকৃত অর্থ ধরতে পারল যেন রসার, কানে বাজতে লাগল ওর কথাটা। মেয়েটাকে দুঃখ দিতে চায়নি রসার; অতীতে একবার মলি ওর প্রেমে পড়েছে বলে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছিল মনে, এখন সেই ধারণা পাল্টে গেছে। ওর *'গুড নাইট'*-এর জবাবে *'গুড বাই'* বলেছে মলি; এতেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা বুঝে গেছে ওকে কোনদিনই বিয়ে করবে না রসার।

পাঁচ

বার্নের বাইরে পা রাখল পিট লুকাস, যন্ত্রের মত অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাল একবার, তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে পা চালাল। পায়ের আওয়াজ পেল পেছনে, ওর নাগাল পেতে দ্রুত এগিয়ে

আসছে কেউ। আমল দিল না লুকাস, জানে ওটা মাইক ওয়ারনার ছাড়া আর কেউ না। সন্ধ্যার খানিক আগেই কথাবার্তা সারা হয়েছে তার সঙ্গে, এবং এতগুলো বছর একসঙ্গে কাজ করছে ওরা, আজই প্রথম মুখের ওপর কথা বলার সাহস দেখিয়েছে লোকটা। কথাটা মনে হতেই এমন ভাব করল লুকাস যেন পায়ের আওয়াজটা ওর কানেই যায়নি!

'পিট!'

এরপর আর অগ্রাহ্য করা যায় না, ভান করার উপায় রইল না। দাঁড়িয়ে পড়ল লুকাস, ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওয়ারনারের দিকে তাকাল।

'তোমার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ আছে!' দৃঢ় গলায় বলল ওয়ারনার।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না লুকাস, আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল ও, ওয়ারনার কাছে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ওর সামনাসামনি হলো ওয়ারনার।

'আজকের প্ল্যানটা কিঞ্চিৎ রদবদল করতে চাই আমি,' সংক্ষেপে বলল সে।

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল লুকাসের।

'কি রকম রদবদল শুনি?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল।

ওর বলার ভঙ্গিকে পাত্তাই দিল না ওয়ারনার।

'বলছি। ড্যান হিলের র‍্যাঞ্চে হামলা চালিয়ে হাতে গোণা কয়েকটা গরু খেদিয়ে আনার বদলে আমি চাই শহরে গিয়ে ব্যাংকের ওপর চড়াও হতে—বড়সড় একটা সুযোগ মেলে কিনা পরখ করে দেখা দরকার।'

হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লুকাস।

'তোমার আসল মতলবটা কি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার মতে এইবার বড়সড় একটা দাঁও মারার সময় ঘনিয়েছে

আমাদের, এমন কিছু করতে হবে যাতে একসঙ্গে অনেক টাকা হাতে চলে আসে, ওই ভিক্ষার টাকায় আর আমার মন ভরছে না। কিঁ বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই!'

'এ ধরনের কিছু করার জন্যে যত লোক দরকার আমাদের তা নেই,' বলল লুকাস, 'ব্যাংক ডাকাতি করতে চাইলে আগেভাগেই লড়াই করে শহর থেকে পালিয়ে আসার নিখুঁত একটা প্ল্যান আঁটতে হবে। সেজন্যে প্রচুর লোক দরকার; কেবল তাই নয়, তাদের বেশ কয়েকজনকে পালানোর সময় খরচের খাতায় লিখে আসার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তারপর হাত দেয়া যাবে এধরনের কাজে। তোমার অত লোক কোথায়? নেই। এই হলো একটা দিক; আরেকটা কথা হলো, এমুহূর্তে আমাদের এখানে যে কজন লোক আছে তাদের কাউকেই হারাতে চাই না আমি। তো, বুঝতেই পারছ, তোমার ইচ্ছাটা মূলতবী রাখতে হচ্ছে আপাতত।'

'দাঁড়াও,' বলল মাইক ওয়ারনার, 'আমি তো শহরে হামলা করার কিংবা লড়াই করে পালিয়ে আসার কোন কারণ বা প্রয়োজন দেখছি না। গা ঢাকা দিয়ে সবার অজান্তে ব্যাংকের পেছন থেকে হাজির হতে পারলে অনায়াসে সব টাকা হাতিয়ে নেয়া যাবে, তারপর একই কৌশলে পালিয়েও আসা যাবে কাজ সেরে। আঁচড়ও লাগবে না কারও গায়ে, মারা যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোন ভেজাল নেই এখানে। কাজটা ঠিক মত সারতে পারলে হয়তো বিনা রক্তপাতেই শহর থেকে বেরিয়ে আসতে পারব আমরা। অবশ্য বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার ওপরই নির্ভর করছে সফল হবার সম্ভাবনা, এটা ঠিক।'

'তবু আমি মত দিতে পারছি না,' বলল লুকাস।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি!' বলল ওয়ারনার।

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল দুজনের মাঝে।

'গায়ের চামড়া বাঁচিয়ে ফিরে আসা যাবে কিনা আমার তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে,' অবশেষে বলল লুকাস, 'আমার ধারণা শতকরা এক ভাগ আশাও নেই। তবু স্রেফ কিছু টাকার লোভে যদি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছা হয় তোমার...তাই তো হচ্ছে নাকি?'

'একদম ঠিক!'

'হবে না, মাইক!'

'কি হবে না?'

'মানে, বলতে চাইছি, টাকাটাই তোমার শহরে হানা দিতে চাওয়ার আসল কারণ নয়।'

'তোমার ধারণা ভিন্ন মতলব আছে আমার?'

'নিশ্চয়ই,' বলল লুকাস, 'তুমি জানো এখন শহরেই আছে রসার, ভাবছ একটা ছুতো ধরে শহরে যেতে পারলে তাকে শেষ করার একটা মওকা পেয়ে যাবে—তোমার ঘাড়ে আসলে ভূত চেপেছে, মাইক!'

'তেমন কিছু যদি ভেবেও থাকি তাতে অসুবিধে কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ওয়ারনার। 'যদিও মেনেও নিই ওটাই ব্যাংকে হানা দেয়ার আসল কারণ, তাতে কি আসে যায়?'

'তাহলে বলতেই হয় পিটুনি খাওয়ার বদলা নেয়ার জন্যে ভুল কৌশল বেছে নিতে চাইছ তুমি,' বলল লুকাস।

'তাই নাকি!' বিদ্রূপের সুরে বলল ওয়ারনার। 'তবু, অন্তত একবারের জন্যে হলেও নিজের পছন্দসই কৌশলে কাজ করতে চাই আমি!'

'শোনো, মাইক—' বলতে গেল লুকাস।

'না, আজ তুমি শোনো, পিট!' বলে উঠল ওয়ারনার। 'একদিন আমাকে বলেছিলে র‍্যাঞ্চের দেখাশোনার ভার তোমাদের দভাই বোনের

হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন আমার নিজের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাই, মনে আছে? ঠিক সেটাই এবার করতে যাচ্ছি আমি, ব্যস! এতদিন তোমার কথায় একটার পর একটা হামলা চালিয়ে এসেছি—'

'লুটের বখরা তুমি পাওনি নাকি?'

'পাব না কেন, অবশ্যই পেয়েছি,' বলল ওয়ারনার, 'কিন্তু মাত্র চারভাগের একভাগ!'

'তো?' ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইল লুকাস।

'আর তুমি নিয়েছ বাকি তিন ভাগ,' আবার বলল ওয়ারনার। 'নিয়মটা এবার পাল্টাতে যাচ্ছি আমরা, পিট! এখন থেকে প্রত্যেকটা টাকা সমান দুই ভাগ হবে, বুঝতে পারছ?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' আচমকা কিঞ্চিৎ আলোড়ন, পরক্ষণে দেখা গেল ভোজবাজির মত পিস্তল বেরিয়ে এসেছে মাইক ওয়ারনারের হাতে। ওটার মায্‌ল চেপে বসল পিট লুকাসের পেটের ওপর। 'তোমাকে আসলে বেশিই দিচ্ছি বলা যায়, পিট!' আবার বলল ওয়ারনার। 'সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করছি আমি আর তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ, টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ! সে হিসাবে আমাকে যেভাবে দিচ্ছিলে এতদিন সেভাবেই তোমাকে বখরা দেয়ার পুরোপুরি অধিকার ছিল আমার, কিন্তু অতটা নির্দয় হব না আমি। সবকিছুর অর্ধেক বখরা পাবে তুমি এখন থেকে। তবে—'

'বলে যাও, *মিস্টার* ওয়ারনার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল লুকাস। 'মনে রেখো, তোমার পিস্তলে কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছি না আমি!'

'তা না পেতে পারো,' বলল ওয়ারনার, 'তবে এটা হাতে থাকায় আমার কাছে নিজেকে তোমার মতই বিশাল আর শক্তিশালী বোধ

হচ্ছে। তাছাড়া তোমার ওপর খানিকটা সুবিধাও পাচ্ছি। এই কোল্টের মুখ দিয়ে ছোট একটুকরো সীসা বের হলেই তুমি ইতিহাস হয়ে যাবে, পিট। তো, কথাটা আরও একবার শুনে নাও, এবার আমি কিন্তু মোটেই মস্করা করছি না তোমার সঙ্গে! এখন থেকে আমার কথায় চলবে সব, তুমি যদি নাক গলাতে আসো—যাক গে, কি হবে তোমার তা ভালই জানার কথা! তোমার অন্তত অজানা থাকার কথা নয়, তুমি সবচেয়ে ভাল ফর্মে থাকলেও গানফাইটে আমার সঙ্গে কোনদিনই পাত্তা পাবে না। একথাটা একটু মনে রাখলেই চলবে। একসঙ্গে কাজ করে যেতে কোন সমস্যাই হবে না আমাদের।'

জবাব দিল না লুকাস।

'আরেকটা কথা বলা দরকার,' আবার বলে উঠল মাইক ওয়ারনার, 'আমি কোন কাজে র‍্যাঞ্চে বাইরে থাকার সময় যদি কোন গড়বড় হয় তাহলে তার পেছনে তোমার হাত ছিল না, এটা কিন্তু তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, বুঝতে পেরেছ, ডিয়ার ফ্রেন্ড পিট?'

রূঢ় ভঙ্গিতে ওয়ারনারকে ঠেলে সরিয়ে দিল লুকাস, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল; তারপর দ্রুত পা ফেলে নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে পা বাড়াল।

লুকাস র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে দেখল রোজ মাত্র তার সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম বাস্কেটে রেখে ওটা তুলে রাখছে তাকে। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল লুকাস, মুহূর্তের জন্যে চেয়ে থাকল বোনের চেহারার দিকে।

'কি ব্যাপার, পিট?' জানতে চাইল রোজ, 'কোন খারাপ খবর?'

'না-আ,' জবাব দিল লুকাস। 'ইয়ে, শহরে যাবে নাকি আমার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখন? অনেক রাত হয়েছে না? আমি তো আরও শুয়ে পড়ার কথা

ভাবছিলাম।'

'একদিন রাত করে শুতে গেলে এমন কোন মহাপাপ হয়ে যাবে না,' বলল লুকাস, 'খুব বেশি যদি ঘুমের দরকার হয় কাল সকালে একটু বেলা করে উঠলেই তো মিটে যাবে সমস্যা! কি বলো, যাবে?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই যাব, পিট।'

'চলো তাহলে,' বলল লুকাস। 'আমি বাকবোর্ড বের করছি, তুমি এই ফাঁকে তৈরি হয়ে নাও, কেমন?'

'আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল রোজ।

'বার্নের সামনে অপেক্ষা করব আমি,' আবার বলল লুকাস। 'আর হ্যাঁ, একটা কথা, রোজ। মাইকের সঙ্গে আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে আজ। ওর সামনাসামনি পড়লে যদি দেখো মেজাজ দেখাচ্ছে পাত্তা দিয়ো না। ওকে পরে ম্যানেজ করব আমি। এবার যাও তুমি, গায়ে কোট চাপিয়ে নিয়ো!'

দ্রুত পায়ে বার্নের দিকে এগিয়ে গেল পিট লুকাস। বার্নের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইক ওয়ারনার। দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটিয়ে লুকাসের দিকে তাকাল সে। কিন্তু কোন কথা না বলে তাকে প্রায় ঠেলে এগিয়ে গেল লুকাস, বার্নে ঢুকল দুমদাম পা ফেলে।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল ওয়ারনার, লুকাসকে বাকবোর্ডে ঘোড়া জুড়তে দেখে অলস পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল সে।

'এত রাতে আবার কোথায় চললে?' জিজ্ঞেস করল।

'শহরে,' ওয়ারনারের দিকে না ফিরেই জবাব দিল লুকাস, 'কি যেন আনতে যাচ্ছে রোজ।'

কোন মন্তব্য করল না ওয়ারনার।

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লুকাস, চোখ রাঙিয়ে মাইকের দিকে তাকাল।

'আমাদের বোধ হয় আগে *মিস্টার* ওয়ারনারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া উচিত ছিল, নাকি!' ঝাঁঝাল গলায় বলল সে।

'শহরে কি হয় দেখার পর এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ওয়ারনার।

'আলোচনা করবে, না?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুকাস।

'হ্যাঁ, আমি ফেরার পরপরই,' জবাব দিল ওয়ারনার।

বাকবোর্ডে ঘোড়া জোড়ার কাজ শেষ হলো লুকাসের। চালকের আসনে উঠে বসল সে, তারপর বাকবোর্ড নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল ও। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন-দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল। বাকবোর্ড থামাল লুকাস। একটু পরেই ছিপছিপে গড়নের রোজকে অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

মিনিট খানেক পর লুকাসের পাশে চালকের আসনে উঠে বসল মেয়েটা, নড়েচড়ে জুৎসই একটা ভঙ্গি করল। এবার সামনে এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড।

'তোমার কাজে লাগার মত কিছু কিনতে চাও শহর থেকে?' বাকবোর্ড ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠে আসার পর রোজকে জিজ্ঞেস করল লুকাস। 'অনেক দিন হয় তোমাকে কোন নতুন কাপড় পরতে দেখি না। এক কাজ করো না, কাপড় কিনে নাও আজ, নিজের জন্যে নতুন জামা বানিয়ো?'

'আমিও সেকথাই ভাবছিলাম।'

একহাতে লাগাম ধরল লুকাস, অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে দোমড়ানো কয়েকটা নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রোজের দিকে।

'এই নাও,' টাকাগুলো রোজের হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'এতেই মনে হয় দরকার মিটে যাবে তোমার।'

'কিন্তু পিট, আমার এটা ভাল লাগছে না, নিজের হাত খরচের টাকা আছে তো নাকি?'

'আমার আবার কিসের হাত খরচ?'

'মানে...'

'নিজের পছন্দমত দারুণ একটা কাপড় কিনো তুমি, ঠিক আছে? জানোই তো সুন্দর জিনিসমাত্রই পুরুষ মানুষের নজর কেড়ে নেয়, রসারকে আমার ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না!'

'পিট!' ওর দিকে তাকিয়ে বলল রোজ, 'রসারের ব্যাপারে তোমাকে বেশ উদার মনে হচ্ছে যেন। ওকে তুমি সত্যিই পছন্দ করো, তাই না?'

'তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে সবাইকেই পছন্দ করব আমি।' বলল লুকাস।

আসনে আবার সোজা হয়ে গেল রোজ, চেপে এল ভাইয়ের আরও কাছে। আড়চোখে বোনের দিকে তাকাল লুকাস, হাত বাড়িয়ে মেয়েটার বাহুতে চাপড় দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

'পিট!' আবার নীরবতা ভাঙল রোজ।

'কি?'

'আসলে কেন শহরে যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রোজ। 'মাইকের সঙ্গেই বা কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো তোমার?'

'দেখো,' বলল লুকাস, 'খামোকা আবোলতাবোল কিছু ভাবতে শুরু করে দিয়ো না তুমি। চিন্তার কোন কারণ নেই। শহরে একটা কাজ আছে আমার, ভাবলাম তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভালই হবে। শহরে পৌঁছার পর তুমি কাপড় কেনার ফাঁকে আমি আমার কাজটা সেরে

নেব। বুঝেছ? আর মাইকের কথা বলছ? সে তো হরহামেশা এরকম খেপে ওঠে—তোমরা মেয়েরা যেমন। বোধ হয় ওর সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশি বলেই এমন হয়, বাড়াবাড়ি করার সাহস পায় সে। অবশ্য সাধারণত রাতে একটা ঘুম দিলেই আবার শান্ত হয়ে যায় লোকটা, কোন চিহ্ন থাকে না মেজাজের। সে খুব ভাল করে জানে আমার সঙ্গে সমঝে চলতে হবে তাকে, নইলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেব না!

'রসারের ওপর সে খেপে আছে, তাই না?'

'তোমার কি মনে হয়? ওকে জন্মের মার মেরে ছেড়ে দিয়েছে রসার, ওই অপমানের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারবে না মাইক। রসারকে ঘৃণা করাই তো তার বেলায় স্বাভাবিক।'

'ওকে সাবধান করে দেয়ার দরকার ছিল না?'

'কাকে, রসারকে?'

'হ্যাঁ। মানে আগেই জানিয়ে দিলে ভাল হত আরকি!'

'আরে দূর! রসারকে সাবধান করার কোনই প্রয়োজন নেই। মাইক ওয়ারনারের মত মানুষ রসারের মত কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে লাগতে গেলে তুমি নিশ্চিন্তে রসারের পক্ষে লক্ষ টাকা বাজি ধরো; মাইক ওয়ারনারকে একহাতে পিটিয়ে তক্তা বানানোর তাকত রাখে রসার।'

একথায় সন্তুষ্ট হলো যেন রোজ, কারণ এরপর আর কোন প্রশ্ন করল না মেয়েটা। আর কোন কথাবার্তা হলো না দুজনের মধ্যে।

অবশেষে সামনে শহরের হলদে ল্যাম্পলাইটের আভাস দেখতে পেল ওরা। খানিকক্ষণের মধ্যে ঘোড়ার খুরের ক্লপ-ক্লপ শব্দ তুলে বড় রাস্তায় উঠে এল বাকবোর্ডটা। ব্রেক টেনে জেনারেল স্টোরের সামনে ওটাকে দাঁড় করাল লুকাস। চালকের আসন থেকে নেমে এল সে,

নামতে সাহায্য করল রোজকে।

'এবার যাও,' বোনকে বলল সে, 'যত ইচ্ছা সময় নিয়ে মনের মত একটা কাপড় কিনে নাও। আমি ফিরে আসার আগেই যদি তোমার হয়ে যায় তাহলে এখানেই বাকবোর্ডে বসে অপেক্ষা করো, চিন্তা করো না কোন, ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল রোজ, স্কার্ট ঠিকঠাক করে লুকাসের পাশ ঘেঁষে সোজা স্টোরে গিয়ে ঢুকল।

বেল্ট টেনে প্যান্টটা জায়গামত বসাল লুকাস, তারপর রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল। কিভাবে কি করবে এখনও কিছু স্থির করতে পারেনি সে, তবে জানে অচিরেই একটা লাগসই বুদ্ধি ঠিক খেলে যাবে মাথায়। এখন এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে লুকাস: মাইক ওয়ারনারের সঙ্গ ওকে ত্যাগ করতেই হবে; যা হবার হয়েছে, এপথে আর নয়। একটা সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আজ সোজা পথে ফিরে আসার এবং সুযোগটা কাজে লাগানোর ষোলআনা ইচ্ছা রয়েছে ওর। শেষ বারের মত খারাপ একটা কাজ করবে, এছাড়া উপায় নেই কোন।

একটা কথা আগেই বুঝে গেছে লুকাস—ব্যাংকে হামলা চালাতে খুব বেশি সময় নেবে না ওয়ারনার। শহরবাসীরা জেগে থাকতে থাকতেই এখানে চড়াও হবে সে; লোকজনের আনাগোনা থাকবে রাস্তায়, ঘোড়ার পিঠে যাওয়া আসা করবে অনেকে—এইসব সাধারণ স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের আগমনের ব্যাপারটা চাপা দেবে বলে আশা করবে মাইক ওয়ারনার।

রাস্তা বরাবর বেশ কয়েক জায়গায় হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেল লুকাস। বাঁধা থাকলে সাধারণত জানোয়ারগুলো যেমন করে ওরাও তাই করছে: এদিক ওদিক নড়ছে, অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ঠুকছে

মাটিতে; ক্ষণে ক্ষণে ডেকে উঠছে তীক্ষ্ণ স্বরে। বাকবোর্ড আর ওয়্যাগনও দেখতে পেল লুকাস রাস্তায়—ওগুলোর সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো নড়াচড়া করার সময় হার্নেস আর শ্যাফট-এর কর্কশ ধাতব শব্দ হচ্ছে। লোকজন হাঁটাচলা করছে রাস্তায়। এসব দেখে মনে মনে খুশিই হলো লুকাস। গোপনে কাজ সারার জন্যে ওরও শহরের স্বাভাবিক আওয়াজ আর হৈচৈ-এর সাহায্য লাগবে। কেউ টের পেলে ভেস্তে যাবে ওর সব আশা। ব্যাংকের কাছাকাছি চলে এল লুকাস। ওটাকে অতিক্রম করে যাবার সময় উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখল বন্ধ ব্যাংকটা। সলতে নামানো একটা সিলিং লাইট জ্বলছে নতুন কাউন্টারের ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে আশপাশে নজর বোলাল পিট লুকাস। একটা স্টোরের বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে; স্যাডল হার্নেস ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা ওখানে, আবার সহজ ভঙ্গিতে সরে এল সে; স্টোরের পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া গলিতে ঢুকে পড়ল স্যাৎ করে। অন্ধকার গলিপথ বরাবর নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেল ও। শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, উবু হয়ে এবার স্টোরের পেছন দেয়াল ঘেঁষে পাশের দালানটার দিকে দৌড়ে গেল দ্রুত। আবার নজর বোলাল ইতিউতি—এখনও দুটো দালান দূরে রয়েছে ব্যাংকটা। আবার আগের কায়দায় আগে বাড়ল লুকাস, উবু হয়ে, যাতে কারও নজরে পড়ে না যায় সেজন্যে অন্ধকার ছায়া বেছে বেছে চলছে।

ব্যাংকের পাশের দালানটার কাছে এসে আবার থামল লুকাস, চারপাশে নজর চালাল একটা মইয়ের খোঁজে; পেয়েও গেল। খুশি হয়ে উঠল সে নিজের ওপর। মইটা তুলে নিল লুকাস, ব্যাংকের পাশের দালানের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল ওটাকে, তারপর ধাপ বেয়ে তরতর করে ছাদে উঠে এল। মইটাও টেনে ছাদে তুলে নিল।

আসল কাণ্ড যখন শুরু হবে তখন মইটা ঠেস দেয়া অবস্থায় কারও নজরে পড়ে গেলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। কাজ শেষে এখান থেকে সটকে পড়ার সময় মইটা আবার নামিয়ে নিলেই হবে, কোন সমস্যা হবে না।

ছাদের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লুকাস, তারপর বুকে হেঁটে কিনারার একেবারে ইঞ্চিখানেকের মধ্যে চলে এল। এখান থেকে পেছনের উঠানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ব্যাংকের পেছন-দরজার দিকেও নজর রাখতে পারবে সহজেই।

নিজের পিস্তলটা পরখ করে নিল লুকাস, একপাশে নামিয়ে রাখল ওটা, অপেক্ষা করতে লাগল তারপর।

সহসা কতগুলো ছায়ামূর্তিকে ব্যাংকের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল লুকাস। মাইক ওয়ারনার একটুও সময় নষ্ট করেনি! পিট যদি তাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত তেমন একটা সুবিধা হত না, ফলপ্রসু কিছু করার আগেই আক্রমণ শুরু হয়ে যেত ওদের।

প্রথমে তিনজন লোক এগিয়ে এল, তারপর চতুর্থজনকে দেখা গেল, এল পাঁচ নম্বর; এবং ছয় নম্বর। ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাইক ওয়ারনার নিজে। এবার সপ্তম ছায়ামূর্তি উদয় হলো, দেখল লুকাস। ওদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সে, আপনমনে মাথা দোলাল, তারপর গম্ভীর চেহারায় আবার হাতে তুলে নিল পাশে রাখা পিস্তলটা।

ওয়ারনার আর ভাড়াটে গানম্যানদের একজন ব্যাংকের পেছন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আচমকা গর্জে উঠল লুকাসের পিস্তল, আবার গুলি চালাল ও, পরক্ষণে ছাদের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিল নিজেকে। নিচ থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল, তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ব্যাংকের দরজা, আওয়াজ পেল লুকাস। গড়িয়ে চিত হয়ে শুলো সে,

একটু একটু করে ছাদের কিনারার আরও কাছে চলে এল। একটা জানালা চোখে পড়ল ওর, রাতের ম্লান আলোয় চিকচিক করছে ওটার কাঁচ। ছাদের কিনারা থেকে পিস্তলের মায্‌লটা বাড়িয়ে ধরল ও, পলকে একবার গুলি ছুঁড়েই স্যাঁৎ করে আবার সরিয়ে নিয়ে এল হাতটা। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ।

উত্তেজিত গলার আওয়াজ ভেসে এল রাস্তা থেকে। চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে লোকজন। জানালা ভাঙার আকস্মিক শব্দ সতর্ক করে দিয়েছে তাদের। দরজা খোলার শব্দ এল এবার, কাঠের সাইডওঅকে সবুট পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। এবার রাস্তার দিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল লুকাস, তারপর মইটা টানতে টানতে বুকে হেঁটে ছাদের অন্য পাশে চলে এল। সাবধানে কিনারার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল একবার। নিচে অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন। আস্তে আস্তে মইটা নামাতে শুরু করল সে। মাটি স্পর্শ করেছে ওটা বুঝতে পেরে নেড়েচেড়ে স্থির করে বসাল, তারপর একটা ডিগবাজি খেয়ে ছাদ থেকে মইয়ের ধাপে চলে এল, দ্রুত নেমে এল নিচে। চট করে গলিপথ ধরে এগোতে শুরু করল রাস্তার দিকে; শেষ প্রান্তে পৌঁছে বেরিয়ে আসার আগে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে সশস্ত্র শহরবাসীরা। ঝট করে রাস্তায় উঠে এল লুকাস, কেউ খেয়াল করল না।

মাত্র একটা দালান পরেই স্যালুন দেখা গেল একটা। সেদিকে পা বাড়াল লুকাস। দরজার সামনে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর পা রাখল ভেতরে।

'কি শুরু হলো?' বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল লকাস।

'মনে হয় ফের হামলা হয়েছে ব্যাংকে,' জবাব দিল বারটেন্ডার।

'অ,' বলল লুকাস। 'আমাকে বিয়ার দাও দেখি একটা।'

ওকে বিয়ার সার্ভ করল বারটেন্ডার, তারপর বারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল দ্রুত, তার হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল দেখা গেল।

'টাকাটা বারের ওপরই রেখে যেয়ো তুমি,' লুকাসকে বলল সে। 'আমি যাই, রেইডার হারামজাদাগুলোর এক আধটাকে ঘায়েল করা যায় কিনা দেখি!'

'একটু দাঁড়াও,' ওকে বলল লুকাস। ঢক্‌ঢক্‌ করে শেষ করে ফেলল বিয়ারটুকু। একটা কয়েন ফেলল বারের ওপর, তারপর একটানে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তলটা। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে!'

হাসল বারটেন্ডার।

'চলো,' বলল সে।

টাকার একটা বান্ডিল পকেটে ঢোকাল বারটেন্ডার। এবার একসঙ্গে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা দুজন। শার্টের হাতায় মুখ মুছল লুকাস।

'গলিতে ঢুকে পড়ো,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলল সে। 'পেছন থেকে একটাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারব আমরা!'

গলিপথ ধরে দ্রুত এগোল ওরা। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেয়া অবস্থায় মইটা রেখে চলে গিয়েছিল লুকাস তখন, আরেকটু হলেই ওটার সঙ্গে টক্কর খেত বারটেন্ডার, লোকটা মইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে ওটার কথা মনে পড়ল ওর, হাত বাড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি। লোকটার বাহু আঁকড়ে ধরে ঝটিতি সরিয়ে আনল তাকে, দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল বারটেন্ডার। পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনই, হাঁপ ধরে গেছে।

দালানের এক কোণে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ওরা। ব্যাংক-

ঘেঁষা গলিপথে কতগুলো ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেল। হঠাৎ একজন গলির মুখের কাছে এসে পটাপট কয়েকটা গুলি চালাল, আন্দাজের ওপর, অন্ধকারের উদ্দেশে; বোঝা যাচ্ছে গলির অপর প্রান্ত থেকে ওদের লক্ষ্য করে যারা গুলি চালাচ্ছে তারাই ওর লক্ষ্যবস্তু ছিল। আরেকজন লোক দুম দুম করে বাড়ি মারতে লাগল ব্যাংকের পেছন দরজায়, ভেতরে অবস্থানকারীদের তাড়া দিচ্ছে জলদি বেরিয়ে আসার জন্যে।

'একসঙ্গে গুলি চালাব আমরা,' বারটেন্ডারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল লুকাস।

নিজ নিজ পিস্তল উঁচু করে ধরল ওরা।

'রেডি?' জানতে চাইল লুকাস। 'শুরু করো!'

গর্জে উঠল জোড়া পিস্তল। বুলেটের আঘাতে টলে উঠল একটা ছায়ামূর্তি, হুমড়ি খেয়ে পরে গেল মাটিতে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি হুড়মুড়িয়ে পড়ল তৃতীয় একজনের ওপর। এবার ব্যাংকের পেছনের জায়গাটায় এমন গোলাগুলি শুরু হলো যে গা বাঁচাতে দালান কোঠার কাছে চলে আসতে বাধ্য হলো হানাদাররা; দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার প্রয়াস পেল তারা।

ওদের ঘিরে ফেলেছে শহরবাসীরা। ব্যাংক আর জনতার ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েছে হবু ব্যাংক ডাকাতের দল। গুলির আওয়াজে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। আরও বেড়ে উঠল গুলির আওয়াজ, তার সঙ্গে তাল মেলাল লুকাসরা।

এবার অন্য ডাকাতরা বেরিয়ে এল ব্যাংকের ভেতর থেকে। ওদের মধ্যে দুজন কি যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টায়, ওজনদার আয়রনবক্স ওটা, আন্দাজ করল লুকাস।

ওর পেছনেই ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রায় আধ ডজন লোক অস্ত্র হাতে ভিড় করল ওর পিঠের কাছে।

‘কোথায় ব্যাটারা?’ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল একজন।

‘ওই যে,’ মাথা না ঘুরিয়েই জবাব দিল লুকাস, ‘দেখেছ?’

মুখে জবাব দেয়ার পথে গেল না কেউ, গুলির প্রকট শব্দের রূপ নিল সেটা। চারপাশে শুরু হলো ধোঁয়ার নাচন ঝাপসা হয়ে গেল যেন দৃষ্টি। তারপর যখন ধোঁয়ার মেঘ সরে যেতে শুরু করল অসহ্য হয়ে উঠল চারপাশের হঠাৎ চেপে বসা নীরবতা। হাতে অস্ত্র প্রস্তুত, লুকাসের পেছন থেকে উঠানের দিকে এগিয়ে গেল লোকজন। আরও সামনে এগিয়ে গেল তারা। আরও অনেক লোক বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে, খানিকক্ষণের মধ্যেই গমগম করতে লাগল উঠানটা মানুষের গুঞ্জনে।

ব্যাংকের দরজার কাছাকাছি এলোপাতাড়ি ভঙ্গিতে পড়ে আছে অনেকগুলো লাশ। ভারি আয়রনবক্সটাকে ওটা বহনকারী দুই দুর্বৃত্তের লাশের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখা গেল। একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠল হঠাৎ, হলদে আলোয় ভৌতিক একটা আবহ সৃষ্টি হলো আশপাশে। আলো নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এল একলোক, উঁচু করে ধরল সে ল্যাম্পটা। শহরবাসীরা উবু হয়ে ভূপাতিত রেইডারদের লাশ চিত করে শোয়াতে লাগল।

‘মনে হয় সব কটাকেই শেষ করা গেছে,’ মন্তব্য করল একজন।

গলি ছেড়ে এগিয়ে গেল লুকাসও, বারটেন্ডারের কথা ভুলে গেছে। লাশগুলো পরখ করার সময় চেহারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। এদিকে বুকের খাঁচায় ধড়াস-ধড়াস করে নাচছে ওর হৃৎপিণ্ড! বেশ কয়েকজন রাইডারের চেহারাই বিকৃত হয়ে গেছে, তবু সবাইকেই চিনতে পারল লুকাস।

ফের যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, মনে হলো কিছু একটা যেন আটকে আছে গলার কাছে। মাইক ওয়ারনারের লাশ দেখতে পায়নি ও। যেভাবেই হোক সটকে পড়েছে সে।

ঘুরে দাঁড়াল লুকাস। এই সময় ওর বাহু জাপ্টে ধরল কে যেন। ল্যাম্পের আলোয় বারটেন্ডারকে চিনতে পারল ও।

'এই যে, পার্টনার,' গলা চড়িয়ে বলল লোকটা, 'আবার স্যালুনে চল আমার সঙ্গে। এবার আমার তরফ থেকে ড্রিংক হবে একদফা, ঠিক আছে? দারুণ লোক হে তুমি! তোমার কায়দা আমার ভাল লেগেছে, সত্যি!'

ওদের দিকে তাকাল বাকি সবাই।

'এই লোকই আজ হামলাটা পণ্ড করে দিয়েছে,' চড়া গলায় ঘোষণা করল বারটেন্ডার। 'ওই আমাকে গলিপথ দিয়ে নিয়ে এসেছিল যাতে হতচ্ছাড়া রেইডারদের দফারফা করা যায়! এ কাজের জন্যে সাহস লাগে। যদি উল্টো কিছু ভাবার চেষ্টা করো তাহলে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের।'

'আহা, থাক,' বলল লুকাস। বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ করে হেসে উঠল সে। 'আমাকে হিরো বানানোর খুব কোশেশ করছ অথচ একটা কথা বেমালুম ভুলে বসে আছ যে আগাগোড়া আমার সঙ্গেই ছিলে তুমি! আমার চেয়ে কিছু কম করোনি! কি, ঠিক বলেছি কিনা?'

হাসল বারটেন্ডারও। বাকিরাও যোগ দিল ওদের হাসিতে।

'একদম খাঁটি কথা বলেছে ও,' বলল বারটেন্ডার, এক হাতে লুকাসের কাঁধ জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল। 'তোমরা কেউ যদি দুদুজন দুর্ধর্ষ হিরোর সঙ্গে ড্রিংক করার একটা সুযোগ কাজে লাগাতে চাও চলে এসো আমাদের সঙ্গে। বারের খরচায় ড্রিংক চলবে আজ, কেউ বাদ যাবে না!'

অন্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে একটু লম্বা একজন ঠেলেঠুলে লুকাসের পাশে এসে দাঁড়াল।

রসার।

'হাই, হিরোজ!' হাসিমুখে বলল সে। বুক চেতিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল বারটেন্ডার, রসিকতা করে তার পাঁজরে একটা খোঁচা দিল রসার। 'মনে হয় সব কটাকেই খতম করা গেছে,' বলল ও।

আরেকটু হলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কথাটা: *'আসল লোক, মাইক ওয়ারনার, পালিয়েছে!'* কিন্তু ঠিক সময় মত নিজেকে সামলে নিল লুকাস।

'তো?' জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার, 'ড্রিংক চলবে নাকি এবার?'

'হায় খোদা,' বলে উঠল লুকাস, 'আমি তো আমার বোনটার কথা একেবারে ভুলে গেছি! বাকবোর্ডে বসে থাকতে বলেছিলাম ওকে—রাস্তার ওপর। জেনারেল স্টোর থেকে বেরিয়ে ওখানেই আমার জন্যে ওর অপেক্ষা করার কথা।'

'বহাল তবিয়তেই আছে সে,' ওকে আশ্বস্ত করে জানাল রসার। 'গোলমাল শুরুর পরপরই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার, ওকে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেলে রেখে এসেছি আমি। এখন ওখানেই আছে।'

'ওহ্,' বলল লুকাস, স্বস্তির সুর ফুটে উঠল কণ্ঠে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' জবাব দিল রসার।

'কি?' আবার জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার, 'কিছু বলছ না যে কেউ?'

লুকাসের একপাশে রসার আর আরেকপাশে থাকল বারটেন্ডার, গলিপথ ধরে একসঙ্গে বড় রাস্তার দিকে এগোল সবাই। রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল লুকাস, বারটেন্ডারের দিকে তাকাল।

'শোনো,' বলল সে, 'তুমি যদি মনে কিছু না নাও, পরে কোন একদিন ড্রিংকটা করতে চাই আমি।'

'আরে, কি যে—'

'লুকাসের বোন নিশ্চয়ই চিন্তা করছে ওর জন্যে,' বলল রসার। 'তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আবার যখন শহরে আসবে ও, তোমার ড্রিংকের দাওয়াত গ্রহণ করবে, ঠিক কিনা, পিট?'

'ঠিক।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে,' বলল বারটেন্ডার, 'যেমন তোমার ইচ্ছা!'

হাত বাড়িয়ে দিল সে, জাপটে ধরে আন্তরিকভাবে ঝাঁকুনি দিল লুকাস; তার পর রসারের পাশাপাশি রাস্তা ধরে এগোল হোটেলের উদ্দেশে। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রোজ।

'এই যে, নিয়ে এলাম তোমার ভাইকে,' বলল রসার, 'তোমার জানা দরকার, আজ শহরের সবার মুখে কিন্তু খালি ওর নামই উচ্চারিত হচ্ছে!'

'দূর,' বলল লুকাস।

পালা করে দুজনের দিকে তাকাল রোজ।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'আরে, আমি অন্য সবার সঙ্গে ব্যাংক ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়েছিলাম, আর কিছু না,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল লুকাস, 'এখন ওরা সবাই মিলে আমাকে হিরো বানানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।'

মুচকি হাসল রসার।

'কিন্তু ও হিরো হতে চায় না!' বলল ও।

বাকবোর্ড পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল রসার। প্রশস্ত আসনে উঠে বসতে সাহায্য করল রোজকে; লুকাস ওর পাশে উঠে না বসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করল, তারপর হ্যান্ডব্রেকের সঙ্গে প্যাঁচানো লাগাম খুলে লুকাসের হাতে দিয়ে পিছিয়ে এল খানিকটা।

'গুড নাইট,' বলল রোজ।

হাত নেড়ে জবাব দিল রসার। ঘুরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল বাকবোর্ড। কার্ব-এ স্থির দাঁড়িয়ে ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার, চিন্তিত চেহারা। অবশেষে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা। কেন যেন খুঁত খুঁত করছে ওর মনের মধ্যে। একটা খটকা আছে কোথাও, সেটা কি ধরতে পারল না ও। দ্রুত পায়ে আবার রাস্তা ধরে এগোল রসার, লিভারি আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

ছয়

ঝলমলে চাঁদ অকৃপণ বিলোচ্ছে ঠাণ্ডা আলো। রাতের হিমেল হাওয়া কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। জ্যাকেটটা ভাল মত গায়ে জড়িয়ে নিল রোজ, কিন্তু তেমন উষ্ণতা পাওয়া যাচ্ছে না ওটা থেকে, লুকাসের আরও কাছে সরে এল সে।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' বলল ভাইয়ের উদ্দেশে।

'এই তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি আমরা,' জবাব দিল লুকাস, 'ঘরে গিয়ে আরাম করতে পারবে যত খুশি!'

বাড়ি মুখো যাত্রার প্রথম আধঘণ্টায় আর কোন আলাপ হলো না

দুভাইবোনের মধ্যে।

'পিট,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে আবার কথা বলল রোজ।

'অ্যাঁ?'

'তুমি দেখছি একেবারে ঝিম মেরে আছ,' জানতে চাইল রোজ, 'ব্যাপার কি, খারাপ কিছু হয়নি তো?'

'দেখো—'

'জানি, জানি—আমাকে আগেই বলেছ তুমি, খারাপ কিছু ঘটেনি, ঘটার কারণও নেই—কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে কোন কারণে বেশ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছ তুমি। আমাকে জড়াতে চাও না বলেই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছ আগাগোড়া। আমাকে সব খুলে বলো, প্লীজ, পিট!'

'কি করতে হবে আমাকে শুনি?' বলে উঠল লুকাস, 'বলার মত কিছু না থাকলেও একটা কিছু বলতেই হবে বানিয়ে?'

'না, তা কেন করবে!' বলল রোজ। 'আচ্ছা, পিট,' আবার বলল সে, 'সেদিন অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম বার্নে। ওগুলো আবার কবে কেনা হলো? আমি জানতে পারলাম না যে?'

'ঘোড়াগুলো আমাদের না। ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার পথে এদিকেই যাত্রা বিরতি করেছিল আমার কয়েকজন বন্ধু, ওগুলো তাদের ঘোড়া, রাখতে দিয়েছিল আমাদের বার্নে। আসলে ওই ঘোড়াগুলোই দেখেছিলে তুমি।'

'তাই বলো,' বলল রোজ, 'ইয়ে, এমনি জানতে চাইছি, যে কাজে শহরে গিয়েছিলে সারতে পেরেছ?'

'অ্যা? হ্যাঁ, কাজটা—নাহ্, পারিনি। যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে আসেইনি। আমি অবশ্য আগেই আঁচ করেছিলাম সে

আসবে না। খুব একটা হতাশ হইনি তাই।'

'সেদিন টেক্স অস্টিনের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম,' আবার বলল রোজ, 'সে আমাদের র‍্যাঞ্চের পাঞ্চার হলে পে-রোলে তার নাম নেই কেন? তুমি যদি আমাকে না জানিয়ে লোকজনকে চাকরি দিতে শুরু করো—'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল লুকাস।

'টেক্স অস্টিনের কথা কি জানো তুমি?' জানতে চাইল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রোজ। লুকাসের প্রশ্নের ভঙ্গিতে হতবাক।

'কিছুই না,' জবাব দিল ও, 'একবারই ওকে দেখেছি আমি, তাও খুব বেশি হলে দু'এক মিনিটের জন্যে হবে!'

'অ,' বলল লুকাস, কণ্ঠে স্বস্তির আভাস।

'আমি যেদিন শহরে গেলাম সেদিনের কথা,' আবার বলতে লাগল রোজ। 'বাকবোর্ড নিয়ে বাংকহাউসের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ঘোড়া ল্যাংচাতে শুরু করল। ঘটনা কি দেখার জন্যে সীট থেকে নেমে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই অস্টিন লোকটা বেরিয়ে এল। ঘোড়ার নাল পরীক্ষা করল সে। তারপর কি একটু খুটখাট করতেই আবার ঠিক হয়ে গেল ঘোড়াটা।'

'বুঝেছি,' বলল লুকাস, 'নিশ্চয়ই নুড়ি-টুড়ি আটকে গিয়েছিল ঘোড়াটার নালের ফাঁকে।'

'তা হতে পারে। সে যাকগে, লোকটাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বুঝলাম আগে কখনও তাকে র‍্যাঞ্চে দেখিনি, তাই নাম ধাম জিজ্ঞেস করলাম। সে আমাকে বলল র‍্যাঞ্চে নাকি নতুন এসেছে, তার আসল নাম অস্টিন হলেও ঘনিষ্ঠরা সবাই টেক্স ডাকে। কথাবার্তা এ-পর্যন্তই, চলে

যায় সে, তারপর আর তাকে দেখিনি আমি।'

'হয়তো আর কোনদিন দেখবেও না,' বলল লুকাস।

'সে-ও কি তোমার সেই ক্যালিফোর্নিয়াগামী বন্ধুদের একজন নাকি?' প্রশ্ন করল রোজ।

'হ্যাঁ- হ্যাঁ। ও যদি আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত তাহলে খুব ভাল হত। টেক্স অস্টিন কিন্তু দুর্দান্ত কাউহ্যান্ড। মানুষ হিসাবেও চমৎকার। অবিশ্বাস্য সব কথা দিব্যি চেহারা নির্বিকার রেখে বলতে পারে। ওর কোন্ কথা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যা বোঝা দায় হয়ে পড়ে। বন্ধুরা তো ওকে চাপাবাজ খেতাব দিয়ে বসে আছে। ওর কথায় আবার মেয়েরা কিন্তু পটাপট গলে যায়!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! টেক্স তো দেখতে শুনতেও ভাল!'

'আমি অবশ্য অতটা খেয়াল করিনি,' বলল রোজ।

বাড়ি ফেরার দ্বিতীয় পর্যায়ে এর পর আর কোন কথা হলো না দুজনের।

পনের-বিশ মিনিট গড়িয়ে গেল, অবশেষে ঘোড়া ঘুরিয়ে বাকবোর্ড নিয়ে মূল রাস্তা থেকে বাঁক নিল লুকাস। র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকে বাংকহাউসের পাশ দিয়ে গিয়ে বার্নের সামনে থামাল বাকবোর্ড, একলাফে নেমে এল আসন থেকে, তারপর ঘুরে রোজের কাছে এসে দাঁড়াল দ্রুত। নেমে আসতে সাহায্য করল বোনকে।

'জলদি ঘরে চলে যাও তুমি, ঠিক আছে?' রোজকে বলল সে, 'গরম কাপড় গায়ে চড়িয়ে শীত তাড়ানোর ব্যবস্থা নাও।'

'কড়া গরম কফি খাবে নাকি তুমি?' জিজ্ঞেস করল রোজ।

'হ্যাঁ, পেলে মন্দ হয় না কিন্তু,' জবাব দিল লুকাস। 'তুমি আগে

যাও, ব্যবস্থা করো। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ব আমি।'

রাস্তা বরাবর দৌড়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল রোজ। ঘোড়াসহ বার্নে ঢোকার সময় কিচেনের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে লুকাস বুঝল ভেতরে ঢুকেছে রোজ। ঘোড়াগুলোকে হারনেসের বন্ধন থেকে মুক্ত করল লুকাস, একপাশে ঝুলিয়ে রাখল সব গিয়ার। তারপর ঘোড়াগুলোকে যার যার স্টলে ঢোকাল। কাজ শেষে প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। সহসা মেঝেয় একটা মানুষের বিকট ছায়া দেখতে পেল সে। থমকে দাঁড়াল আবার। আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইক ওয়ারনার। কপালে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, তার ডান চোখটা এখনও পুরোপুরি বন্ধ; চোয়ালের ওপর লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন—সেদিন রসারের সঙ্গে মারপিট করার সময় আয় করেছে—দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনের হলদে আলোয় এমন বিভৎস লাগছে। দরজাটা টেনে আটকে দিল ওয়ারনার। মাথার টুপিটা ঠেলে আরও পেছনে সরাল, এবার গানবেল্টে দুহাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে মোলায়েম হাসল।

'আমাকে দেখে চমকে গেছ না, পিট?' কায়দা করে জিজ্ঞেস করল সে।

'কি বলতে চাও, চমকাব কেন?'

'ধাপ্পা দিয়ে এখন গা বাঁচানোর চেষ্টা করছ, না?'

'কি আবোল তাবোল বকছ, আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

আরও প্রসারিত হলো ওয়ারনারের মুখের হাসি।

'না বোঝাই স্বাভাবিক,' বলল সে, 'তুমি তো রসার ব্যাটাকে আগে ভাগে খবর দিয়েই খালাস; এছাড়া আর কিছু করোনি। আর ওদিকে

আমরা ব্যাংকে হামলা চালানোমাত্র রসারসহ শহরের প্রত্যেকটা লোক আমাদের ওপর পাল্টা হামলা চালিয়েছে। বুঝতে পারছ বোধ হয় এবার?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!' বলে উঠল লুকাস, 'অমন কিছুই করিনি আমি। আগেই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, ব্যাংক ডাকাতি করে পার পাবে না। তখন আমার কথায় পাত্তা দাওনি। এখন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ায় খেপে গেছ তুমি, অযথা মেজাজ দেখাতে চাইছ। আমার ওপর ঝাল ঝাড়তে চাইছ। এবার তোমার হাবভাব বদলানোর সময় হয়েছে, *মিস্টার* ওয়ারনার।'

আবার প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল লুকাস, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু ওর পথ ছেড়ে সরল না ওয়ারনার। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল লুকাস।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল ও, 'কি করার কথা ভাবছ তুমি, সারা রাত ওভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

এবার একপাশে সরে দাঁড়াল ওয়ারনার। দরজার কাছে এসে ধাক্কা দিয়ে কবাট খুলতে গেল লুকাস, এই সময় সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল মাইক, অঘাত হানল সজোরে। 'হুক' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লুকাসের গলা চিরে, কবাটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। একটু সরে দাঁড়াল এবার ওয়ারনার, তার হাতে লম্বা ফলাঅলা একটা ছুরি দেখা গেল, ওটার ডগা থেকে টুপটুপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে মেঝেয়।

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লুকাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ারনার। মাথার ওপর লহমার জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার হাতে ধরা ছুরির ফলা, পরক্ষণে আবার খ্যাচ করে সেঁধিয়ে গেল লুকাসের পিঠে, আমূল। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে দরজার কাছ থেকে সরে এল লুকাস। রক্তাক্ত ছোরা প্রস্তুত, ওর পেছন

পেছন এগোল মাইকও; সাপের মত হিসহিস শব্দ বেরোচ্ছে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। আবার মাথার ওপর ছুরি তুলল সে, আচমকা ঘুরে গেল লুকাস, মুখ থুবড়ে সটান পড়ে গেল মেঝের ওপর। চাপা একটা শব্দ হলো। নিথর পড়ে থাকল লুকাস। এক লাফে ওর পাশে চলে এল মাইক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল একমুহূর্ত, তারপর একটা পা পেছনে এনে সজোরে লাথি হাঁকাল লুকাসের মুখ বরাবর। দ্রুত পা ফেলে দেয়ালের লণ্ঠনটার দিকে এবার এগিয়ে গেল ওয়ারনার, কাঁচের ফানেলটা সামান্য উচু করে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল আগুনটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা পড়ল বার্নের অভ্যন্তর। বেরিয়ে যাবার সময় আস্তে করে দরজাটা আটকে দিল সে।

গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা বরাবর এগোল রোজ।

'পিট!' গলা চড়িয়ে ডাকল একবার।

দাঁড়িয়ে পড়ে লুকাসের জবাব শোনার অপেক্ষা করল ও এক মুহূর্ত। জবাব নেই। খানিক পর জ্যাকেটটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সে, আবার এগোল বার্নের দিকে।

একটানে বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল রোজ। ভেতরে কালো অন্ধকার দেখে রীতিমত অবাক হলো সে।

'পিট!' আবার ডাকল জোর গলায়।

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ভেতরে ঢুকল রোজ, পা বাড়াল সামনে, পরক্ষণে কিছু একটার সঙ্গে হোঁচট খেলো, সামলাতে না পেরে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পড়ে গেল সে একপাশে। পিছু হটে আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল। পথ আগলে পড়ে থাকা জিনিসটাকে পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালের কাছে এসে হাতড়ে হাতড়ে

এগোতে শুরু করল, দেশলাই রাখার টিনের বাক্সটা খুজেঁ বের করল দ্রুত, লণ্ঠনটা ধরল একহাত বাড়িয়ে, তেতে আছে কাঁচের ফানেল, চট করে হাতটা সরিয়ে নিল ও। বাক্স থেকে ঝটপট একটা কাঠি বের করে দেয়ালের গায়ে ঘষা দিতেই দপ করে জ্বলে উঠল ওটা। জ্বলন্ত কাঠি হাতে ঘাড় ফিরিয়ে মেঝের দিকে তাকাল রোজ। লহমায় বিস্ফারিত হলো তার দুচোখ। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লুকাসের লাশের ওপর যেন আটকে গেল দৃষ্টি। লুকাসের লাশের পাশে জমে ওঠা রক্তের ছোট ডোবাটা থেকে এদিক ওদিক গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে এখন ক্ষীণ রক্ত-ধারা, কাঠের পাটাতনের ফাঁক গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নিচে। দৃশ্যটা রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল রোজকে। আচমকা গলা চিরে আর্তচিৎকার করে উঠল ও, কলজে কাঁপানো আর্তনাদ! ওর হাত থেকে খসে পড়ল দেশলাইয়ের কাঠিটা। দরজার দিকে দৌড়ে গেল রোজ, বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে। ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল কেউ একজন, সোজা তার সঙ্গে টক্কর খেলো। ওকে নিষ্ঠুর হাতে জাপটে ধরল লোকটা। হাত পা ছুঁড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল রোজ। নির্দয় একটা হাত প্রচণ্ড আঘাত করল ওকে। জ্ঞান হারানোর আগে রোজ বুঝতে পারল মাটি থেকে শূন্যে তুলে নেয়া হয়েছে তাকে। আবার যখন জ্ঞান ফিরল এর চেয়ে বেশি কিছু আর মনে করতে পারল না সে। সহসা টের পেল প্রচণ্ড দোল খাচ্ছে ওর শরীরটা, বুঝল ছুটন্ত একটা ঘোড়ার পিঠে রয়েছে এখন।

ঘোড়া হাঁকিয়ে রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে জন রসার। হঠাৎ নিজের পারলার থেকে বেরিয়ে এল সাই ফিলিপস, ওকে দেখতে পেয়ে ইশারায় থামতে বলল। আচমকা রাশ টানল রসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে সাই

ফিলিপসের দিকে এগিয়ে গেল। বাধা পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল অ্যাগি নাক সিঁটকে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রসার।

ছিপছিপে একহারা গড়ন ফিলিপসের, সারাক্ষণই তার চেহারায় বিরক্তির ছাপ লেপ্টে থাকে, এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল সে।

'এ[illegible] দেখছি ছটা করে লাশ আসতে শুরু করেছে!' গজগজ করে বলল আন্ডারটেকার, 'এভাবে আর কতদিন চলবে বলো তো?'

'বোধ হয় আর বেশিদিন খাটতে হবে না তোমাকে।'

'এই ছয়জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম,' বলল ফিলিপস, 'সবার সঙ্গেই টাকা ছিল—ওদের পকেট, মোজা, বুট সব টাকায় একেবারে ঠাসা!'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত মানতেই হবে,' মন্তব্য করল রসার, 'কিন্তু এর মানে কি হতে পারে সেটা তো বুঝলাম না। অবশ্য এমনও হতে পারে এবার চোর ডাকাতদের দলে বড় লোকের ছেলেপেলেরাও নাম লেখাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে!'

আরও কুঁচকে গেল ফিলিপসের চোখমুখ।

'এটা কি ঠাট্টার বিষয় হলো?' প্রশ্ন করল সে।

'ঠাট্টার বিষয় হবে কেন!' বলল রসার, 'আচ্ছা খদ্দেরের কাছে টাকা পয়সা পেলে সেগুলো দিয়ে সাধারণত কি করো তুমি?' জানতে চাইল।

'তোমার কি ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফিলিপস, 'ওদের কবর দিতে টাকা পয়সা লাগে না আমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—লাগেই তো!' সায় দিল রসার। 'যা হোক, ফিলিপস, আমার মনে হয় শিগগিরই তোমার গণ কবরের কাজটায় ভাটা পড়বে।'

আবার বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল আন্ডারটেকার, ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে গেল ফের পারলারে।

'ব্যাটা আরামেই দিন কাটাচ্ছে বটে,' আপনমনে বিড়বিড় করল রসার। ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো সে আবার।

ছোটার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে অ্যাগি, শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর মেয়ারটাকে দৌড়াবার সুযোগ দিল রসার। নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। কঠিন রাস্তায় ড্রামের বীটের মত শব্দ তুলতে লাগল ওটার খুর। হঠাৎ আবার আপনাআপনি গতি কমিয়ে ফেলল অ্যাগি। মুখ তুলে সামনে তাকাল রসার। ওদিক থেকে আরেকটা ঘোড়া এগিয়ে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রায় ঢিমে তালে এগোতে লাগল অ্যাগি। আরও সামনে বাড়ল রসার। অবশেষে কাছাকাছি হাজির হলো শহরমুখী এক ঘোড়সওয়ার। পরস্পরকে পাশ কাটানোর সময় 'হাই' বলল ওরা। যার যার পথে এগোল আবার।

'রসার!'

হঠাৎ ডাক দিল শহরগামী অশ্বারোহী।

আবার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি, রাগের সঙ্গে নাক দিয়ে একটা শব্দ করল। রসার ওকে ঘুরিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ জানাল। অপর লোকটাও ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে এল। এড লাউরি।

'ও-ডট আউটফিটে যাচ্ছ নাকি?' জানতে চাইল ফোরম্যান।

'না,' জবাব দিল রসার, 'তেমন কোন ইচ্ছা এ মুহূর্তে নেই।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতেই শহরে যাচ্ছিলাম,' বলল লাউরি, 'তার আর দরকার হবে না এখন।'

'কি সমস্যা তোমার?'

স্যাডলে সহজ হয়ে বসল এড লাউরি।

'মনে হয় শিগগিরই চাকরির খোঁজে আমাকে আবার পথে নামতে হবে,' জানাল লাউরি, 'তাই ভাবলাম আগেই তোমাকে জানিয়ে রাখি কথাটা, আমার উপযুক্ত কোন চাকরির খোঁজ যদি তোমার কাছে থাকে জানাতে পারবে আমাকে।'

'অ। কিন্তু হয়েছেটা কি? তোমার কাজে কি ওরা সন্তুষ্ট নয়?'

'অসন্তুষ্ট যদি হয়েও থাকে এখনও প্রকাশ করেনি।'

'তাহলে তোমার কেন মনে হলো—'

'কারণটা মলি। সে মেরিকে এখানকার সব কিছু বিক্রি করে দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিয়ে ওরা নাকি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাবে!'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ!'

'তা পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, হেরে যাচ্ছে মেরি?'

'তা বলতে পারব না। ওকে বোঝা বড় কঠিন, কম কথার মানুষ, সমস্ত দিক ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়।'

'মনে হচ্ছে খামোকা আগ বাড়িয়ে দুশ্চিন্তা করছ তুমি,' বলল রসার, 'এখনও এতটা উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণ ঘটেনি বলেই আমার বিশ্বাস।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ,' সায় দিল লাউরি, 'তবে আমি খারাপ কিছু ঘটতে পারে জানার পর তার মোকাবিলা করার জন্যে আগেভাগেই তৈরি থাকতে চাই, ব্যস। আমার কথাটা একটু মনে রেখো, রসার, সত্যি খুব উপকার হবে আমার; ভাল কোন কাজের খোঁজ পেলেই আমাকে জানিয়ো, কেমন?'

'অবশ্যই!'

'চমৎকার। আমি জানি নানা জায়গায় যাও তুমি, অনেক কথা তোমার কানে যায়, সেজন্যেই ভাবলাম কথাটা তোমাকে বলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

আবার অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার। লাউরির ঘোড়ার পাশে নিয়ে এল ওকে।

'মলি বা মেরির সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় আমার কথা বোলো না ওদের,' স্যাডলে সহজ হয়ে বসতে বসতে বলল এড লাউরি। 'আমাদের আলোচনার কথাও জানিয়ো না কিছু। আমি বাজে কথা ছড়াচ্ছি ভেবে ওরা মন খারাপ করতে পারে!'

'ঠিক আছে, কিছু বলব না আমি,' বলল রসার, 'কথা হজম করার ট্রেনিংটা ভালই পেয়েছি আমি!'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই!' একটু বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দিল এড লাউরি। 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই খানিকটা।'

চন্দ্রালোকিত পথ বরাবর এগোতে শুরু করল দুই ঘোড়সওয়ার। ওদের স্টির‍্যাপ বারবার ঘষা খাচ্ছে। কয়েকবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল অ্যাগি এবং প্রতিবারই লাগামে ঝাঁকি দিয়ে তাকে বিরত রাখল রসার।

'কি হয়েছে ওটার?' জানতে চাইল এড লাউরি, 'সঙ্গে আর কেউ থাকুক চায় না?'

'আমার এই *মেমসাহেব* একটু মেজাজী,' জবাব দিল রসার; 'প্রায়ই মেজাজ বিগড়ে যায় তার। এখন জোর কদমে ছুটতে চাইছে সে—তোমার ঘোড়াটাকে দেখাতে চায় যে দৌড়ে ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না!'

'অ,' বলল লাউরি, হেসে ফেলল, 'আমার ঘোড়ার সঙ্গে না পারলে আর ঘোড়া হলো কিসের! কি জানো, আমার এই মূর্তিটা জানপ্রাণ দিয়ে দৌড়ায় আর এমন ভান করে মনে হয় উড়ে যাচ্ছে বুঝি—আর কোন ঘোড়াকে এমন করতে দেখিনি—তারপরও পথ ফুরায় না; মাঝে মাঝে তো আমি চারপাশে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি না সত্যিই সামনে বাড়ছি! ঘোড়া বটে একটা!'

রাস্তাটা এখানে একটু চওড়া হয়ে গেছে। দুটো ঘোড়াই আবার গতি বাড়াল, সওয়ারীরা এবার আর বাদ সাধল না। ও-ডট র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি আসার আগে আর কোন কথা হলো না দুই রাইডারের মধ্যে। ঘোড়ার গতি কমাল ওরা অবশেষে।

'ঠিক আছে তাহলে, এখানেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি,' ঘোড়াকে পিছু হটাতে হটাতে বলল এড লাউরি, রসারকে পথ করে দিল সে এগিয়ে যাবার জন্যে। 'আবার ধন্যবাদ তোমাকে।'

'বাদ দাও,' জবাব দিল রসার।

আবার ছুটতে শুরু করল অ্যাগি। ছায়াঢাকা রাস্তা বরাবর তীর বেগে ছোটার সময় তীক্ষ্ণ শব্দ করছে ওটা নাক দিয়ে, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করছে যেন, ভেবেছে লাউরির ঘোড়াটা তার এই আওয়াজ শুনতে পাবে। ও-ডট আর লুকাস আউটফিটের মাঝখানের ফাঁকটুকু কমে এল আস্তে আস্তে। লুকাস আউটফিটের কাছাকাছি এসে অ্যাগির গতি কমাল রসার, এগিয়ে চলল হালকা চালে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নেমে এল রাস্তার পাশে জন্মানো ঘাসে, খুরের শব্দ চাপা পড়ে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই র‍্যাঞ্চের একেবারে নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল রসার। র‍্যাঞ্চের উল্টোদিকে দাঁড় করাল ঘোড়াটা। র‍্যাঞ্চটার ঠিক পেছনে নুয়ে পড়া ডালপালার ভার নিয়ে ঝিমোচ্ছে একটা শেড-ট্রি, সেটার দিকে এগিয়ে

গেল রসার এবার। অ্যাগিকে দাঁড় করাল গাছের নিচে। স্যাডলে সহজ হয়ে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। স্যাডল থেকে নামল অবশেষে, দাঁড়িয়ে রইল মেয়ারের পাশে। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অ্যাগি। সহসা ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ অনুভব করল রসার; কোন ব্যাখ্যা নেই এর, বুঝিয়ে বলার উপায় নেই কোন। আবার অ্যাগির পিঠে চাপল রসার। কাজটার ভাল-মন্দ বিচার করার প্রয়াস পেল মনে মনে। আচমকা অ্যাগিই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্বটা তুলে নিল আপন কাঁধে, জোর কদমে রাস্তা অতিক্রম করে এগোতে শুরু করল সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংকহাউসের কাছে পৌঁছে গেল রসার। অন্ধকারে ডুবে আছে দালানটা, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় অবিরাম এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে ওটার দরজা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, খট-খট শব্দ হচ্ছে। অবাক হলো রসার।

'অদ্ভুত তো ব্যাপারটা,' আপনমনে বলল ও, 'দরজার আওয়াজ শুনে কেউ ওটা আটকানোর জন্যে আসছে না!'

আসতেও পারে খানিকক্ষণের মধ্যে, ভাবল।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। আচমকা আপনা থেকেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, তীব্র আওয়াজ হওয়া সত্ত্বেও কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। আবার এগোল রসার। খুদে কোরালটার দিকে একবার তাকাল, খাঁ খাঁ করছে। ঠিক সামনেই রয়েছে বার্নটা। ওটার সামনে এসে থামল রসার। খানিক অপেক্ষা করার পর নামল স্যাডল থেকে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে নজর ফেরাল, নিচের তলায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে ওখানে আসার ব্যাপারে কি বলবে মনে মনে গুছিয়ে নিল রসার। ওর বুটের নিচে খচ্-মচ্ শব্দ তুলছে নুড়ি পাথর, রাস্তা বরাবর র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল ও। অ্যাগিকে হাঁটিয়ে

নিয়ে চলে এল দালানের পেছনে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প দেখতে পেল রসার। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল, তারপর টোকা দিল কবাটে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ফের কড়া নাড়ল ও। এগিয়ে এসে মাথা দিয়ে ওকে গুঁতো দিল অ্যাগি। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল রসার। তৃতীয় বারের মত টোকা দিল দরজায়। তবু কোন সাড়া নেই। দরজার নব ঘোরাল ও। নিঃশব্দে খুলে গেল কবাট, একটু অবাক হলো রসার। দরজার কব্জায় নিয়মিত তেল দেয়া হয়, অনুমান করল, তাই শব্দ হয়নি কোন।

'হ্যালো!' দোরগোড়া থেকে ডাকল রসার, 'কেউ নেই ঘরে?'

অটুট নীরবতা। ওকে যেন ভেঙচি কাটল ওরই কণ্ঠস্বর।

আস্তে করে ঘরের ভেতরে পা রাখল রসার। ধীর পদক্ষেপে সামনে বাড়ল, যে কোন মুহূর্তে কারও দেখা পাওয়ার আশা করছে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রসার। দুটো করে কাপ, পিরিচ আর চামচ রাখা টেবিলের ওপর; চিনির প্রলেপ দেয়া প্লেট ভর্তি বনরুটিও দেখতে পেল ও। এবার কড়া কফির সুবাস ধাক্কা দিল ওর নাকে। দ্রুত কামরার ওধারের স্টোভের কাছে এগিয়ে গেল রসার। বেশ অনেকক্ষণ আগেই উতরাতে শুরু করেছে কফি, এখন কেটলির প্রান্ত বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পটের নিচে স্টোভের আগুন জ্বলছে এখনও। আগুন নিভিয়ে দিল রসার। এতক্ষণ কফি উতরানোর হিসহিস একটা শব্দ হচ্ছিল; বন্ধ হয়ে গেল সেটা। মৃদু পায়ে বাড়ির সামনের দিকে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল রসার। দোতলা পুরোপুরি অন্ধকার।

'হ্যালো!' আবার তাকাল রসার। 'কেউ আছ ওপরে?'

এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এক মিনিট বাদে আবার

কিচেনে ফিরে এল রসার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা গলে বেরিয়ে এল। চট করে ওর কাছে চলে এল অ্যাগি। ধীর পদক্ষেপে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন থেকে আবার সামনের দিকে চলল রসার। হাঁটতে লাগল পাথুরে পথ ধরে, আগের মতই খচ্-মচ্ শব্দ উঠল বুটের নিচে। বার্নের কাছে এল ও, আবার মাথা দিয়ে ওকে গুঁতো দিল অ্যাগি। বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল রসার। অন্ধকার। যান্ত্রিকভাবে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে পকেটে হাত ঢোকাল, প্যান্টের পায়ায় ঘষে জ্বালল, আলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। বাকবোর্ডটা দেখতে পেল রসার, ওটার আড়ালে কোত্থেকে যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজও শুনতে পেল। আবার সামনে পা বাড়াল রসার। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বড়জোর দশবার ফুট দূরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রসার। দশাসই কোন লোকের শরীর। বুঝতে দেরি হলো না ওর, পিট লুকাসের দেহ ওটা। নিভে আসা কাঠিটার আঁচ লাগল ওর আঙুলে। একটা খিস্তি দিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল ও কাঠিটা। পরক্ষণে আরেকটা কাঠি জ্বালল। ওঅল ল্যাম্পটা খুঁজে বার করল ওর দৃষ্টি, দ্রুত ওটার দিকে এগিয়ে গেল। মিটমিট করছে দেশলাইয়ের কাঠিটা, হাত দিয়ে আড়াল করে আলোর শিখাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাল ও, ল্যাম্পটা জ্বালল তাড়াতাড়ি। ফিরে এল আবার লুকাসের কাছে। ঝুঁকে পড়ল। অনেক আগেই মারা গেছে লুকাস। লাশটা পরীক্ষা করল রসার। পিঠে দুটো ছুরির আঘাত আবিষ্কার করে আপনমনে মাথা দোলাল ও, সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। চট করে সেই কালো লোকটার কথা মনে হলো ওর—মাইক ওয়ারনার।

'এটা তারই কাজ,' আপনমনে বলল রসার।

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ও। ওকে অনুসরণ করল অ্যাগি। আবার

ফিরে এল র‍্যাঞ্চহাউসের সিঁড়ির গোড়ায়। এবার আর দ্বিধায় ভুগল না। দ্রুত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও বাড়ির ভেতর। কিচেনের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে সব কাঠি নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকাল, তারপর দ্রুত উঠে এল দোতলায়। কামরাগুলো তল্লাশি করল ও, একের পর এক দেশলাই জ্বালিয়ে চলল, পোড়া কাঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল সর্বত্র। আবার নিচে নেমে এল রসার, ক্লোজিটটা পরীক্ষা করল, তারপর প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ওর দিকেই এগিয়ে আসছিল অ্যাগি, কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রসার, সেলারের খোঁজ করছে। অচিরেই ওটার দরজার সন্ধান পেয়ে গেল, মই বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে। কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল ও।

'এবার চল্,' অ্যাগিকে ডাকল। ঘুরে খটখট শব্দ তুলে ওর পাশাপাশি এগোল মেয়ারটা। রাস্তা ধরে বলতে গেলে দৌড়াচ্ছে রসার।

ঝড়ের বেগে বাংকহাউসে ঢুকে পড়ল রসার। রান্নার সুবাস লাগল নাকে। অনেক লোকের ঘামের গন্ধ মেশানো কাপড়ের গন্ধ পেয়ে বুঝল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের বসবাস ছিল এখানে। তারা বিদায় নিয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। খুবই সংক্ষিপ্ত হলো তদন্তের এ পর্বটা, মিনিট দুয়েক বাদেই আবার বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল রসার। অ্যাগির পিঠে উঠে বসল ও, সোজা উঠে এল বড় রাস্তায়, মুহূর্তের জন্যে থেমে করণীয় স্থির করার প্রয়াস পেল। শহর থেকে এখানে আসার পথে লাউরি ছাড়া আর কাউকে দেখেনি ও। তারমানে এখানকার হত্যাকাণ্ডের নায়ক আর কোথাও নয় সোজা পুব দিকে চলে গেছে, ওর নাগালের বাইরে। মনস্থির করে ফেলল রসার দ্রুত। নিজের ওপরই রাগ লাগছে, আরও আগে কেন আসল না এখানে? তাহলে হয়তো অঘটনগুলো ঠেকানোর একটা ব্যবস্থা নেয়া যেত। পিট লুকাসকে মরতে হত না। ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছে

বলে সাই ফিলিপস আর এড লাউরিকে মনে মনে গাল দিল রসার। অ্যাগির ওপর ঝাল ঝাড়ল ও—ওটার পেছনে সজোরে একটা চাপড় কষাল। বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়ারটা, দু'পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল। আবার চাপড় দিল রসার। এবার বুঝে গেল অ্যাগি ওর সঙ্গে আহ্লাদ করার মুডে নেই এখন রসার। সাঁই করে সামনে ছুটতে শুরু করল ওটা, নীরব রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলল খুরের শব্দ। প্রায় মাইলখানেক সোজা চলে গেছে রাস্তাটা, তারপর প্রায় বিনা নোটিসে বেঁকে গেছে অনেকটা, কিছুক্ষণ পর আবার সোজা হয়েছে।

বাঁক পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ওদের সামনে রাস্তার দু'পাশে গাছপালার সারি দেখতে পেল রসার, বড় আকারের গাছও আছে—চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নুয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করল রসার, আত্মরক্ষার খাতিরে। ডালপালার আঘাত বেচারা অ্যাগিকে সইতে হলো। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় ডালের ঘায়ে আঘাত পেয়ে আর্তনাদ করতে লাগল মেয়ারটা। অচিরেই গাছপালার সারি পেছনে ফেলে এল রসার। চারপাশে একবার নজর বোলাল ও, কিন্তু কোন কিছুই পরিচিত ঠেকল না। বাতাস আরও হিম হয়ে গেছে এখন, গতি বাড়ছে ক্রমশ; বোঝা গেল খোলা প্রান্তরে পৌঁছে গেছে ওরা। সহসা দক্ষিণে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল রাস্তাটা, একই সঙ্গে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করল। স্যাডলের ওপর পাক খেয়ে পেছনে তাকাল রসার। মনে মনে আন্দাজ করল প্রায় মাইল খানেক পথ পেছনে ফেলে এসেছে ও।

আবার সোজা হয়ে বসল রসার। রাস্তার দুধারে এবার ইয়া বড় বড় বোল্ডার দেখা গেল, রূপালি চাঁদের আলোয় অস্বাভাবিক শাদা দেখাচ্ছে ওগুলোকে, ঝিকমিক করছে। বেশ কয়েকশো ফুট পাথর দেখতে

দেখতে এগোল রসার, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে গেল পাথরগুলো; আস্তে আস্তে দুপাশের মাটি যেন দেয়ালের মত উঁচু হতে শুরু করল। অচিরেই বুঝে গেল রসার একটানা ঢালু জমি বরাবর নিচের দিকে যাচ্ছে ওরা, একটা সংকীর্ণ পাসের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে এখন, ক্রমেই চেপে আসছে যেন ওটা; পাসের দুই দেয়ালের মাঝে সংকীর্ণ জায়গায় বহুগুণে বেড়ে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ঝট করে একবার মাথা তুলে তাকাল অ্যাগি, নাল পরানো খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি সে উপভোগ করছে বলে মনে হলো রসারের; সন্তুষ্ট মনে হলো ঘোড়াটাকে। প্রায় শখানেক ফুট একটানা নামল রসার, তারপর সহসা অ্যাগির খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি থেমে গেল। থমকে দাঁড়াল মেয়ারটা, আঁচড় কাটল মাটিতে; তারপর যেন আচমকা সচকিত হয়ে উঠল সে। সংকীর্ণ ক্যানিয়ন ছেড়ে একটা ঘাসে ছাওয়া উপত্যকায় এসে পড়েছে ওরা। উপত্যকার পুরু ঘাসে খুরের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে গালিচার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওটা। চারপাশে আবার নজর চালাল রসার। মোটামুটি নিশ্চিত ও, সীমান্ত অতিক্রম করে মেক্সিকোয় চলে এসেছে ওরা। এবার কোন দিকে যাবে? নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা উপস্থিত।

মাথা নাড়ল রসার। অর্থহীন ব্যর্থ প্রয়াস। হঠাৎ কি ভেবে আকাশের দিকে তাকাল ও, দেখতে পেল: ছোট ছোট অগ্নিকণা সাঁ করে ছুটে গেল আকাশের দিকে, আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে কেউ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে গেল আভাটা; অসীম শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল কেবল। কিন্তু আগেই পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে রসার, যেদিকে আগুনের আভা দেখা গেছে সেদিকেই তুফান বেগে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। আবার আগের জায়গায় আগুনের আভা

দেখা গেল। ছুটন্ত মেয়ারটার গতিপথ সামান্য বদলাল রসার। আধ মাইলটাক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রসার, অবশেষে অন্ধকারে কালো প্রায় অদৃশ্য কতগুলো ঘর যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো ওদের সামনে। রাশ টেনে অ্যাগিকে দাঁড় করাল রসার, চটপট নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, অ্যাগির দিকে ফিরে ওটার ঘাড়ে আদর করে মৃদু একটা চাপড় দিল, তারপর পা বাড়াল সামনে।

কালো একটা ঘর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। ঘরটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এল রসার। হঠাৎ ঘাসের ওপর হলদে আলো লুটিয়ে পড়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। চট করে তাকাল আলোর উৎসের দিকে। দালানটার ওদিকে একটা চৌকো জানালার ফোকর গলে বেরিয়ে আসছে আলোটা। ওর দিকে এগিয়ে গেল রসার। কাছে আসার পর বুঝতে পারল এটা আসলে বড়সড় একটা ডোব-শ্যাক। সন্তর্পণে জানালার কাছে চলে এল রসার, চট করে উঁকি দিল ভেতরে, পলকের জন্যে একটা লোককে দেখতে পেল, চিকন গোঁফঅলা এক মেক্সিক্যান। কামরার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছে সে, রসারের অবস্থান থেকে তাকে দেখা গেল না। উবু হয়ে জানালার এপাশে চলে এল রসার, উঁকি দিল আবার। দেখতে পেল মেক্সিক্যানের সঙ্গীকে—মাইক ওয়ারনার। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে লোকটার, তবু তাকে চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না রসারের। লোকটাকে সেদিনই কেন খতম করল না ভেবে মনে মনে আফসোস করল ও। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ওয়ারনার, প্যান্ট টেনে ওপরে ওঠাল। নিমেষে আবার অন্ধকারে মিশে গেল রসার। দরজা খোলার শব্দ শুনে বুঝল বেরিয়ে যাচ্ছে মাইক। অচিরেই তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। পেছন দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রসার, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে আরেকটা ছাপরার দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রসার; তারপর হোলস্টারের পিস্তলজোড়া ঢিল করে নিয়ে চলে এল ছাপরার সামনে। পিস্তল বের করে নিল হাতে এবং দরজা খুলে ছাপরার ভেতর ঢুকে পড়ল। ওর পায়ের ধাক্কায় দড়াম করে কবাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সাত

ছোট একটা টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিল ম্যাক্সিক্যান, আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রসারের দিকে, আন্তরিক হাসল; তার ছোট ছোট দাঁতগুলো একেবারে ঝকঝকে শাদা, বাদামী চেহারার পটভূমিতে ঝিলিক মেরে উঠল যেন।

'আহ্, সেনর,' গলায় খুশি খুশি ভাব ফুটিয়ে ওকে স্বাগত জানাল সে, 'এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত! মোরালেস জানত তুমি আসবেই। কিন্তু পিস্তল কেন, সেনর! আমরা বন্ধু, তাই না? নাকি মোরালেসকে তুমি অবিশ্বাস করো?'

'তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাব কেন, বলো!' বলল রসার, ওর কোল্টের মায্‌ল ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েই রইল মেক্সিক্যানের বুকের দিকে। 'তুমি যাতে বোকার মত উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসো সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই এটা হাতে রাখা, আর কিছু না। তোমার হাত

জোড়া টেবিলের ওপর রাখো দেখি।'

আবার হাসল মোরালেস।

'ব্যাংক থেকে সরানো পুরো টাকাটাই,' কামরার এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ট্রাংকের দিকে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'ওটায় আছে। সব মিলিয়ে একত্রিশ হাজার ডলার, সেনর। মোরালেস নিজের মর্যাদা বোঝে, সেনর, সেজন্যেই সেনর ব্রায়ানের সামনে সমান ভাগ করার অপেক্ষায় ছিল, এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও ছোঁয়নি!'

'ওই জানালাটায় একটা কিছু টানিয়ে দাও,' আদেশ দিল রসার।

শব্দ করে হাসল মোরালেস।

'এখানে এমন কেউ নেই যাকে ভয় পেতে হবে,' রসারকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল।

'তাই নাকি? তাহলে ওই লোকটা কে?'

'ওই লোকটা? ওহ্-হো, সেনর মাইকের কথা বলছ?' জানতে চাইল মোরালেস, তারপর মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'আজ আর নিজের শ্যাক ছেড়ে বাইরে আসছে না সে, সেনর। দুনিয়ার সেরা সুন্দরীকে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে সেনর মাইক। যাহোক, তুমি যখন বলছ...'

উঠে দাঁড়াল মোরালেস, এগিয়ে গেল একটা চেয়ারের দিকে, ওটার ওপর একটা ব্ল্যাঙ্কেট রাখা। ব্ল্যাঙ্কেটটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলল মেক্সিক্যান, জানালায় টানিয়ে দিল, তারপর আবার পেছনে সরে এসে তাকাল রসারের দিকে।

'এবার, সেনর, টাকার হিসাবটা চুকিয়ে ফেলা যাক!'

'একটু দাঁড়াও!' আবার আদেশের সুর ধ্বনিত হলো রসারের কণ্ঠে।

'অ্যাঁ!'

এতক্ষণ মোরালেস যে চেয়ারে বসেছিল একহাতে সেটা ধরল

রসার, ঝট করে ঘুরিয়ে টেনে এনে ঠেসে দিল কবাটের ওপর। এখন আর চট করে খোলা যাবে না দরজাটা।

'ওই মাইক লোকটা এখানে কি করছে?' জানতে চাইল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল মোরালেস।

'ওর সঙ্গে তোমার কি ব্যবসা?' আবার জিজ্ঞেস করল রসার।

'বড্ড বিদঘুটে প্রশ্ন, সেনর,' বলল মোরালেস। 'সবার সঙ্গে একই ব্যবসা করি আমি। ক্যাটলবায়ার আমি—তোমার গরু, সবার গরু কেনাই আমার কাজ!'

'আচ্ছা! কিন্তু মাইক লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।'

'আমারও লাগে না, সেনর। কচাকচ্ খালি ছুরি চালাতে চায়, তার হাতও চলে দারুণ!'

'তার সঙ্গের মেয়েটা কে?'

'তা বলতে পারি না,' চট করে বলে উঠল মোরালেস, 'তবে এটুকু বলতে পারি মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী, মাথায় লাল রঙের চুল, ঠিক তোমার মত, সেনর ব্রায়ান!'

মেয়েটা রোজ ছাড়া অন্য কেউ নয়, ভাবল রসার। সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এখন। লুকাসকে ছুরি মেরে খুন করেছে মাইক ওয়ারনার, তারপর রোজকে অপহরণ করে সটকে পড়েছে, গা ঢাকা দিয়েছে এখানে এসে। ব্রায়ানের ব্যাপারটাও পরিষ্কার। রসারের কাছে নামটা মোটেই নতুন নয়। টেক্সাসের ল-এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা চেহারা না দেখলেও একনামে চেনে লোকটাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক দিন যাবত ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আইনের দীর্ঘ হাত, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে সে। লোকটাকে বিবেকহীন খুনী হিসাবে জানে সবাই; নিষ্ঠুর সে, এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানোই তার বৈশিষ্ট্য। এক

কথায় বলতে গেলে স্টেটের সব কটা কাউন্টির ওঅন্টেড লিস্টে নাম রয়েছে ব্রায়ানের। মাঝখানে কিছুদিন তার উৎপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই ধরে নিয়েছিল হয়তো আজানা কোন জায়গায় খুন-খারাবি করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে বদমাশটা, শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে এতদিনে! কিন্তু না, এখন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে : বহাল তবিয়তেই আছে শয়তানটা, আবার আগের মত বদমায়েশি শুরু করেছে। সীমান্তের এপারে এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিল সে-ও; রেঞ্জার বাহিনী ভেঙে যাওয়ায় সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে এবং স্বভাবতই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে সে। লোকটার সাংগঠনিক ক্ষমতা অসাধারণ আর রয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার অতুলনীয় গুণ; এ দুটোকে কাজে লাগিয়ে, সন্দেহ নেই, দুনিয়ার সব পলাতক আসামীকে টেনে নিয়েছে সে নিজ দলে, গড়ে তুলেছে বিশাল হানাদার বাহিনী; তার নির্দেশ আর পরিকল্পনা মোতাবেকই দিনের পর দিন সীমান্তবর্তী শহর আর র‍্যাঞ্চগুলোয় ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা; গরু ছিনতাই করছে, মানুষ মারছে!

'মাইকের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বলল রসার।

'এখন বিরক্ত করলে খেপে যাবে সে,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল মোরালেস।

পরস্পর শক্ত হয়ে চেপে বসল রসারের দুঠোঁট।

'খেপে যাবে, তাই না?'

মৃদু হাসল মোরালেস।

'ওহ্, সেনর! তোমার আসলেই জবাব নেই,' বলল সে, 'যেমন তেজ, তেমনি সাহস। বুঝতে পারছি কেন তোমার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় সবাই। এক্ষুণি আমি গিয়ে ডেকে আনছি ওকে, তুমি অপেক্ষা করো।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মোরালেস, একহাত বাড়াল নবের দিকে, অন্য হাতে চেয়ারটা সরাতে গেল; ঠিক এই সময় ঝিলিক মেরে শূন্যে উঠে গেল রসারের হাতে ধরা পিস্তল, পরক্ষণে ধাঁই করে নেমে এল মোরালেসের অরক্ষিত চাঁদি বরাবর, বিশ্রী একটা শব্দ হলো। জায়গায় জমে গেল মোরালেস, পড়ে যাচ্ছিল হুড়মুড় করে, নিমেষে তাকে ধরে ফেলল রসার। মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল আস্তে করে। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল; কামরার চার ধারে নজর বোলাল একবার। মোরালেসের হাত দুটো বাঁধার জন্যে দড়ি জাতীয় একটা কিছু খুঁজছে। শেষে মেক্সিক্যানের ওপর ঝুঁকে পড়ল রসার, চিত করে শোয়াল তাকে। লোকটার কোমরে রূপোর চমৎকার নকশা করা একটা বেল্ট দেখতে পেল রসার। দ্রুত হাত চালিয়ে বেল্টটা খুলে নিল। আবার উপুড় করল মেক্সিক্যানকে, হ্যাঁচকা টানে পেছনে নিয়ে এল তার হাতজোড়া, কষে বেঁধে ফেলল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার, পিছিয়ে এল দরজার দিকে, ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল চেয়ারটা, তারপর কবাট খুলে পা রাখল বাইরে। ওয়ারনারের ছাপরার কাছে যেতে মিনিট দুয়েকের বেশি সময় লাগল না ওর।

ছাপরাটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল রসার। সাইড-ওঅলের একটা জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু জানালায় পর্দা টানানো থাকায় ভেতরের কোন কিছুই দেখতে পেল না; কেবল ল্যাম্পলাইটের আলোর ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেল। উবু হয়ে এবার দরজার দিকে এগোল রসার। আস্তে করে নব ঘোরাল, কিন্তু, খুলল না দরজাটা। সন্তর্পণে ঘুরে ছাপরার পেছনে চলে এল রসার। হঠাৎ একটা চীৎকার ধাক্কা দিল কানের পর্দায়, চট করে মুখ তুলে তাকাল ও; সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল মোরালেসের ছাপরার ওখান থেকে এসেছে

আওয়াজটা। সাবধানে ফের উঁকি দিল রসার। কাঠের দেয়ালের সঙ্গে দরজার সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনতে পেল, ঘাসের ওপর আলোক রশ্মি লুটিয়ে পড়ল এসে। ছাপরা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা লোক। ওটা মোরালেস ছাড়া আর কেউ নয়, বুঝতে পারল রসার। লোকটার মুখে একটা কিছু গুঁজে দেয়া উচিত ছিল, সেটা তো করেইনি; তার পা-জোড়া বাঁধার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে ও বেমালুম। এমন হাস্যকর অসাবধানতার অপরাধে নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছা হলো রসারের। নিমেষে আবার পিস্তল বের করে নিল ও হোলস্টার থেকে। কিনারা ঘুরে ছাপরার এক পাশে চলে এল। দেয়ালের ছায়াময় আড়াল পেয়ে খুশি হলো মনে মনে। তুফান বেগে ছুটে আসছে মোরালেস। কিভাবে খোদা মালুম, বেল্টের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে লোকটা।

'মাইক!' চেঁচিয়ে উঠল মেক্সিক্যান। 'মাইক!'

'বোকারাম!' বিড়বিড় করে বলল রসার।

একটু উঁচু হলো ওর পিস্তলের মায্‌ল, পরক্ষণে নিজেকে নিবৃত্ত করল ও। এখন লোকটাকে থামানোর চেষ্টা চালিযে কিংবা তার মুখ বন্ধ করে কোন লাভ হবে না। সন্দেহ নেই তার চীৎকার শুনতে পেয়েছে মাইক ওয়ারনার। বরং মোরালেস যদি অক্ষত অবস্থায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তাহলে রসারের উপকার হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ওকে দরজা খুলে দিতে দ্বিধা করবে না ওয়ারনার। তারপর কি ঘটবে সেটা অবশ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে ওই দুজন কি করে তার ওপর। এক সময় না একসময় ওয়ারনারকে ওই ছাপরার বাইরে আনার ব্যবস্থা নিতেই হবে। সে যত আগে বেরিয়ে আসবে তত দ্রুত ফয়সালা হয়ে যাবে গোটা ব্যাপারটার।

'মাইক!' আবার চিৎকার করল মোরালেস।

হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে, দুমাদুম কিল মারতে শুরু করল কবাটের ওপর। আরও উঁচু হলো রসারের পিস্তলের মায্ল। দরজার বোল্ট খোলার শব্দ শুনতে পেল ও। খুলে গেল দরজাটা।

'সেনর মাইক!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মোরালেস, 'লোকটা··· লোকটা···সেনর ব্রায়ান নয় সে! কোথায় গেল?'

'কি আবোল তাবোল বকতে শুরু করলে, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!' জবাব দিল ওয়ারনার।

'সেনর মাইক, তোমার সঙ্গের ওই মেয়েটার মত, সেনর ব্রায়ানের মত লাল চুলঅলা লম্বা এক লোক, প্রথমে তাকে সেনর ব্রায়ানই ভেবে নিয়েছিলাম আমি; অনেক দিন আগে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলাম তো, তাই ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাটা আমার মাথায় পিস্তলের বাড়ি মারতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সে সেনর ব্রায়ান নয়। একটা ঠগ!'

এরপর আর স্পষ্ট কিছু শুনতে পেল না রসার। কেবল চাপা কণ্ঠের ফিসফিস আওয়াজ ভেসে এল। এখনও হাঁপাচ্ছে মোরালেস। আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। মোরালেসের দরজা থেকে সরে আসার অপেক্ষা করল রসার। কিন্তু তাকে বিদায় নিতে না দেখে খানিকটা বিস্মিতই হলো ও। অধৈর্য হয়ে আবার মাথা বের করে উঁকি দিল রসার। মোরালেসের টিকিটিও দেখা গেল না। মাইক বোধ হয়, ভাবল রসার, মোরালেসকে ঘরে নিয়ে গেছে। মনে মনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার প্রয়াস পেল ও। কি করা উচিত এখন? পিছিয়ে গিয়ে ছাপরার ওপর গুলি বর্ষণ করা যায়, কিন্তু তারপর? এ সমস্যার একটা সমাধানই আছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে ওয়ারনারকে। সহসা, মাথার ওপর ছাদে মৃদু একটা শব্দ হয়েছে বলে মনে হলো রসারের, এতই ক্ষীণ

যেন গাছের পাতা ঝরে পড়েছে কোথাও, শোনা যায় না বললেই হয়—তাই বিশেষ গুরুত্ব দিল না রসার। পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে, বোধ হয় সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সরে গেল একপাশে—ঠিক এই সময় ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে এল একটা ছায়ামূর্তি। ওকে ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু রসার সরে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

পলকে ঘুরে দাঁড়াল রসার। ছায়ামূর্তির হাতে একটা ছুরি ঝলসে উঠতে দেখল ও। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রসার, ডাণ্ডার মত করে সপাটে হাঁকাল পিস্তলটা। শত্রুর গায়ের ওপর পড়ল ও। ঝট করে জোড়া পা সামনে মেলে দিল লোকটা। রসারের হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল, ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল ও। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল লোকটা, গড়িয়ে সরে গেল খানিকটা, পর মুহূর্তে হাঁছড়েপাঁছড়ে উঠে দাঁড়াল এবং তেড়ে এল রসারের দিকে। পলকের জন্যে ছুরিটা দেখতে পেল রসার। লোকটা ছুরি চালাতেই তার ছুরি ধরা হাতের কব্জিটা চট করে মুঠোর মধ্যে বন্দী করে ফেলল ও। আততায়ী অসম্ভব শক্তিধর, দড়ির মত পাকানো শরীর তার, হিংস্র ভঙ্গিতে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল রসারের সঙ্গে। ক্রমাগত পাক খাচ্ছে ওরা, ঘুরছে; একের পর আঘাত হানছে পরস্পরকে; যখন যেভাবে পারছে—লাথি, ঘুসি, চড় বাদ গেল না কোনটাই। কিন্তু ছুরি ধরা হাতটা কিছুতেই আলগা হতে দিল না রসার। আচমকা একটা আক্রমণে রসারকে আবার হাঁটু দিয়ে আঘাত করল ছুরিঅলা, পিছলে সরে যাবার চেষ্টা চালাল। তার কব্জির ওপর থেকে আরেকটু হলেই আলগা হয়ে যাচ্ছিল রসারের হাতটা। কিন্তু আততায়ীর সঙ্গে প্রায় ঝুলে রইল ও, অনুসরণ করল তাকে। সশব্দে আছড়ে পড়ল ও লোকটার ওপর। সাঁই করে নেমে এল এবার ছুরি ধরা হাতটা। শরীরের

প্রতি আউন্স ওজন কাজে লাগাল রসার, হাতটার ওপর ছেড়ে দিল নিজের দেহের পুরো ভার। যন্ত্রণায় একবার মোচড় খেলো লোকটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। হাত পায়ে ভর দিয়ে সোজা হলো রসার। আততায়ীর বুকে আমূল সেঁধিয়ে গেছে তারই হাতের ছুরি। ভাল করে লোকটাকে দেখল ও। মাইক নয়। মেক্সিক্যান মোরালেস।

'মোরালেস!' এবার ফিসফিসিয়ে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, থাবা দিল হোলস্টারে। মনে নেই, আগেই পিস্তল ড্র করেছিল ও, মেক্সিক্যানের সঙ্গে মারপিটের সময় ওটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। পিস্তলটা যেখানে পড়েছে নিমেষে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রসার, থাবার মধ্যে পুরল ওটাকে, তারপর মুখ তুলে তাকাল। ঘাসের ওপর একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। ছাপরার কোণ ঘুরে বেরিয়ে আসছে লোকটা। তার চেহারা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রসার। ওয়ারনার ছাড়া আর কে হবে! মাইক ওয়ারনারই। সময় নষ্ট না করে গুলি চালাল রসার। গুলির ধাক্কায় পড়ে গেল ওয়ারনার। নিজেকে আবার টেনে তুলল সে। ওয়ারনারের ওপর নজর স্থির রেখে একটু পিছিয়ে এল রসার। ছাপরার দেয়ালের এক কোণে মুহূর্তের জন্যে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ওয়ারনার, তারপর আচমকা মোচড় খেলো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে এক পাশে সরে এসে ফের ট্রিগারে টান দিল রসার। একটা ছুরি ঝিলিক মেরে ওর পাশ দিয়ে উড়ে গেল সাঁই করে, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। আবার লুটিয়ে পড়ল ওয়ারনার। উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। আস্তে আস্তে যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে—শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এখন লোকটার, দম ফুরিয়ে আসছে—কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো ওয়ারনার, স্থির হয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আবার, আর নড়ল না।

এক দৌড়ে ছাপরার সামনের দিকে চলে এল রসার, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। কি যেন নড়ে উঠল কবাটের ওপাশে। গোঙানির শব্দ শুনতে পেল রসার। দ্রুত ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার আটকে দিল ও; কামরার এক কোণে হাঁটুর ওপর মাথা ফেলে জবুথুবু ভঙ্গিতে বসে আছে রোজ, ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পলকে রোজের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রসার।

'রোজ,' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল মেয়েটা, ওর গালে তাজা রক্তের একটা দাগ দেখা গেল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রুমাল বের করল রসার, আস্তে করে মুছে দিল রক্তটুকু। এবার পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাল রোজ।

'রসার!' ফিসফিস করে বলে উঠল সে।

আবার চোখ বুজল মেয়েটা, ঢলে পড়ল রসারের দিকে। ওকে এক মুহূর্ত আগলে থাকল রসার, তারপর দুহাতে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ওর কাঁধের ওপর মাথা ফেলে রেখেছে মেয়েটা।

'মাইক,' রোজকে বলতে শুনল রসার।

থেমে তাকাল ও মেয়েটার দিকে।

'ভুলে যাও ওর কথা,' বলল রসার, 'আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না সে।'

'টাকাগুলো,' আবার বলল রোজ, 'ওর বেল্টে রয়েছে!'

'তোমাদের টাকা?'

'না। র‍্যাঞ্চারদের।'

'ও,' বলল রসার, যদিও কথাটার মানে ও ধরতে পারেনি পুরোপুরি।

'ওরাই গরু চরির জন্যে দায়ী,' বলল রোজ।

রসার ধরে নিল ওরা বলতে ওয়ারনার আর লুকাসের কথাই বোঝাচ্ছে মেয়েটা।

'ওই মেক্সিক্যান—,' আবার জানাল রোজ, '—মোরালেসের কাছে গরু বিক্রি করত ওরা। সে কি—'

'মাইককে সঙ্গ দিচ্ছে এখন,' বলল রসার।

'ওহ।' বলল রোজ, 'আজই সব জানতে পেলাম আমি। মাইক আর মোরালেস আলাপ করছিল, আমি সবই শুনেছি। পিটের খবর জানো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা মাইকের কাজ!'

'আগেই আন্দাজ করেছি আমি।'

'লোকটা খুব খারাপ,' বলল রোজ, 'আমার গায়ে হাত তুলেছে সে—দুবার!'

রোজকে ঘাসের ওপর আস্তে করে শুইয়ে দিল রসার, ঠাণ্ডা ঠেকল ওর শরীর। মোরালেসের ছাপরার জানালায় টানানো ব্ল্যাঙ্কেটের কথা মনে পড়ল ওর।

'দাঁড়াও, এক্ষুণি আবার আসছি আমি,' বলে ছাপরার দিকে পা বাড়াল রসার। মিনিট খানেক বাদেই ব্ল্যাঙ্কেট সহ ফিরে এল, ওর হাতে একটা প্যাকেটও দেখা যাচ্ছে। ওটা রোজের হাতে দিল রসার। 'এটা একটু রাখো তোমার কাছে,' বলল ও। ব্ল্যাঙ্কেটের ভাঁজ খুলে রোজের গায়ে জড়িয়ে দিল সস্নেহে। 'ঠিক আছে?'

'হুম,' বলল রোজ। রসারের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে স্মিত হাসল। 'এখন বেশ আরাম পাচ্ছি, ভাল লাগছে।'

'আর মাত্র একমিনিট সময় নেব আমি,' বলল রসার, তারপর এক দৌড়ে মাইক ওয়ারনার যেখানে রক্তে ভেজা ঘাসে পড়ে আছে সেখানে

চলে এল। সামনে ঝুঁকে চিত করে শোয়াল ওয়ারনারকে, তার প্যান্টে গোঁজা শার্টের নিচের অংশ টেনে বের করে ফেলল। কোমরে জড়ানো মানিবেল্টটা দেখতে পেয়ে দ্রুত ওটা খুলে নিল রসার, সময় নষ্ট না করে নিজের কোমরে বেঁধে ফেলল। দ্রুত পায়ে আবার ফিরে এল ও রোজের কাছে। 'পাওয়া গেছে,' সংক্ষেপে জানাল ও, অর্থপূর্ণ টোকা দিল মানিবেল্টে। 'ঠিক আছে? এবার তাহলে রওনা দেয়া যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

রোজকে ধরে দাঁড় করাল রসার, স্থির হতে সাহায্য করল তাকে, তারপর ছেড়ে দিল।

'ওদিকে আছে আমার ঘোড়াটা,' মোরালেসের ছাপরার ওধারে ইঙ্গিত করে বলল রসার। 'তুমি একটু অপেক্ষা করো।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?' জানতে চাইল রোজ।

'অবশ্যই শহরে,' জবাব দিল রসার, রোজের দিকে তাকাল। 'কেন?'

'হ্যাংকদের সন্দেহ আগাগোড়া ঠিক ছিল,' বলল রোজ, 'আমাদের ব্যাপারে ওদের প্রতিটি কথাই আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ আমি কেমন খেপে উঠেছিলাম সেদিন মলির ওপর, চড় পর্যন্ত মেরেছি, এখন নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে ওর কাছে!'

'না,' বলল রসার, 'তেমন কিছুই করতে হবে না তোমাকে। তুমি যা করেছ পূর্ণ অধিকার বলেই করেছ। তাছাড়া সে নিশ্চিতভাবে যা জানে না সেটা তাকে না জানতে দিলে খুব একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। অন্যদের বেলায়ও খাটে কথাটা।'

'কিন্তু টাকা?'

'এই টাকা যাতে র‍্যাঞ্চাররা আনুপাতিক হারে ফেরত পায় সে ব্যবস্থা

নেব আমরা। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ও,' হঠাৎ বলে উঠল রোজ, 'মোরালেসকে একটা লিস্ট দেখিয়েছিল মাইক। র‍্যাঞ্চের নাম আর কোন র‍্যাঞ্চ থেকে কতগুলো গরু চুরি করা হয়েছে তার হিসাব লিস্টটায় লিখে রেখেছিল মাইক।'

'তবে তো আরও সহজ হয়ে গেল কাজটা,' বলল রসার, 'ওয়ারনার লিস্টটা কোথায় রেখেছে দেখেছ?'

'মানি-বেল্টেই তো ছিল!'

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। চট করে মুখ তুলে তাকাল দুজন, আড়ষ্ট হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে একজন ঘোড়সওয়ার। মোরালেসের ছাপরার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল সে, স্যাডল থেকে নামল, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তাকিয়ে আছে রসারদের দিকে।

'একটু দাঁড়াও,' বলল রসার।

ওর দিকে তাকাল রোজ।

'ওই লোকটা কে জানো?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'বোধ হয়,' জবাব দিল রসার। 'আমার বিশ্বাস লোকটার নাম ব্রায়ান। এখন শোনো, রোজ,' আবার বলল ও; মানিবেল্টটা খুলে নিয়ে রোজের হাতে তুলে দিল। 'তোমার কোমরে জড়িয়ে নাও এটা জলদি করে। ওই লোকটার দিকেই এখন এগিয়ে যাব আমরা। ওর কাছাকাছি পৌঁছে আমি দাঁড়িয়ে পড়ব, কিন্তু তুমি থামবে না, সোজা এগিয়ে যাবে আমার ঘোড়ার দিকে। ঘোড়ায় চেপে বসে সোজা শহরের পথ ধরবে। মানিবেল্ট আর প্যাকেটটা লুই ব্র্যাডলির কাছে পৌঁছে দেবে বুঝতে পেরেছ কি বলছি?'

'হ্-হ্যাঁ। কিন্তু—'

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রসার।

'ব্ল্যাংকেটটা আরও উঁচু করে নাও,' বলল ও, 'মেক্সিক্যান মেয়েদের মত ঢেকে ফেলো মাথাটা। ব্রায়ান কিছু সন্দেহ করুক চাই না আমি। তোমাকে সে কোন প্রশ্ন করলে জবাব দেবে না। একভাবে এগিয়ে যাবে। পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার পর শহরেই তো যাবে?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি।'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি!'

আবার মৃদু হাসল রসার।

'যদি কোন কারণে না ফিরি, আমার আত্মীয় স্বজন সবাই ডেনটনে থাকে, খবরটা ওদের পৌঁছে দিয়ো, কেমন? বিল ম্যাকডোনাল্ড ওখানে যাবার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করবে তোমাকে। আমার বাড়ি গিয়ে সব কিছু খুলে বললে ওরা ঠিক বুঝবে আমি ওদের কাছে কি আশা করছি!'

রোজকে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ দিল না রসার। সামনে ঠেলে দিল ওকে, প্রায় হোঁচট খেয়ে এগোতে শুরু করল রোজ। ওর দিকে এক নজর তাকাল রসার। ব্ল্যাংকেটে মাথা ঢেকে নিয়েছে মেয়েটা। অচিরেই মোরালেসের ছাপরার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওদের জরিপ করছিল দীর্ঘদেহী লোকটা।

'এই যে, তুমি,' রসারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'মোরালেস কোথায় জানো?'

রোজকে ঠেলে সরিয়ে দিল রসার।

'ভাগো!' চাপা কণ্ঠে বলল ওকে, 'যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করবে, ঠিক আছে?'

হাঁটার গতি বাড়াল রোজ, প্রায় দৌড়াচ্ছে।

'তো?' আবার জিজ্ঞেস করল আগন্তুক, 'সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত ফালতু সময় আমার আছে ভেবেছ নাকি? মেক্সিক্যান ব্যাটা কই? আর তুমিই বা কে?'

'আমি রসার। ওদিকে আছে মোরালেস,' জবাব দিল রসার। ওয়ারনারের ছাপরার দিকে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করল। 'দেখা করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমি ডেকে আনছি ওকে,' বলল রসার। 'কি নাম বলব?'

'ব্রায়ান!' অধৈর্য কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ব্যাটাকে জলদি আসতে বলো, নইলে তার ছাল তুলে ফেলব!'

আবার উল্টোপথ ধরল রসার।

'দাঁড়াও,' বলল ব্রায়ান, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'বেশ।'

অপেক্ষা করল রসার। দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ব্রায়ান। তারপর একসঙ্গে ওয়ারনারের ছাপরার দিকে এগিয়ে গেল।

'মোরালেস!' হাত দুটো চোঙের মত মুখের সামনে ধরে আচমকা চিৎকার করে ডেকে উঠল ব্রায়ান।

কোন সাড়া মিলল না।

'কোন্ দুঃখে যে মেক্সিক্যান শালার কথায় ভুলে ভাগ করার আগে ব্যাংকডাকাতির টাকাটা ওর হাওলায় রাখতে রাজি হয়েছিলাম এখন নিজের মাথাতেই ঢুকছে না!' আপনমনে বিড়বিড় করল ব্রায়ান। 'আমার হাইডআউটের চেয়ে এ জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়! আরে, ব্যাপার কি, ব্যাটা জবাব দেয় না কেন?'

'কি জানি;' বলল রসার, 'বোধ হয় তোমার গলা শুনতে পায়নি। কিংবা শ্যাকের পেছনে কোথাও লুকিয়েছে গিয়ে। এক কাজ করা যাক, তুমি একপাশ দিয়ে যাও, আমি যাই আরেকদিকে, ঠিক আছে? লোকটা ঘাপটি মেরে যেখানেই থাকুক না কেন আমরা দুজনে ঠিকই বের করে ফেলতে পারব তাকে।'

ঘোঁৎ করে সায় দিয়ে একদিকে সরে গেল ব্রায়ান। মাইক আর মোরালেসের লাশ ছাপরার যেপাশে পড়ে আছে সেদিকেই এগিয়ে গেল। ওয়ারনারের লাশের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সে। টপকে পার হলো সে লাশটা, তারপর মোরালেসের লাশের কাছে পৌঁছে আবার থামল। ব্রায়ানের হাতে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতে দেখে রসার বুঝে গেল সময় উপস্থিত। দপ করে নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠিটা, ওটা ঘাস স্পর্শ করার আগেই পিস্তল বেরিয়ে এল রসারের হাতে। আচমকা পেছনে সরে গেল ব্রায়ান, মোচড় খেল; সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে টান দিল রসার। ব্রায়ানের বুলেটটা রসারের মাথা থেকে টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল রসার, আবার উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান। এবার একসঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের পিস্তল, মনে হলো একটা পিস্তলেরই ট্রিগার টানা হয়েছে, অসহ্য নীরবতা নেমে এল তারপর, গাছের পাতাও নড়ছে না যেন! একেবারে পাথর হয়ে গেছে ব্রায়ানের দীর্ঘ শরীর, অবশেষে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে।

পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল রসার। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর হাঁটতে শুরু করল আবার। প্রায় পরক্ষণেই ফের থমকে দাঁড়াল, ফিরে এসে মাটি থেকে টুপিটা তুলে নিল, ঘোরাল হাতের ওপর; গুলির ফুটোয় তর্জনী ঢোকাল একবার, তারপর মাথায় জুত করে বসিয়ে নিল ওটা।

মোরালেসের ছাপরার দিকে এগোতে যাবে, এই সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে ঝড় তুলে ছুটে এল ঘোড়সওয়ার, রাশ টানল। ওর সামনে এসে পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। মাটিতে পিছলে পড়ল একটা ব্ল্যাংকেট, তারপর ছিপছিপে গড়নের একটা মেয়ে রাইফেল হাতে ছুটে এল রসারের দিকে।

'রোজ,' বলল রসার, 'আমি!'

পরক্ষণে ওর বাহুতে ধরা দিল রোজ, যেন গলে যাবে। ওকে শক্ত করে ধরে থাকল রসার।

'গুলির শব্দ শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন পানি হয়ে গিয়েছিল,' রসারকে বলল রোজ, 'আর এগোতে পারলাম না আমি। হঠাৎ তোমার স্যাডলবুটে রাইফেলটা দেখতে পেয়ে ওটা বের করে প্রায় উড়ে ফিরে এসেছি। ব্রায়ান হলে আমি তাকে খুন করে ফেলতাম এখন!'

পরদিন সকাল। রসার আর বিল ম্যাকডোনাল্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে হোটেলের উল্টোদিকে, রাস্তার কার্ব-এ।

'মেয়েটাকে নিয়ে তাহলে বাড়ির পথ ধরছ!' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি গিয়ে কি করবে?'

হাসল রসার।

'র‍্যাঞ্চার হওয়ার চেষ্টা করব, বিল,' বলল ও।

হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল রোজকে।

'চলো,' ম্যাকডোনাল্ডকে বলল রসার।

সহজ পদক্ষেপে রাস্তা অতিক্রম করতে শুরু করল ওরা। মৃদু হেসে ওদের স্বাগত জানাল রোজ।

'তুমিই তাহলে ওকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছ না, ইয়াং উওম্যান?'প্রশ্নের সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, গম্ভীর চেহারায় চোখ কোঁচকাল।

'ওর কথায় গুরুত্ব দিয়ো না,' রোজকে বলল রসার। 'ওর নাম বিল ম্যাকডোনাল্ড। এমনভাবে কথা বলার চেষ্টা করে যাতে মনে হয় দুনিয়ায় বুঝি তারচেয়ে মন্দ লোক আর একজনও নেই, অথচ ভানটাও ঠিকমত করতে জানে না। তলে তলে একেবারে কাঁদা মাটির মত নরম ও। বিল, এ হলো রোজ!'

হাসল ম্যাকডোনাল্ড। রোজের একটা হাত ধরল।

'রোজ,' বলল সে, 'রোজ। সুন্দর নাম। তুমিও সুন্দর। কিন্তু ওর মত একটা ছেলেকে তুমি কেন বিয়ে করতে যাচ্ছ সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না!'

'হয়তো ওর লাল চুল আমার ভাল লাগে বলে,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল রোজ।

'তা হতে পারে, কারণ ওর চেহারা কিছুতেই ভাল লাগতে পারে না তোমার!'

'ওকে তো সুদর্শনই মনে হয় আমার!'

রোজকে কাছে টানল ম্যাকডোনাল্ড, ঝুঁকে এল ওর কানের কাছে।

'আমারও,' বলল ফিসফিস করে। 'আসল কথা, খাঁটি মানুষ ও, এক বিন্দু খাঁদ নেই কোথাও!'

রোজ মৃদু হাসল। ওকে ছেড়ে দিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমাদের আগেই বলে রাখছি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আজ আমার সঙ্গে খাবে তোমরা, কেমন?'

'আচ্ছা,' বলল রসার। 'কয়েকটা কাজ বাকি আছে আমাদের।

দুপুরে তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হব, ঠিক আছে?'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ, এখানেই,' বলল রসার, 'দুপুরে।'

আচমকা ওদের চমকে দিয়ে তীর বেগে শহরে ঢুকল একজন ঘোড়সওয়ার। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি কমাল সে, ঘোড়া নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এল। এক হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করে সম্মান জানাল রোজকে।

'খবর শুনেছ তোমরা?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল সে ওদের দুজনের কাছে। 'আর কোনদিন হামলা-টামলা হবে না আমাদের এখানে। সীমান্ত পেরিয়ে আসার সাহসই হবে না কারও। কাজ হয়ে গেছে!'

'কি বলছ তুমি?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

শব্দ করে হাসল লোকটা, আরাম করে বসল স্যাডলে।

'একমিনিট একটু অপেক্ষা করো তোমরা,' শান্তকণ্ঠে রসারদের বলল সে, ঘোড়াসহ নিজেও কার্ব-এ চলে এল, 'এক মিনিটের বেশি লাগবে না!'

রসারের দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'রোদের আঁচে লোকটার মাথায় বায়ু চড়েনি তো, জন?' জিজ্ঞেস করল বার-এম মালিক।

'ওর কথামত মিনিট খানেক অপেক্ষা করে দেখি না কি হয়,' বলল রসার, ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকাল। 'ওকে তো আমার সুস্থই মনে হচ্ছে; চেহারায় খ্যাপাটে ভাব নেই মোটেই।'

ঠোঁট চেপে হাসল রাইডার। অবশেষে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। ঘুরে সেদিকে তাকাল রাইডার।

'ওই দেখো!' রাস্তার শেষ মাথার দিকে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এসে গেছে ক্যাভালরি! ঠিক সীমান্ত বরাবর একটা দুর্গ বানাবে ওরা। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তো এবার?'

দল বেঁধে রাস্তায় নেমে আসতে শুরু করেছে শহরবাসীরা। ওদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে শহরে ঢুকতে লাগল নীল-খাকি ইউনিফরম পরা ক্যাভালরি দলটা। মাঝ-সকালের মৃদু-মন্দ হাওয়ায় পত্‌পত্‌ উড়ছে ওদের নিশান। ক্লপ্‌-ক্লপ্‌ শব্দে অগ্রসরমান ঘোড়াগুলোর গায়ে লেগে ধাতব শব্দ তুলছে তাদের অস্ত্রগুলো।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার,' বিস্মিত সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল তাহলে!'

মিনিট খানেকের মধ্যেই অশ্বারোহীতে গিজগিজ করতে লাগল পুরো রাস্তা। ওদের পেছনে, বলতে গেলে যতদূর চোখ যায়, কেবল অশ্বারোহীদের দেখা যাচ্ছে। লাইন বেঁধে এগিয়ে আসছে ওরা।

'ওদের এখানে আসার পেছনে তোমার ভূমিকা কি?' জানতে চাইল রসার।

'আমার ভূমিকা?'

'হ্যাঁ। এই মাত্র তুমি বলছিলে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল তাহলে, তখনই আমি বুঝে গেছি তুমি যাই বলো না কেন আসলে ওদের আসার পেছনে তোমার হাত আছে। কিভাবে হাসিল করলে, ওঅশিংটনে তোমার সেই ভাইয়ের জোরে?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যাকডোনাল্ড।

'তারচেয়ে তুমিই আগে বলো না, ইয়াং ফ্রেন্ড, সেক্রেটারি অভ ওঅর আমার ভাইকে যখন প্রেসিডেন্টের অফিসে নিয়ে গেল তখন তোমার বন্ধু জাজ ম্যাককীভার কেন গিয়েছিল ওখানে? আর

সেক্রেটারির কাছে আমার ভাইয়ের দেখা করতে যাওয়ার কারণ শুনে প্রেসিডেন্ট আর জাজ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেই বা উঠেছিল কেন?'

এক হাতে রসারের একটা হাত ধরল রোজ, অন্য হাতে ম্যাকডোনাল্ডকে।

'তোমরা এখুনি ডিনারে নিয়ে চলো আমাকে,' বলল সে, 'বেশ খিদে পেয়েছে। খেতে খেতেই না হয় শুনি কত নামকরা লোকজনের সঙ্গে খাতির তোমাদের!'

কার্ব থেকে সরে এল ওরা। রোজকে নিয়ে পিট ম্যাকের স্যালুনে গিয়ে ঢুকল। ব্যাক রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা, হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল রসার, দুজনের কাছে অনুমতি নিয়ে চলে এল বারের কাছে, সামনে ঝুঁকে পড়ল।

'স্পেশাল কিছু আছে আজ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককে।

হাসল স্যালুন কীপার, মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ, দারুণ জিনিস!' জবাব দিল।

'কি সেটা?'

'ল্যাম্ব স্ট্যু!'

কথা হারিয়ে ফেলল যেন রসার।

'নিজের হাতে বানিয়েছি আমি,' বলে চলল বারটেন্ডার, 'জানো কার কাছ থেকে রেসিপি নিয়েছি? আসল স্ট্যু রান্নার কায়দা জানে এমন একজনের কাছ থেকে—মিসেস বিল ম্যাকডোনাল্ড!'

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

আলবেয়ার কামু-র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

দ্য প্লেগ

রূপান্তর ঃ বাবুল আলম

ফরাসী বন্দর ওরাওঁ।

১৯৪—সাল। ১৬ এপ্রিল।

ডাক্তার রিও বাসা থেকে বেরোতে গিয়ে সিঁড়িতে

একটা মরা ইঁদুর দেখতে পেল। এই হলো শুরু।

এরপর যত দিন যেতে থাকল

ততই বাড়তে থাকল শহরে মরা ইঁদুরের সংখ্যা।

তারপর একজন-দুজন করে মরতে শুরু করল মানুষ।

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল শহরবাসী।

কর্তৃপক্ষ একে প্লেগ বলে স্বীকার করলেন না।

বাড়তে লাগল সংক্রমণ,

দলে দলে মরতে লাগল মানুষ।

এমনি সময়ে বন্ধ হয়ে গেল শহরের সবগুলো ফটক।

তারপর?